শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

২০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৪০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার দ্বারায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল,

শ্রীচরণকমলেষু—

মেজদা,

* * * যাঁদের উৎসাহে আমি নাট্যকার, তুমিও তাঁদের মধ্যে একজন। এ কথাটা ছাপার অক্ষরেই লেখা থাক্। * * * প্রণাম জেনো।

—স্নেহাকাঙ্ক্ষী "ভবশঙ্কর"

জলধর বাবুর—

তিনখানি সদ্যপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট নাটক

(রঙমহলে অভিনীত)

একটাকা

আঁধারে আলো

(নাট্যনিকেতনে অভিনীত)

একটাকা

মন্দির-প্রবেশ

(ষ্টারে অভিনীত)

একটাকা

ভাবে ভাষায়, চরিত্র-চিত্রনে ও ঘটনা-বৈচিত্রে এ যুগের তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া পরিচিত।

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কৈফিয়ৎ

শক্তির মন্ত্র—একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। এই নাটকখানি গ্রহণ করবার পর মিনার্ভা থিয়েটারের বিধি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। নাট্য-রসিকদের সুবিধার জন্য মিনার্ভা একদিকে যেমন দর্শনী-মূল্য হ্রাস করেছেন, অন্যদিকে অভিনয়কালও করে ফেলেছেন পূর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। সে কারণে সুপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ-শিল্পী বন্ধুবর কালিপ্রসাদ ঘোষ —নাটকখানিকে চতুর্থ অঙ্কেই সমাপ্ত করে নিয়েছেন। নাটকীয় রস ও ঘটনার পারম্পর্য্য অব্যাহত রেখে, নিজেদের প্রয়োজনানুসারে কালিবাবু যে ভাবে যবনিকাপাত করেছেন—তা'তে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছি।

আমি কিন্তু মূল পঞ্চাঙ্ক নাটকখানাই ছেপে দিলাম—কারণ যাঁরা সখের অভিনয় করবেন বা নাটক পড়বেন—তাঁদের পক্ষে মূল নাটক-খানাই সুবিধাজনক হবে বলে মনে করি।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

পরিচয়

(দেশীয় কোন স্বাধীন-রাজ্যের কল্পিত ঘটনা)

পাত্র

মুক্তিকাম	রাজ্যচ্যুত বৈষ্ণব রাজা।
শক্তিধর	শাক্ত রাজা।
রত্নেশ্বর	মুক্তিকামের শ্বশুর।
শঙ্খনাদ	মুক্তিকামের পুত্র।
উগ্রসেন	শক্তিধরের সেনাপতি।
শুকদেব	ভক্ত-বৈষ্ণব।
চূড়ামণি	জনৈক ব্রাহ্মণ।
ন্যায়ালঙ্কার, তর্করত্ন, স্মৃতিভূষণ ...	ঐ প্রতিবেশী।
ধূমকেতু	অতি কুৎসিত ধনাঢ্য ব্যক্তি।

প্রহরী, ভিখারী ও ফিরিওয়ালা।

পাত্রী

কমলা	মুক্তিকামের স্ত্রী।
সুনন্দা	শক্তিধরের কন্যা।
নাগিনী	চূড়ামণির আগুনে-পোড়া কন্যা।
উল্কা	ধূমকেতুর অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রী।

শান্তির মন্ত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কোনো পর্ব্বতের উপরিস্থ দেব-মন্দির ও তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

কাল—উষা।

দৃশ্য—মন্দির-মধ্যে রাধারমণ-বিগ্রহ। সামান্য-বেশে ও বিষণ্ণমুখে রাণী সোপানে বসিয়াছিলেন। রাজ্য হইতে বিতাড়িত রাজা মুক্তিকাম রাধারমণের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কমলার সহচরীগণ নৃত্যসহকারে প্রভাত-বন্দনা গাহিতেছিলেন।

গান

ডাক্‌ছে কারে কেউ কি জানে
গানে গানে ভোরের পাখী?
দেখ্‌ছে কারে ঘোম্‌টা আড়ে
তরুণ উষার অরুণ আঁখি?
ধীরে ধীরে বয় সমীরণ—কার চরণের পরশ লাগি'
ঘাড় দোলায়ে কঙ্ক মরালী—ওঠ নলিনী ওঠ রে জাগি'
স্থল-কমলের পাপ্‌ড়ী ভিজে—
আজ শিশিরের অশ্রু মাখি'।

এসো এসো, আজ প্রিয়তম! শিউলি-ঝরা মোর আঙিনায়
যা-কিছু মোর সাজিয়ে ডালি—ঢাল্‌বো তোমার ওই রাঙা পায়।
আজ ভোরে তাই নয়ন-জলে—
নোয়ায়ে মাথা, তোমারে ডাকি।

ধীরে ধীরে মুক্তিকাম বাহিরে আসিলেন ও সহচরীগণ প্রস্থান করিলেন।

মুক্তিকাম। রাণী!

কমলা। (হাসিয়া) আমি রাণী? কিন্তু তুমি তো এখন আর রাজা নও। পথের ভিখারী তুমি—

মুক্তিকাম। তবুও তুমি আমার রাণী। কে বলে—আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব হারিয়েছি? না, না, কমলা! আমি তো কিছুই হারাই নি। তুমিই আমার রাজ্য আর আমার ঐশ্বর্য্য ওই রাধারমণ!

কমলা। কিন্তু, আজ আমি তোমার রাধারমণের চোখে জল দেখেছি!

মুক্তিকাম। জল দেখেছ? রাধারমণের চোখে?—সেকি কথা কমলা?

কমলা। হ্যাঁ, আমি রাধারমণের চোখে জল দেখেছি। তুমি যে একটা প্রকাণ্ড ভুল করে বসে আছ! তাই তো ভাব্‌ছি—এখন উপায় কি?

মুক্তিকাম। কি ভুল কমলা?

কমলা। সিংহাসন-বিনিময়ে, শক্তিধরের কাছে তুমি যখন ওই রাধারমণ-বিগ্রহটি প্রার্থনা করেছিলে—তখন কি শ্রীরাধার কথাটা একবারও মনে পড়ে নি? তোমারি পিতৃরাজ্যে যে যুগলমূর্ত্তি বহু কাল

হ'তে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তুমি তার একটিকে মাত্র নিয়ে এসেছ। কথা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলে—খুব অন্যায় কাজ করেছিলে।

মুক্তিনাথ। তাই তো, (চিন্তা করিলেন) রাণী! ওটা ভুলই হয়েছিল! কিন্তু এখন উপায় কি? বজ্রবাহু আজ প্রজাদের বিদ্রোহী ক'রে তুলেছে! শক্তিধর তো আমার আর কোনো প্রার্থনাই শুনবে না! কি করি? (চিন্তা করিলেন) রাধারমণ! আমাকে বলে দাও—আমি কি করবো?

মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন

কমলা। হায় অদৃষ্ট! অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী আজ একটা পথের ভিখারী!

কমলা চিন্তাকুল ভাবে মন্দির-সোপানেই বসিয়া রহিলেন।

শুকদেব নামে জনৈক ভক্ত-বৈষ্ণবের প্রবেশ—কমলাকে লক্ষ্য না করিয়াই তিনি তন্ময় ভাবে গাহিতে ছিলেন—

গান

বাঁশী আমারি বাজে না সখি! বামে নিরখি নাহি শ্রীরাধা।
আমি একাকী সজল আঁখি—ডাকি কোথা মোর জীবন-আধা।
ছেড়ে দে আমারে আমি বিরহী—প্রিয়া হারা হয়ে কেমনে রহি?
বিরহ-বিধুর বাঁকা শিখি চুড়—বাজে না নুপুর চরণে বাঁধা।

কমলা। শুকদেব!

শুকদেব। মা!

কমলা। রাধারমণের চোখের জল মুছবার উপায় কি?

শুকদেব। শক্তিধরের রাজধানী হতে শ্রীরাধাকে নিয়ে আসা ছাড়া, আর কোনো উপায় নেই মা!

কমলা। কিন্তু শক্তিধর যদি শ্রীরাধাকে না দেয়—তা'হলে?

শুকদেব। তা'হলে পর্ব্বতগাত্রের ওই ঝরণার মতই রাধারমণের দু'চোখ দিয়ে জল গড়াবে—কেউ তা' বাধা দিতে পারবে না মা—

ছেড়ে দে আমারে—ইত্যাদি [গীতমুখে প্রস্থান।

কমলা। রাধারমণ! প্রেমের ঠাকুর! ব'লে দাও, আমি কি করবো? তোমার চোখের জল যে আমি আর সহ্য করতে পারি না।

রাজা রত্নেশ্বরের হাত ধরিয়া কুমার শঙ্খনাদের প্রবেশ
কুমার অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক

শঙ্খনাদ। মা! এই দেখো, দাদামশাই এসেছেন—

কমলা উঠিয়া আসিয়া রত্নেশ্বরকে প্রণাম করিলেন

রত্নেশ্বর। মুক্তিকাম কোথায়—কমলা?

কমলা। ওই তো মন্দিরে রাধারমণের পদপ্রান্তে বসে আছেন।

রত্নেশ্বর। (বিরক্ত ভাবে) রাধারমণের পদপ্রান্তে—ছি ছি ছি—নির্লজ্জ, কাপুরুষ!

কমলা। ওকি বাবা? তুমি অমন করছ কেন?

রত্নেশ্বর। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সে কি তার ওই রাধারমণকে নিয়েই পড়ে থাকবে? হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের কোনো চেষ্টাই করবে না? মুক্তিকাম—মুক্তিকাম!

মুক্তিকাম বাহিরে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মুক্তিকাম! তুমি কি

তোমার ওই রাধারমণকে চেন? উনিই না একদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ।

মুক্তিকাম। (হাসিয়া) আমি তো বুঝতে পারছি না—আমার প্রতিপক্ষ কে?

রত্নেশ্বর। কেমন করে বুঝবে? তুমি যে ভীরু, তুমি যে কাপুরুষ! তাই তুমি চোরের মত পালিয়ে এসেছ—ওই রাধারমণকে বুকে নিয়ে। তোমাকে কন্যাদান ক'রে আজ আমি সভ্য-সমাজে মুখ দেখাতে পারি না। ছি ছি, কী লজ্জা, কী অপমান! সামান্য একটা বিগ্রহের বিনিময়ে সিংহাসন দান—জগতের ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম! বোধ হয়—এত বড় মূর্খতা আর কেউ কখনো করেনি। ছি ছি ছি—

কমলা। বাবা, আমিই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, উনি কোনো অন্যায় করেন নি।

রত্নেশ্বর। কোনো অন্যায় করেন নি?

কমলা। না বাবা, উনি কোনো অন্যায় করেন নি। শক্তি প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, সে উদ্যোগী ও উৎসাহী। তাই সে হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষমতাপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। একদল সৈন্যও সংগ্রহ করেছিল। তার রাজ্যলিপ্সার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ালে, বহু লোকের প্রাণনাশ হ'ত। শক্তিধরের হাতখানা ধরে, সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে, উনি তো প্রজাদের কল্যাণ-কামনাই করেছেন বাবা!

রত্নেশ্বর। মূর্খ তুই। মানুষকে মরতে না দিলেই বুঝি তার কল্যাণ কামনা করা হয়? উদ্ধত শক্তিধরের অত্যাচারে আজ তোর প্রজারা যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আজ তারা মৃত্যু চায়, তবুও আর নির্য্যাতন চায় না।

মুক্তিকাম। এই অনর্থের জন্যে দায়ী, আপনারই প্রিয় পুত্র বজ্রবাহু।

রত্নেশ্বর। বজ্রবাহু ?

মুক্তিকাম। হ্যাঁ।

রত্নেশ্বর। বজ্রবাহুর উপর তুমি চিরদিনই বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ।

মুক্তিকাম। সে অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, শঠ ও প্রবঞ্চক। তার উদ্দেশ্যের সততাকে আমি চিরদিনই সন্দেহ করি।

বজ্রবাহুর প্রবেশ

বজ্রবাহু। রাজা! আমি বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছি। তোমার আদেশ পেলেই তারা শক্তিধরের রাজধানী আক্রমণ করতে প্রস্তুত।

মুক্তিকাম। তুমি কি জানো না বজ্রবাহু! আমি আমার রাজ্য ও ঐশ্বর্য সবই শক্তিধরকে দান করে চলে এসেছি ?

বজ্রবাহু। কিন্তু, প্রজারা যে তোমাকেই চায় ?

মুক্তিকাম। আমি চাই—প্রজাদের কল্যাণ। আমার প্রিয়তম প্রজাদের মৃতদেহ স্তুপাকার করে, আমি আমার সিংহাসনের সোপান রচনা করতে পারবো না বজ্রবাহু!

বজ্রবাহু। তা'হলে কি প্রজাদের উপর এই অত্যাচার আর উৎপীড়ন—চল্‌বে ?

মুক্তিকাম। সে কথা তুমিই জানো। তুমিই একদিকে প্রজাদের মধ্যে উত্তেজনা আর অশান্তির সৃষ্টি করছ, আর একদিকে শক্তিধরকেও অত্যাচারী করে তুলছ! এই অশান্তির জন্যে দায়ী তুমি!

বজ্রবাহু। আমি ?

মুক্তিকাম। হ্যাঁ তুমি। তোমার উদ্দেশ্য—আমাকে সিংহাসনে বসানো নয়, শক্তিধরকে সিংহাসনচ্যুত করা।

রত্নেশ্বর। তাই যদি সত্য হয়, বেশ তো—আগে বজ্রবাহুর সাহায্যে শক্তিধরকে সিংহাসনচ্যুত করো, তারপর—

মুক্তিকাম। তারপর, বজ্রবাহুর হাতখানা ধ'রে তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে দাও—এই তো বল্‌তে চান? কিন্তু কেন? কি প্রয়োজন এই পরিবর্ত্তনের?

শঙ্খনাদ। শক্তিধর যে অত্যাচারী, বাবা!

মুক্তিকাম। তোমার ওই মামাটি যে, তার চেয়েও বেশী অত্যাচারী হবে না, এমন কোনো প্রমাণ দিতে পার শঙ্খনাদ? বোধ হয় পার না। মাত্র দু'টি বৎসর সিংহাসনে বসে—একথাটা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে—প্রজাদের উপর অত্যাচার আর উৎপীড়নের জন্যে ওই প্রাণহীন সিংহাসনটা যত দায়ী, তত দায়ী আর কেউ নয়। প্রজারা যদি পারে—ওই সিংহাসনটাই ভেঙে ফেলুক—ওর অস্তিত্বই মুছে ফেলুক!

রত্নেশ্বর। তুমি উন্মাদ, মুক্তিকাম! তুমি উন্মাদ!

বজ্রবাহু। আমি একটা স্পষ্ট কথা শুন্‌তে চাই। তা'হলে সেই শক্তিধরকে সিংহাসনচ্যুত করবার কোনো চেষ্টাই করবে না তুমি?

মুক্তিকাম। কখ্‌খনো না। যে সিংহাসন আমি তাকে স্বেচ্ছায় দিয়ে এসেছি, তা ফিরে-পাওয়ার কোনো চেষ্টাই আমি করবো না!

রত্নেশ্বর। আমি করবো। আমার দৌহিত্র এই শঙ্খনাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে—সে চেষ্টা আমিই করবো। আমি বৃদ্ধ হয়েছি বটে, কিন্তু এখনো মরিনি মুক্তিকাম! যুদ্ধের কথা শুন্‌লে এখনো আমার শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। লোহের মত শক্ত হয়ে ওঠে এই

মাংসপেশী! যাও বজ্রবাহু, তুমি সৈন্য সমাবেশ করো। আমি বলছি— সে চেষ্টা আমিই করবো! তুমি যাও— বজ্রবাহুর প্রস্থান।
শঙ্খনাদ! এসো, আমার সঙ্গে এসো—

কমলা। বাবা! তোমার পায় পড়ি—আমার ওই একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধের আগুনে আহুতি দিও না।

রত্নেশ্বর। শঙ্খনাদ! তুমি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ, তোমারও কি ওই মত?

শঙ্খনাদ। মা! আমাকে অনুমতি দাও—আমি যুদ্ধ করতে চাই— সিংহাসন উদ্ধার করতে চাই।

মুক্তিকাম। রাধারমণ! জানি না তোমার কি ইচ্ছা!

মন্দির মধ্যে প্রবেশ

শঙ্খনাদ। মা, আমি জানি, তুমি যদি একবার বাবাকে বলো, তাহলে তিনিও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবেন। শুনেছি, তার মত সাহসী যোদ্ধা নাকি এদেশে কেউ নেই!

কমলা। সে কথা খুব সত্যি শঙ্খনাদ! কিন্তু তিনি যে রাধারমণের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন—প্রয়োজন হ'লে আত্মহত্যা করবেন, তবু অন্য কারো অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করবেন না।

রত্নেশ্বর। তা'হলে শঙ্খনাদ! তুমিও কি যাবে না আমার সঙ্গে?

শঙ্খনাদ। মা, মা, আমাকে অনুমতি দাও। বাবা যদি যুদ্ধ না করে, না করবে! আমি করবো। শক্তিধরকে তাড়িয়ে দিয়ে, আমিই সিংহাসন কেড়ে নেব। বাবাকে আবার সিংহাসনে বসাবো। মা!

তুমি যে রাজরাণী! তোমার এ ভিখারিণী-বেশ দেখ্‌লে, আমার চোখ ফেটে জল আসে—আমি সহ্য করতে পারিনে।

কমলা। বাবা! আমাকে আর একটা দিন ভাব্‌বার অবকাশ দাও—

রত্নেশ্বর। না, আমি আজই জান্‌তে চাই শঙ্খনাদ আমার সঙ্গে যাবে কি না?

কমলা। না, তা'হলে যাবে না, আমি তাকে যেতে দেবো না। রাজ্যজয় করা অপেক্ষা আত্মজয় করা অনেক বড় কাজ।

রত্নেশ্বর। বেশ, তা'হলে আমি আসি। শঙ্খনাদ! তুমিও তোমার বাবার মতো লুকিয়ে থাকো, ওই মূর্খ-নারীর অঞ্চল-প্রান্তে।

প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। না, না, দাদামশাই! তুমি যেয়ো না শোনো, শোনো—

প্রস্থান।

কমলা। রাধারমণ! রাধারমণ! সত্যিই কি তুমি যুদ্ধ-বিগ্রহ চাও—

মন্দির সোপানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন

শুকদেবের প্রবেশ

গান

ভুলি কেমনে, ওগো ভুলি কেমনে—
প্রিয়া-মুখ-চন্দ্র-মাধুরী?
ভুলিব কেমনে সখি, সে ব্রজপুরী?
মনে পড়ে আজি কেলি কদম্ব মূলে
বাজে বাঁশী, 'রাধা' 'রাধা' যমুনা-কূলে—
মনে পড়ে গোপিনীর বসন-চুরি।

মন্দির হইতে ব্যস্তভাবে মুক্তিকাম বাহিরে আসিলেন।

মুক্তিকাম। রাণী! আমিও দেখেছি—আমার রাধারমণের দু'-চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে! আজই আমি শক্তিধরের কাছে লোক পাঠাবো, সে যদি আমার শ্রীরাধা-বিগ্রহটি পাঠিয়ে না দেয়, তা হলে, তা হলে, আমি যুদ্ধই করবো—

কমলা। কিন্তু তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছ—রাধারমণের পা ছুঁয়ে—

মুক্তিকাম। হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা তো করেছি—কিন্তু উপায় কি রাণী? রাধারমণের চোখের জল যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না! না না না—যুদ্ধ আমাকে করতেই হবে—শ্রীরাধাকে আমি চাই—শুকদেব! তুমি পারবে—?

শুকদেব। কি?

মুক্তিকাম। শক্তিধরের কাছে গিয়ে, আমার পক্ষ থেকে শ্রীরাধা-বিগ্রহটি একবার প্রার্থনা করবে। বুঝিয়ে বল্‌বে, আমার শ্রীরাধাকে না পেলে, আমি নিশ্চয়ই অনশনে প্রাণত্যাগ করবো—

শুকদেব। (হাসিয়া) তা'তে তার কি ক্ষতি হবে রাজা? সে যে আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠ্‌বে—কারণ, সে তাই চায়!

মুক্তিকাম। বল কি শুক্‌দেব? আমি তাকে রাজ্য দিয়েছি, ঐশ্বর্য্য দিয়েছি, তবু তার তৃপ্তি হয়নি? সে আমার মৃত্যুও চায়? এ কথা বিশ্বাস করবার পূর্ব্বেই যেন আমি মরতে পারি—রাধারমণ! তা'হলে আমাকে মৃত্যুই দাও—মৃত্যুই দাও—

প্রস্থান।

কমলা। শুকদেব! কেন তোমরা শক্তিধরকে এত বড় একটা পশু মনে করো? আমি তোমাকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি তাই নিয়ে

তুমি যাও—নিশ্চয়ই সে শ্রীরাধাকে পাঠিয়ে দেবে—। আমাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, আমার অনুরোধ কিছুতেই অগ্রাহ্য করবে না। এস আমার সঙ্গে—(যাইতে যাইতে) রাধারমণ! শক্তিধরকে সুবুদ্ধি দাও! সুবুদ্ধি দাও।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ রাজপথ।

কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

দৃশ্য—একটি ভিখারী ভিক্ষার উদ্দেশ্যে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল। সামান্য পথিকবেশে. রাজা শক্তিধর প্রবেশ করিলেন—এবং পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে গান শুনিলেন।

ওগো, ছেলে-মেয়ে এ সংসারে কেউ নহে আপন!
কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ
সংসারোয়মতীব বিচিত্রঃ!
করো, মিছে প্রণয়িনী সাথে সুখ-আলাপন।
নলিনীদলগতজলমতিতরলম্
তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলম্
মোহ, ভাঙিবে···যখনি তুমি মুদিবে নয়ন।

য়ছিলাম,

অর্থ

ভিখারী। (গানান্তে) একটা পয়সা দাওনা, বাবা!

শক্তিধর। এ সংসারে আপন বল্‌তে বুঝি কেবল পয়সাটাকেই

চিনেছ ? আর কিছুই কিছু নয়, না ? আচ্ছা, তা'হলে শোনো ভিখারী, আমিও একটা গান গাই—

সিঁদ্‌কাঠি পন্থা, পয়সারি জন্য···
কে বলে এ বৃত্তি অতীব জঘন্যঃ ?
চুপি চুপি রাত্রে চালয়ামি চরণম্‌
নামাবলী গাত্রে তিলকিত বদনম্‌ !
ধরা নাহি পড়ি, করি, শ্রীগুরু-স্মরণম্‌
পয়সাটি চিনি শুধু—চোরোঽহম্‌ চোরোঽহম্‌—

ভিখারী। আমি বড় গরীব, একটা পয়সা দাও না বাবা !

শক্তিধর। তোমার ঝুলিতে সিঁদকাঠি আছে ?

ভিখারী। সিঁদকাঠি ! সে কি কথা বাবা ?

শক্তিধর। আছে কিনা বলো—

ভিখারী। না বাবা, এই দেখো—

শক্তিধর। হুঁ—তা' নাও থাকৃতে পারে—দিনের বেলায় ! আচ্ছা [illegible]তে পার এ দেশের রাজা কে ?

ভিখারী। রাজা ?

শক্তিধর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজা—

ভিখারী। (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) পরমবৈষ্ণব রাজা মুক্তিকাম।

শক্তিধর। তাই বুঝি ফোঁটা-তিলক কেটে বেরিয়েছ ?

ইঙ্গিতে একজন প্রহরীকে ডাকিলেন

একে চাবুক লাগাও—

প্রহরী চাবুক মারিতে লাগিল

ভিখারী। ওরে বাপ্‌রে, মেরে ফেল্‌লেরে—

শক্তিধর। (আপন মনে গাহিতে লাগিলেন)

পয়সাটি গোলাকার দু'আনীটি চৌকা
ভবতি ভবার্ণব তারণে নৌকা !
বাবা কুরু ভিক্ষুকে পয়সা-প্রদানম্
চাবুকিত অঙ্গ বা মর্দিত কানম্—
পয়সা মিলিলে নাহি কোনো অপমানম্
পয়সাটি চিনি শুধু—চোরোঽহম্ চোরোঽহম্ !

এই লও ভিক্ষুক—(একটা টাকা দিলেন) যাও—মনে রেখো এ দেশের রাজা আমি—আমার নাম শক্তিধর, মুক্তিকাম নয়—

টাকা লইয়া ভিক্ষুকের প্রস্থান।

সুনন্দার প্রবেশ—তাহার বয়স মাত্র দ্বাদশ বৎসর।

সুনন্দা। বাবা! আবার তুমি যাকে-তাকে চাবুক মারছ ?

শক্তিধর। এরা যে শয়তান সুনন্দা! এদের সুশিক্ষার একমাত্র বাহন হচ্ছে ওই চাবুক !

সেনাপতি উগ্রসেনের প্রবেশ

উগ্রসেন। রাজা! যে সব প্রজাদের ঘর-দরজা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম, তা'রা এখন বশ্যতা-স্বীকার করেছে।

শক্তিধর। তাই নাকি, আচ্ছা, তা'হলে—রাজকোষ থেকে অর্থ দিয়ে আবার তাদের ঘরদরজা বেঁধে দাও—

উগ্রসেনের প্রস্থান।

সুনন্দা। কেন তুমি প্রজাদের উপর এত অত্যাচার করো বাবা ?

শক্তিধর। প্রজারাই বা আমার উপর এত অত্যাচার কেন করে

সুনন্দা ? আমি রাজা, আমাকে তারা রাজস্ব দেবে না, রাজা বলেই স্বীকার করবে না—কেন ?

জনৈক ফিরিওলা যাইতেছিল

ফিরিওলা। চাই পাকা কলা ?

শক্তিধর। হেই, এদিকে আন্—ঝাঁকা নাবা। (কলা হাতে লইয়া) ক'টা ক'রে পয়সায় ?

ফিরিওলা। তিনটে।

শক্তিধর। আচ্ছা বল্‌তো এদেশের রাজা কে ?

ফিরিওলা। রাজা তো ধর্ম্মরাজ মুক্তিকাম।

শক্তিধর। অধর্ম্মরাজ শক্তিধর লোকটা কে, তাকে চিনিস্ ?

ফিরিওলা। ওরে বাপ্‌রে—সে তো শুনিছি—এক ডাকাত !

শক্তিধর। তা'হলে যা'—এ কলা আর তুই পাবি না।

ফিরিওলা। সে কি, কেন ?

শক্তিধর। (ইঙ্গিতে প্রহরীকে ডাকিয়া) লাগা—চাবুক !

সুনন্দা। বাবা ! আবার ?

শক্তিধর হাসিতে লাগিলেন, প্রহরী বেত্রাঘাত করিতেছিল—সুনন্দা চোখে আঁচল দিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিওলা। না, না, আমায় মেরো না—আমি চুরি করিনি—এ কলা আমার বাগানের।

শক্তিধর। সত্যি বল্‌ছিস্ ?

ফিরিওলা। হ্যাঁ বাবা, সত্যিই বল্‌ছি—আমি চুরি করিনি।

চূড়ামণি নামে জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ

চূড়ামণি। না মশাই, আমি জানি—ও বেটা চোর! দেখি তোর কলাগুলো? (কলা দেখিয়া) হ্যাঁ—ঠিক ধরেছি—এ কলা আমার বাগানের। এই যে সেই লতারম্ভা। আমি তো চিনে ফেলেছি যাদু, আর তো লুকোনো চল্‌ছে না। মারো, মারো, বেটাকে খুব মারো। বেটা চোর! এ কলাগুলো সব আমার।

ফিরিওলা। মিথ্যে কথা ব'ল না ঠাকুর! তোমার বাগানে তো কলাগাছ নেই! তোমার সেই কালো মেয়েটা রোজ আমার ঠেঙে ঠাকুরপুজোর কলা কেনে—

চূড়ামণি। কিন্‌বেই তো। বাগানের কলা চোরে নিয়ে গেলে তো ঠাকুরপুজো বন্ধ থাকতে পারে না? মারো বাবা পাহারোলা বেটাকে খুব মারো—বেটা চোর—

কলাগুলি নামাবলীতে বাঁধিলেন

শক্তিধর। ওকি হচ্ছে ঠাকুর?

চূড়ামণি। শুনুন মশাই—আপনি তো একজন ভদ্রলোক? বিবেচনা ক'রে দেখুন, আমার বাড়িতে আজ শণির সিন্নি। দুধ গুড়, আলোচাল প্রভৃতি সবই জোগাড় হয়ে গেছে—বাকি মাত্তর এই কলা ক'টা। ধরুন, যদি এ বেটা আমার সে কলাগুলো চুরি না-করেই থাকে, তাহলে, সেগুলো নিশ্চয়ই কাঁচা? কি বলেন?

শক্তিধর। তা'তো নিশ্চয়ই—

চূড়ামণি। বেটা যে চোর—সে বিষয়ে যখন আপনাদের কোনো সন্দেহই নেই—তখন—হা হা হা—আমিই নিয়ে যাই—ঠাকুরের কাজে

লাগ্‌বে—হা, হা, হা—মারো, মারো, বাবা পাহারোলা বেটাকে খুব মারো!

ফিরিওলা। দোহাই ঠাকুর। আমার কলাগুলো নিয়ো না। (কাঁদিয়া) এই কলা বেঁচে পয়সা নিয়ে যাবো, তবে আমার ছেলে-মেয়েরা দু'টো খেতে পাবে।

চূড়ামণি। যা' যা' ছোটলোক, বেটা চোর! মারো, বাবা পাহারোলা! বেটাকে খুব মারো—

যাইতেছিলেন

শক্তিধর। দাঁড়াও ঠাকুর—যেয়ো না। ফিরিওলা! এই নে তোর কলার দাম—

একটা টাকা দিলেন

ফিরিওলা। এত কেন বাবা?

শক্তিধর। আচ্ছা, ঠাকুর! বল্‌তে পার—এ দেশের রাজা কে?

চূড়ামণি। রাজা তো ছিল সেই পরমধার্ম্মিক মুক্তিকাম। কিন্তু, তাকে তাড়িয়ে দিয়ে শক্তিধর নামে এক বেটা পাষণ্ড, সিংহাসনে চেপে বসেছে। বেটার না আছে ধর্ম্মজ্ঞান, না আছে দেবদ্বিজে ভক্তি!

শক্তিধর। তুমি সেই পাষণ্ড শক্তিধরকে চেন? তাকে দেখেছ কখনো?

চূড়ামণি। নাঃ। কে যায় তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে? শুনেছি সে নাকি লঘু-গুরু মানে না। পথেঘাটে, যাকে-তাকে যখন-তখন অপমান করে। আহাহা—রাজা ছিল সেই মুক্তিকাম! দেখা হলেই প্রণাম—আর তার সঙ্গে একটা টাকা প্রণামী!

শক্তিধর। ফিরিওলা, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও।

ফিরিওলা। আমাকে কি একটা টাকাই দিয়ে দিলেন?

শক্তিধর। হ্যাঁ। আজ থেকে মনে রেখো, এ রাজ্যের রাজা আমি! আমার নাম—শক্তিধর—মুক্তিকাম নয়। যাও—

[প্রণাম করিয়া ফিরিওলার প্রস্থান।

চূড়ামণি। তুমিই রাজা শক্তিধর? দীর্ঘজীবী হও বাবা! আমার মাথার ঠিক নেই—কি বল্‌তে কি বলে ফেলি—তা নিজেই বুঝ্‌তে পারিনে। ভয়ানক শনির দৃষ্টি! সেই কারণেই তো ঠাকুরের একটু পূজা-আয়োজন করেছি বাবা!

শক্তিধর। (প্রহরীকে ইঙ্গিত করিলেন) চাবুক—!

চূড়ামণি। অ্যাঁ! বেত্রাঘাত? আমাকেও? [illegible] কি? (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উপবীত জড়াইয়া) দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা—

প্রহরী। (সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) উনি যে ব্রাহ্মণ!

শক্তিধর। কে ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ বুঝি ওই পৈতেটা? দে চাবুকটা আমার হাতে দে—(চাবুক লইয়া) এদিকে এগিয়ে এসো ঠাকুর! তুমি ক'ঘা চাবুক সইতে পারবে বলো—

চূড়ামণি। না, না, আ [illegible] বেত্রাঘাত ক'র না। আমি ব্রাহ্মণ অতি নিষ্ঠাবান ত্রিসন্ধ্যান্বিত [illegible]!

শক্তিধর। ত্র[illegible] 'ব্রাহ্মণ' এই দু'টো কথার উপর, জগতের অশ্রদ্ধার ভাবটা আর [illegible]গিওনা ঠাকুর! ব্রাহ্মণ শুন্‌লেই যে, অব্রাহ্মণের মাথা নীচু হয়ে [illegible] তার কারণ তো তুমি নও—তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ! বহু চেষ্টার [illegible] তাঁরা এই প্রতিষ্ঠা ও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

চূড়ামণি। কিন্তু, কিন্তু, আমি তো একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান?

শক্তিধর। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। আজ একটা ফিরিওলার কলাগুলো ফাঁকি দিয়ে নেওয়ায় যে কুপ্রবৃত্তি জেগেছে তোমার মধ্যে, তা' দেখে, সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না যে তুমি একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান! সত্যিই যদি তুমি তা' হও—তা'হলেও আমি বল্‌বো—আজ তোমার স্বোপার্জ্জিত কিছুই নেই—অনেকদিন পর্য্যন্ত পৈতৃক মূলধনটুকু নিঃশেষে ভেঙে খেয়েছ, আর কেন? আজ তুমি ওই ফিরিওলার চেয়েও হীন! তাই তোমাকে আমি চাবুকই—মার্‌বো।

চূড়ামণি। দোহাই রাজা! আমাকে ক্ষমা করো—আমি আর কখখনো এমন কাজ করবো না।

শক্তিধর। ক্ষমা চাও? আচ্ছা ঠাকুর, আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি, যদি তুমি আমার একটা উপকার করো—

চূড়ামণি। কি?

শক্তিধর। জানো—আমি বিপত্নিক?

চূড়ামণি। আজ্ঞে—

শক্তিধর। আজ পাঁচ বৎসর আমার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে। একটি কন্যা ছাড়া এ সংসারে আমার আপন বল্‌তে আর কেউ নেই। শৈশবে আমি ছিলাম—একটা পিতৃমাতৃহীন, পথের ভিখারী। আজ কিন্তু—এই প্রকাণ্ড রাজ্যের রাজা! শুধু নিজের বাহুবলে আর বুদ্ধির কৌশলে।

চূড়ামণি। আজ্ঞে, আজ্ঞে, তা' তো বটেই—আপনি হচ্ছেন একজন স্বপ্রতিষ্ঠ এবং স্বনামধন্য পুরুষ—এই সসাগরা পৃথিবী—

শক্তিধর। থাক্ থাক্ আর তোষামোদে প্রয়োজন নেই। যা বলছি তাই শোনো।

চূড়ামণি। যে আজ্ঞে—

শক্তিধর। আমি আজ বিবাহ করতে উৎসুক, কিন্তু, মনের মত পাত্রী খুঁজে পাচ্ছিনা।

চূড়ামণি। আচ্ছা বলুন, কি রকম পাত্রী চাই আপনার? একেবারে নিখুঁৎ সুন্দরী কন্যার সন্ধানও আমি জানি।

শক্তিধর। জানো নাকি? কিন্তু ঠাকুর, আমি তো সুন্দরী চাইনা। আমি চাই এমন একটি নিখুঁৎ কুৎসিত মেয়ে, যে তার কদর্য্যতার জন্যেই বিখ্যাত। লোকের কাছে যে শুধু উপেক্ষা ও অনাদর ছাড়া আর কিছুই পায় না।

চূড়ামণি। সে কি কথা রাজা? আপনি কি আমাকে পরিহাস করছেন?

শক্তিধর। না, না, ঠাকুর, সত্যিই সে মেয়েটী এমন কুৎসিত হওয়া চাই যে, তাকে দেখ্লে, মানুষের চোখ যেন ফিরে আসে ঘৃণায় আর অবজ্ঞায়। আর, তার নামটি হবে—শ্রীমতী নাগিনী—

চূড়ামণি। অ্যাঁ বলেন কি, নাগিনী যে আমারি মেয়ের নাম—(মাথা চুল্‌কাইলেন)

শক্তিধর। তাই নাকি? তোমারি মেয়ের নাম? বা, বা, বেশ যোগাযোগ তো? আচ্ছা সে দেখ্‌তে কেমন?

চূড়ামণি। লোকে তো বলে ভারি কুৎসিত—কিন্তু আমি তো তাকে—তেমন—

শক্তিধর। তেমন কুৎসিত দেখনা। ঠিক্ ঠিক্—এই মেয়েটিকেই

আমি বিয়ে করবো। বলো ঠাকুর! কবে যাবো তোমার বাড়িতে বাদ্যি-বাজনা নিয়ে?

চূড়ামণি। শুনেছি আপনার নাকি কোনো জাতি বা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট নেই। মুক্তিকামের পিতা নাকি আপনাকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?

শক্তিধর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা শুনেছ—তাই সত্যি। আমার মা-বাপ যে কে তা' আমি নিজেও জানি না। কিন্তু তাতে কি হয়েছে ঠাকুর—আমি তো আজ রাজা?

চূড়ামণি। সমাজ যদি আমাকে নির্য্যাতন করে?

শক্তিধর। তুমিও সমাজকে নির্য্যাতন করবে! ব্রাহ্মণ দেখ্‌লেই তার টিকি—কেটে, পৈতে ছিঁড়ে, অখাদ্য খাইয়ে দেবে! সবাইকে বল্‌বে, আমি শক্তিধরের শ্বশুর! আমার সাতখুন মাপ্—

চূড়ামণি। তাতে যে অধর্ম্ম হবে!

শক্তিধর। অধর্ম্ম! বলোকি ঠাকুর? আমি আজ রাজা—আমার পরিচয় আমার পৌরুষ, আমার ব্যক্তিগত জীবনের কৃতিত্ব! সে সব অস্বীকার ক'রেও, যারা আমাকে আজ 'কার্ত্তিক' ক'রে রাখ্‌তে চায় তারা খুব ধার্ম্মিক, না? শোনো ঠাকুর! আমি তোমার মেয়েটিকে নিশ্চয়ই বিয়ে করবো।

চূড়ামণি। আমার মেয়েটী অত্যন্ত কুরূপা—ছোটবেলায় মুখখানা তার, আগুনে পুড়ে গিয়েছিল—সে পোড়ারমুখী তো রাণী হবার যোগ্য নয়—আপনি ইচ্ছা করলে, অনেক সুন্দরী মেয়ে পাবেন।

শক্তিধর। না, না, সুন্দরীদের আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। আচ্ছা, বলো তো তোমার মেয়েটির বয়স এখন কত?

চূড়ামণি। প্রায় পঁচিশ বৎসর—

শক্তিধর। এতদিন বিয়ে দাওনি কেন?

চূড়ামণি। মুখপোড়া কুৎসিত মেয়েকে কে বিয়ে করবে?

শক্তিধর। (উচ্চহাস্য করিয়া) ঠাকুর! বোঝো বোঝো। বুঝে দেখো—তার আর আমার অবস্থা ঠিক একই রকম—আমি ঘৃণিত, আর সে উপেক্ষিত। যাও ঠাকুর! বিয়ের আয়োজন করগে—নইলে এই চাবুক! যাও, যাও—

চূড়ামণি। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা— প্রস্থান।

শক্তিধর। সুনন্দা! কোথায় গেলি? প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

উগ্রসেনকে ডেকে আন। প্রহরীর প্রস্থান।

সুনন্দার প্রবেশ

সুনন্দা। আমি তো বলিছি, আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বল্‌বো না, আমি মালা গাঁথছি—আমায় ডেকোনা। প্রস্থান।

উগ্রসেনের প্রবেশ

শক্তিধর। মুক্তিধরের নিকট থেকে শুকদেব নামে যে লোকটা এসেছে শ্রীরাধার মূর্ত্তি-বিগ্রহ নিয়ে যেতে—তাকে এই চিঠিখানা দি বিদায় করে দাও। (পত্র প্রদান)

উগ্রসেন। চিঠির সঙ্গে বিগ্রহটাও কি—

শক্তিধর। না, না, বিগ্রহ দেওয়া হবে না। শুধু ওই চিঠি চিঠিখানা দেখি একবার—কিন্তু না, থাক্—আর ভাবনাচিন্তার প্রয়োজ নেই—তুমি যাও—শীগ্‌গির তাকে বিদায় করে দাও—হ্যাঁ আর একা

কথা শোনো। সৈন্যদের কুচকাওয়াজ শেখাও—অবিলম্বেই তুমুল যুদ্ধ বাধ্‌বে। [উগ্রসেনের প্রস্থান।

সুনন্দার প্রবেশ

সুনন্দা। বাবা! আবার যুদ্ধ বাধ্‌বে? আবার কতকগুলো জ্যান্ত মানুষ মেরে ফেল্‌বে তুমি?

শক্তিধর। আমি নিজেও তো মরে যেতে পারি সুনন্দা?

সুনন্দা। তুমি একটা মরা মানুষকে বাঁচাতে পারো বাবা? বলো—

শক্তিধর। তোর মাও ঠিক অম্‌নি করে ঘাড় ফুলিয়ে দাঁড়াতো। সুনন্দা, তুই দিনরাত আমাকে তার কথাই স্মরণ করিয়ে দিস্‌। আয় এদিকে আয়—একটা কথা শুনে যা।

সুনন্দা। না, আমি তোমার কাছে যাবোনা, তুমি ভারি দুষ্টু!

শক্তিধর। রাজা তো একটু দুষ্টু হবেই। রাজার কাজ তো তোর মত মালা গাঁথা নয়। দেখি কেমন মালা গেঁথেছিস্‌?

সুনন্দা। না, আমি তোমাকে দেখ্‌তে দেবনা। তুমি আমার কথা শোনো না কেন?

চ.

উগ্রসেনের প্রবেশ

নিশ

উগ্রসেন। লোকটা শুধু চিঠি নিয়ে কিছুতেই যেতে চায়না—
ইটাও চায়। রাজা মুক্তিকাম নাকি উপবাসী আছেন।

তার,

শক্তিধর। উপবাসী থাক্‌বেন মুক্তিকাম—আর ক্ষুধার যন্ত্রণায়

নয়-

কষ্ট করবে এই শক্তিধর? তাতো হবেনা উগ্রসেন! বিগ্রহ দেওয়া ছুতেই হবে না। সে যদি চিঠি নিয়েই না যায়—তা'হলে চলো আমি

বলে

র পিঠে দশঘা চাবুক লাগিয়ে দিচ্ছি।

সুনন্দা। (হাত ধরিয়া) বাবা! আবার চাবুক?

শক্তিধর। বলিছি তো সুনন্দা! রাজার কাজ মালা গাঁথা নয়—

একদিকে উগ্রসেনের সঙ্গে শক্তিধরের প্রস্থান—অন্যদিকে বস্ত্রাঞ্চলে চোখ ঢাকিয়া সুনন্দার প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাধারমণ মন্দিরের পার্শ্বে মুক্তিকামের কুটির

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—কমলা কুটিরের দাওয়ায় বসিয়াছিলেন। সহচরিগণ সনৃত্য সঙ্গীতে প্রাঙ্গণ মুখরিত করিতেছিল।

গান

চমক লাগে— কি অনুরাগে
বিজলী জাগে ও নবঘনে!
ডাকে দাদুরি স্বপন-পুরী!
কে করে চুরি জীবন-ধনে?
বাদল ঝঁরে শিহরে কদম্
বাঁশী-অধরে এলে মনোরম!
কি হাসি হাসি' দিক বিকাশি'
জ্যোছনা রাশি কেতকী-বনে।
গোলাপ-গালে গোপনে চুমি'
তমাল-ডালে লুকালে তুমি
কাঁদে বিরহি অদূরে রহি
বেদনা সহি ফুল-নয়নে।

জনৈক কান-কাটা, রক্তাক্ত বদন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া
শঙ্খনাদের প্রবেশ

শঙ্খনাদ। মা! মা! এই দেখো, শক্তিধরের লোকেরা আমাদের এই পুরাতন ভৃত্যটির কি দুর্দশা করেছে।

কমলা। এ কি?

ভৃত্য। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কে তুই? আমি বলেছিলাম—আমি রাজা মুক্তিকামের ভৃত্য। কিন্তু তারা বলে, মুক্তিকাম তো একটা পথের ভিখারী, রাজা এখন শক্তিধর! আমি সে কথা স্বীকার করিনি।

শঙ্খনাদ। মা! এখনো কি তুমি আমাকে যুদ্ধে যেতে দেবেনা? এত অপমান সহ্য ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও যে ভালো। মা! তোমার পায় পড়ি আমাকে আর বাধা দিওনা। বজ্র মামা বলেছে—শুধু আমি তার সঙ্গে থাক্‌লেই সে যুদ্ধ জয় করতে পারবে!

কমলা। সবই তো বুঝ্‌তে পারছি শঙ্খনাদ! কিন্তু উপায় কি? আচ্ছা ভৃত্য! তুমি তো জানো, তোমার প্রভু স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে চলে এসেছেন। সত্যিই তো রাজা এখন শক্তিধর!

ভৃত্য। প্রজারা যে এখনো আমার প্রভুকেই রাজা বলে ডাকে—শক্তিধরকে বলে একটা দস্যু!

রত্নেশ্বরের প্রবেশ

রত্নেশ্বর। কমলা! আমি এই শেষবার তোমার কাছে জান্‌তে এসেছি শঙ্খনাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেও কি তুমি আমার কথা শুনবে

না? সেও কি মুক্তিকামের মতো রাধারমণের সেবা করেই জীবন কাটাবে?

কমলা। সিংহাসনে বসে নিরীহ প্রজাদের উপর প্রভুত্ব না ক'রে, রাধারমণের সেবা করা তো মন্দ কাজ নয় বাবা!

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ স্বীকার করছি, খুব ভালো কাজ। কিন্তু সে কাজ তো রাজা বা রাজপুত্রের নয়? সিংহাসনে ব'সে প্রভুত্ব করাই শঙ্খনাদের রক্তের দাবি। সে কেন মন্দিরে বসে দেবতার দাসত্ব করবে? উত্তর দাও কমলা! [ভৃত্যের প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। মা, তুমি তো মানুষের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করতে পারনা—ভেবে দেখ দেখি শক্তিধরের অত্যাচারে প্রজাদের কত কষ্ট হচ্ছে—

কমলা। শঙ্খনাদ! শক্তিধরও তোমারি মতো রক্ত মাংসের মানুষ! সে যে শুধু প্রজাদের উপর অত্যাচারই করবে—তাদের কোনো অভাব অভিযোগ শুন্‌বে না, বা, সুখ-সুবিধা দেখ্‌বে না—এমন কোনো প্রতিজ্ঞা নিয়ে তো সিংহাসনে বসেনি?

শঙ্খনাদ। মনে হয়, তার প্রতিজ্ঞাই তাই—

রত্নেশ্বর। কমলা!

কমলা। বাবা!

রত্নেশ্বর। সে নরপশুকে এভাবে সমর্থন করবার উদ্দেশ্য কি?

কমলা। বাবা! আমি শক্তিধরকে চিনি। সে ছিল এক দীন হীন পথের ভিখারী। এই রাজ-পরিবারেই আমি তাকে প্রতি—পালিত হ'তে দেখেছি! আমি অনেক সময়ে লক্ষ্য করেছি—তার বুকে স্নেহ-দয়া-মায়ার অফুরন্ত উৎস আছে। তার চোখ দু'টি দেখ্‌লেই বোঝা

যায়—সে কত নিষ্পাপ ! তবু যে সে কেন এত [illegible] হ'য়ে উঠেছে —তা' ঠিক্ বুঝ্‌তে পারছিনে—বাবা !

শঙ্খনাদ। একদিন যে দেবতা থাকে—সে কি আর দানব হ'তে পারে না মা ?

কমলা। কেন পারবে না, শঙ্খনাদ ! মানুষ অবস্থার দাস। তাই তো আমার বিশ্বাস, প্রজারাই তাকে অত্যাচারী করে তুলেছে ! আমি শুনেছি—তার এই অধঃপতনের জন্যে দায়ী, তোমার— বজ্র-মামা।

রত্নেশ্বর। আর মুক্তিকামের এই কাপুরুষোচিত দুর্ব্বলতার জন্যে দায়ী তুমি !

শঙ্খনাদ। মা ! প্রজাদের উপর যে অত্যাচার আর উৎপীড়ন হচ্ছে —আমি শুধু তারই প্রতীকার করতে চাই—সিংহাসন চাইনা তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি—আমি শুধু সুশাসন চাই—কে যে রাজা তা' দেখ্‌তেই চাইনা।

কমলা। সুশাসন চাও ? তা'হলে প্রজাদের বলো—তারা যেন শক্তিধরের বশ্যতা স্বীকার করে। আমি আবার বল্‌ছি—আমি শক্তিধরকে চিনি—সে হিংস্র নয়—প্রাণহীনও নয়। কেন মিছেমিছি একটা যুদ্ধ বাধিয়ে অকারণে লোকক্ষয় করবে শঙ্খনাদ ? তাতে যে প্রজাদের উপর আরো অত্যাচার করা হবে ? কত স্বামীহারা সতীলক্ষ্মী, পুত্রহারা জনক-জননী, বুক চাপ্‌ড়ে অভিশাপ দেবে তোমাকে। কিন্তু কেন ? সিংহাসন যদি না চাও—তা'হলে এ যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন কি ?

বজ্রবাহুর প্রবেশ

বজ্রবাহু। বাবা, শুনেছ ? শক্তিধর নাকি চূড়ামণির ঠাকুরের মেয়েটাকে জোর করেই বিবাহ করবে—?

রত্নেশ্বর। আমাকে শুনিয়ে তো কোনো লাভ নেই? ওই কমলাকে শোনাও—

শঙ্খনাদ। মা, মা! এখনও কি তুমি বল্‌বে শক্তিধর অত্যাচারী নয়?

মুক্তিকামের প্রবেশ

মুক্তিকাম। আমি আমার সঙ্কল্প স্থির করেছি কমলা! শক্তিধর যদি আমার শ্রীরাধা-বিগ্রহটি পাঠিয়ে না দেয়—তা'হলে আমি যুদ্ধ ঘোষণাই করবো। তোমার কোনো বাধাই মানবো না, এবং সে যুদ্ধের সেনাপতিত্বও করবো আমি নিজে। যাও বজ্রবাহু—তোমার সৈন্যগণকে এ সংবাদ জানিয়ে দাও।

কমলা। তা'হলে কি তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে?

মুক্তিকাম। না, আমি যুদ্ধ করবো সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ভাবে—বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতের সাম্‌নে বুক পেতে দাঁড়িয়ে।

কমলা। তার অর্থ, তুমি আত্মহত্যা করবে—এই তো?

বজ্রবাহু। না কমলা। মুক্তিকামকে যুদ্ধ করতে হবে না। সে শুধু একবার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বল্‌বে—'আমি সিংহাসন চাই'—তারপর আর যা' করতে হয় আমিই করবো। আসি তা'হলে। [প্রস্থান।

রত্নেশ্বর। শুনেছ মুক্তিকাম? শক্তিধর এক আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কন্যাকে জোর করেই বিবাহ করবে।

মুক্তিকাম। হ্যাঁ শুনিছি—

রত্নেশ্বর! ব্রাহ্মণের জাতিনাশ করবে—অজ্ঞাত কুলশীল জারজ হয়ে

কমলা। শক্তিধরের বংশপরিচয় তো কেউ জানে না বাবা! তবে কেন তার জন্ম সম্বন্ধে এমন কুৎসিত ইঙ্গিত করছ কেন?

রত্নেশ্বর। কেন করব না কমলা? প্রকাশ করবার মত বংশপরিচয় যদি তার কিছু থাক্‌তো, তা'হলে সে নিশ্চয়ই সে কথা এত দিন প্রকাশ করতো! আমার বিশ্বাস সে নিজেও জানেনা যে সে কোন্ বর্ণ বা কোন গোত্র।

শক্তিধরের নিকট হইতে চিঠি লইয়া শুকদেবের প্রবেশ

মুক্তিকাম। এই যে শুকদেব! আমার শ্রীরাধা কই? ওকি? চিঠি? আঃ আমি তো চিঠি চাইনি——

মুক্তিকাম চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাহার চোখ মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল

মুক্তিকাম। (শিরে করাঘাত করিয়া) রাধারমণ। রাধারমণ! উঃ

চিঠি ফেলিয়া দিয়া অত্যন্ত বিচলিতভাবে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন

রত্নেশ্বর। (চিঠি কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন)

তাহারও ভাব পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল—ক্ষুদ্ধ ভাবে চিঠি ফেলিয়া দিলেন

বজ্রবাহু! বজ্রবাহু! বজ্রবাহু! প্রস্থান।

কমল। একি! এমন কি কথা লেখা আছে ওই চিঠিতে? শঙ্খনাদ চিঠিখানা পড়তো—

চিঠি কুড়াইয়া পড়িতে পড়িতে—শঙ্খনাদেরও ভাব পরিবর্ত্তন হইল, সে হঠাৎ নতজানু হইয়া কমলার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। তারপর কোষমুক্ত তরবারি লইয়া নিজের বুকেই আঘাত করিতে উদ্যত হইল।

কমলা। (বাধা দিয়া) এ কি শঙ্খনাদ?

শঙ্খনাদ। আমার হাত ছেড়ে দাও মা! আমি আত্মহত্যা করবো—আমি আর এক মুহূর্ত্তও বেঁচে থাকৃতে পারবো না!

কমলা। এমন কথা কি লিখেছে শক্তিধর? চিঠিখানা একবার আমাকে দাও, শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। না, না, এ চিঠি আমি তোমাকে দেবো না। এ চিঠিতে কোনো অক্ষর নেই মা, আছে কতকগুলো বিষাক্ত সাপ! উঃ আমার হাত ছেড়ে দাও—আগে আমি আত্মহত্যা করি, তারপর তুমি এ চিঠি পড়ে দেখো—

কমলা তরবারি কাড়িয়া লইলেন

কমলা। এমন কি কথা লিখ্‌তে পারে শক্তিধর, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে। তুমি বল্‌তে পার শুকদেব! ও চিঠিতে কি লেখা আছে?

শুকদেব। তা' আমি কিছুই জানিনা মা! আমাকে ওই চিঠিখানা দিয়েছে, আর আমার পিঠে দিয়েছে দশটী বেত্রাঘাত!

কমলা। কী আশ্চর্য্য! শঙ্খনাদ! তুমি যদি আমাকে দেখ্‌তেই না দাও—তা'হলে শীঘ্র বলো, ও চিঠিতে কি লেখা আছে?

মুক্তিকামের প্রবেশ

মুক্তিকাম। আমিই বল্‌ছি কমলা! শক্তিধর লিখেছে—"রাধারমণের বিনিময়ে সিংহাসন পেয়েছি—এখন শ্রীরাধার বিনিময়ে চাই—রাজলক্ষ্মী কমলাকে।" কমলা! শক্তিধর তোমাকে চায়। নরপিশাচ! তোকে আমি—

শঙ্খনাদ। মা! বাবা! তোমরা আমাকে পায়ের ধূলো দাও। যদি কোনোদিন শক্তিধরের জিভটা ছিঁড়ে আনতে পারি—তা'হলেই ফিরবো—নতুবা এই শেষ— [প্রস্থান।

কমলা। শঙ্খনাদ! শঙ্খনাদ! (কাঁদিতে লাগিলেন।)

ক্রুদ্ধভাবে রত্নেশ্বর ও বজ্রবাহুর প্রবেশ

রত্নেশ্বর। চুপ্, চীৎকার করিস্‌নে। আমার বুকের রক্ত টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছে—হয়তো এখন তোকেও কেটে ফেল্‌তে পারি। মুক্তিকাম! এখুনি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবে কিনা বলো, নইলে আমি তোমাকে বন্দী করবো।

মুক্তিকাম। হ্যাঁ পিতা, আমি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। চলো

কমলা। না, আমি তোমাকে যুদ্ধে যেতে দেব না। কেন, কি কারণে তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে? আমি নিজেই যাবো শক্তিধরের কাছে—তারপর তার চোখের দিকে চেয়েই জিজ্ঞাসা করবো—সে কি বল্‌তে চায়। যুদ্ধই যদি করতে হয়—বাবা! তা'হলে আমিই যুদ্ধ করবো—তবু আমারি জন্যে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ নষ্ট হ'তে দেবনা। আমি রাজ্য ছেড়েছি, ঐশ্বর্য্য ছেড়েছি—আজ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীকে হারিয়ে আমার সীমন্তের সিঁদুর টুকুও হারাব? না, না, তা' হবে না। তুমি কিছুতেই যুদ্ধে যেতে পারবে না—আমার অবুঝ শঙ্খনাদকে ফিরিয়ে আনো ফিরিয়ে আনো—শঙ্খনাদ! (মূর্চ্ছিত হইলেন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ধুমকেতুর গৃহ

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—শিরে করাঘাত করিতে করিতে ধুমকেতুর প্রবেশ। ধুমকেতু অত্যন্ত কুৎসিত এবং তাহার স্ত্রী উল্কা অপূর্ব্ব সুন্দরী!

ধুমকেতু। হায়, হায়, হায়, কি ভুলই করেছি—কেন আমার এমন কুবুদ্ধি হ'ল? এখন উপায় কি? হায় ভগবান! যে দেশে মেয়ে মানুষ আছে—সে দেশে যেন আমার মত কুৎসিত পুরুষ মানুষের জন্ম হয় না।

উল্কার প্রবেশ

উল্কা। বলি, এখানে এসে চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?

ধুমকেতু। বেড়ালের মতো মিউ-মিউ করবো, না কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করবো? কি করতে বলিস্ তুই আমাকে? কথা বল্‌লেও চট্‌বি—না-বল্‌লেও চট্‌বি—কি করবো আমি তা' বলে দে!

উল্কা। মোটের উপর—আমি চট্‌বো, ফাট্‌বো, মার্‌বো, কাট্‌বো—আমার যা খুসী তা' করবো—তুই শুধু হাসি-মুখে সহ্য করবি। কেন করবি তা' জানিস্? যেহেতু আমি অপূর্ব্ব সুন্দরী! আর তুই অত্যন্ত কুৎসিত—আচ্ছা সত্যি বল্‌তো—আমার মতো সুন্দরী মেয়েমানুষ তুই দেখেছিস্ কখনো?

ধূমকেতু। আমার মতো কুৎসিত ছেলেমানুষ তুই দেখেছিস্ কখনো ?

উল্কা। তোর গলায় দড়ি—

ধূমকেতু। তোর গলায় দেড়মণ মুক্তোর মালা—

উল্কা। ওটা, কি গালাগালি হ'ল ?

ধূমকেতু। না হ'লে কি করবো ? আমাকে তো একটা-কিছু বল্‌তে হবে ? কথা বল্‌লেও চটবি ! না বল্‌লেও চটবি !

উল্কা। (গাহিল)—

আমি…সুন্দরী যে…

ধূমকেতু। কপালের দুঃখু আমার !

উল্কা। দেখি এ ভ্রূধনু-চাপে
অতনুর তনু কাঁপে !
নত-জানু হেরি মনসিজে !

ধূমকেতু। আমারে দেখিলে রতি
ভয়ে জড়সড় অতি…
জলদে লুকালো শশী নিজে।

উল্কা। গণ্ড গোলাপী রাঙা
বিম্ব-অধরে…ভাঙা
মধুর আঙুরী-রসে ভিজে।

ধূমকেতু। আমি কেলে হাঁড়ি তোর
কেহ-না মারে ঠোকোর !
লাঠি নিয়ে সঙ্গে থাকি যে !

উল্কা। শোন্ তোকে একটা কথা বলি—আচ্ছা, তুই তোর টাকার জোরে আমাকে বিয়ে করেছিস্ তো ?

ধুমকেতু। আর তুই তোর রূপের জোরে আমার যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছিস্ তো ?

উল্কা। তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হলেও—তুই আমার স্বামী মোটেই যোগ্য ন'স্! আমি সুন্দরী, তুই কুৎসিত! আমি বিদুষী, তুই মূর্খ! আমি জ্যোৎস্না—তুই অন্ধকার, আমি মন্দির, তুই আঁস্তাকুড়!

ধুমকেতু। আমি পুরুষ, তুই নারী, আমি মহাদেব, তুই দুর্গা, আমার গোঁপদাড়ি ওঠে, তোর ওঠে না—

উল্কা। আবার ?

ধুমকেতু। তোর কথাই তো বল্‌ছি—

উল্কা। আমি বলছি যে—তোকে আমি স্বামী বলে স্বীকার করতেই পারি না। তুই আর আমি আকাশ-পাতাল তফাৎ!

ধুমকেতু। তা'হলে আমাকে স্ত্রী বলেই স্বীকার ক'রে নে—আমি ঘোম্‌টা পরে বৌ সাজি! শুনেছিস্ তো রাজা শক্তিধর নাগিনী-পেত্নীকে বিয়ে করবে! বৌ-সাজ্‌লে আমাকে তত কুৎসিত দেখাবে না —কি বলিস্? আমি বৌ সাজি? (বৌ-সাজিল)

উল্কা। মর্ মুখপোড়া! রাজা শক্তিধর নাগিনীকে কেন বিয়ে করবে—তা' তুই জানিস্?

ধুমকেতু। কেন ?

উল্কা। রাজা শক্তিধরের জাত ঠিক নেই—তাই, কেউ তাকে মেয়ে দিতে চায় না। কি আর করবে? জোর করেই সেই পেত্নীটাকে—

ধুমকেতু। আ-হা-হা-হা—জোর করেই যদি বিয়ে করতে হয়, তা'হলে তর্করত্নের সুন্দরী মেয়েটাকে পছন্দ করে না কেন ?

উল্কা। মনের দুঃখে। শুনেছি, শক্তিধর নাকি খুব সুপুরুষ।

তর্করত্নের মেয়ে তার বাঁ'পার কাছেও দাঁড়াতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আমি যদি আজ কুমারী থাকতাম—(দীর্ঘশ্বাস) টাকার জোরে তুই আমার কী সর্ব্বনাশ যে করিছিস্—(দীর্ঘশ্বাস)

ধূমকেতু। রূপের জোরে তুই আমাকে একেবারেই পথে বসিয়েছিস্—(দীর্ঘশ্বাস)

উল্কা। আচ্ছা, একটা কাজ করবি ?

ধূমকেতু। কি ?

উল্কা। চল্ একবার রাজবাড়ি যাই—

ধূমকেতু। বলিস্ কি ? সেই পাষণ্ড রাজার ভয়ে এ দেশের সুন্দরী বৌঝিরা ঘরে লুকিয়ে থাকে—আর, তুই তার বাড়ি যেতে চাস্ ? বলি তোর মতলবটা কি ?

উল্কা। মতলব আবার কি ? আমি নিশ্চয়ই যাবো সেখানে। আমার মত দুর্ভাগ্য কার ? একবার চোখে-চোখে দেখা হলেই রাজা আমাকে পছন্দ করবে—বিয়ে করতে চাইবে—এ সুযোগ আমি কেন ছাড়্‌বো ? তোর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয়েছে, তার প্রমাণ নেই !

ধূমকেতু। (বসিয়া পড়িল) হায়, হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে !

উল্কা। চুপ্ চুপ্—চেঁচামিচি করিস্‌নে—শোন তোকে একটা কথা বলি। তুই তো এখন পথের ফকির ? আমি রাণী হ'লে তোকে অনেক টাকাকড়ি দেব—আমার এই গয়নাগাটি সব ফিরিয়ে নিয়ে—তুই আবার বে-থা করে সুখী হতে পারবি।

ধূমকেতু। তুই মানুষকে মুখ দেখাবি কি করে ?

উল্কা। শোন্ তা'হলে তোকে বুঝিয়ে বলি। যে রাজা নাগিনী-

পেত্নীকে পছন্দ করেছে—সে তো আমাকে দেখ্‌লেই পাগল হয়ে যাবে —বিয়ে না করেই ছাড়্‌বে না। আমি কেঁদে কেঁদে বল্‌বো—ওগো না, না, না, আমার স্বামী আছে—সংসার আছে—(গাহিল)

আমি পতিব্রতা সতী আমি লজ্জাবতী নারী !
পতি আমার পরম গুরু, আমি সেবিকা যে তারি।
পতির পাদোদক বিনা তৃষ্ণা নিবারণ করিনা
হোক সে অতি কদাকার—আর, পথেরি ভিখারী।

আমার এ কান্না শুন্‌লে—লোকে বুঝ্‌বে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই—রাজা তবু আমাকে বিয়ে না করেই ছাড়ছেনা।

ধুমকেতু। তোর এ গান শুন্‌লেও যদি রাজা তোকে জোর ক'রে বিয়ে করে—তা'হলে—আমি তার মাথায় লাঠি মার্‌বো—কিন্তু !

উল্কা। ইস্‌ কত বড় বীর ! চল্‌ রাজবাড়ি যাই—

ধুমকেতু। না, না, আমি যাব না, তোর পায় ধরি তুই আর ও-কথা মুখে আনিস্‌নে—তুই কি আমার বুকে বসে আমারি দাড়ি ওপড়াবি নাকি ? হায় হায় আমার কি সর্ব্বনাশ হলরে—

উল্কা। (গাহিল)—

ওরে ও শ্মশানের পোড়া কাঠ !
তোর জ্বালায় জ্বালায় জ্বলে মরি
তাই তোরে দি ছড়া ঝাঁট্।

ধুমকেতু। সুন্দরী তুই ভয়ঙ্করী
গড় করি তোর চরণ-কমলে—

উল্কা। আমি, পরবো নূতন শাঁখা-সিঁদুর
তোর মরণ হলে।

ধূমকেতু। আমি, রইলে বেঁচে কোন্ ক্ষতি তোর
তুই দরজায় দিস্ কবাট্।
উল্কা। যা স'রে যা, লাগ্‌বে গায়ে লাথি
ধূমকেতু। লাগ্‌লে ব্যথা হাস্‌বো হিহি—
বের করে দাঁত পাতি
উল্কা। রূপগুণে তোর জোড় মেলেনা
বাক্যবাগীশ তুই বকাট্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—চূড়ামণির কুটির-প্রাঙ্গণ।

কাল—সন্ধ্যা।

দৃশ্য ··চূড়ামণি ও তাহার স্বগ্রামবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তাহাদের মধ্যে ছদ্ম-বেশধারী শক্তিধর। তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালেই চূড়ামণির গৃহে অতিথিরূপে স্থানলাভ করিয়াছেন।

তর্করত্ন। না, না, চূড়ামণি! তা' হতে পারে না। তোমার এ প্রস্তাব আদৌ অসমীচীন!

চূড়ামণি। বিবেচনা ক'রে দেখুন আপনারা, শক্তিধরের বংশপরিচয় যখন আপনাদের সকলের কাছেই অজ্ঞাত এবং অশ্রুত, তখন সে যে নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ, একথাও তো জোর করে বল্‌তে পারেন না?

তর্করত্ন। অতএব তাকে ব্রাহ্মণ বলেও—স্বীকার করতে পারি না চূড়ামণি!

ন্যায়ালঙ্কার। আরে তর্করত্ন শোনো—চূড়ামণির বক্তব্যটা, আমিই তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। অজ্ঞাতপরিচয়ের লক্ষণাদি বিচারপূর্ব্বক বর্ণ-নিরূপণ করাটা অসম্ভবও নয় অসঙ্গতও নয়। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে, এরূপ দু'একটা দৃষ্টান্তও আছে।

তর্করত্ন। আপনিও কি বল্‌তে চান—শক্তিধরকে আমরা ব্রাহ্মণ ব'লেই স্বীকার করবো?

ন্যায়ালঙ্কার। ক্ষতি কি? শক্তিধর সুপুরুষ! তার বর্ণ অতি উজ্জ্বল গৌর। ললাট প্রশস্ত, নাসাগ্রভাগ কুঞ্চিত—এসব দেখ্‌লেই বোঝা যায়, সে কোনও নীচবংশে জন্মগ্রহণ করেনি। বরঞ্চ সে হিসাবে—আমাদের চূড়ামণিকন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নাগিনী যে কোন্ বর্ণসম্ভূতা, তা' নিরূপণ করাই কঠিন। হেঁ হে হে হে—আপনারা কিছু মনে করবেন না, চূড়ামণি আমার সম্বন্ধী কিনা, তাই একটু পরিহাস করছি—হেঁ হে হে হে—

স্মৃতিভূষণ। কিন্তু মশাই! নাগিনী যে চূড়ামণিকন্যা এ জ্ঞানটা আমাদের গোচরীভূত, অতএব প্রত্যক্ষ। পক্ষান্তরে, শক্তিধরের জন্ম-বৃত্তান্ত আমাদের অগোচর ও অপ্রত্যক্ষ—অতএব তার ব্রাহ্মণত্বের দাবীও প্রমাণাভাবে অগ্রাহ্য।

ন্যায়ালঙ্কার। ওহে স্মৃতিভূষণ! তুমি ছেলে-মানুষ! আমার মত একজন প্রাচীন নৈয়ায়িকের সম্মুখে প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষ—বিচারটা অত সহজে নিষ্পন্ন হ'তে পারে না। শ্রীমতী যে আমাদের চূড়ামণি-গৃহিণীর গর্ভজাতা মাত্র এইটুকুই প্রত্যক্ষ হতে পারে—তদূর্দ্ধে আর বেশী-কিছু হেঁ হে হে হে—

তর্করত্ন। শুনুন ন্যায়ালঙ্কার মশাই! আপনি প্রাচীন এবং

বহুদর্শী। আপনিই বুঝে দেখুন—এরূপ বিবাহে আমরা আদৌ সম্মতি প্রদান করতে পারি কিনা ?

ন্যায়ালঙ্কার। হেঁ হে হে হে—প্রদান করতে পার না, তাও জানি—আবার শক্তিধরও যে আদায়-না-করে ছাড়বে না, তাও জানি। মোটের উপর কথা হচ্ছে—যেখানে আদায়-করে-নেওয়াটা সুনিশ্চিত—সেখানে প্রদান-করে-দেওয়াটাই—বুদ্ধিমানের কার্য্য। কি বলহে চূড়ামণি—হেঁ হে হে হে—

তর্করত্ন। আমি বলি—চূড়ামণি তার কন্যাকে আজই স্থানান্তরে প্রেরণ করুক।

ন্যায়ালঙ্কার। না হে না চূড়ামণি। তাতে তোমার সমূহ-বিপদ উপস্থিত হ'তে পারে। শক্তিধরকে তো চেনো ? সে যদি এসে, তোমার কন্যা নাগিনীকে না পায়, তা'হলে তোমার গৃহিণীকেই বিবাহ করতে পারে—বলা যায় না ! অতএব সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং—হেঁ হে হে হে—

চূড়ামণি। আজ রাত্রেই তো সে আস্‌বে বিবাহ করতে। আমি এখন কি উপায় করি বলুন—কি উপায় করি ?

ছদ্মবেশী শক্তিধর। আপনারা অনুমতি করলে আমি একটা প্রস্তাব করতে পারি।

চূড়ামণি। বলুন, বলুন—

ন্যায়ালঙ্কার। এ ভদ্রলোকটি কে ? এঁকে তো চিন্‌তে পারছিনে চূড়ামণি ভায়া !

চূড়ামণি। ইনি একজন আগন্তুক, অতিথি, ব্রাহ্মণ !

ন্যায়ালঙ্কার। তাই নাকি ? আচ্ছা বলুন তা'হলে আপনার প্রস্তাবটাই শুনি—

ছদ্মবেশী শক্তিধর। আগে জিজ্ঞাসা করি—এখানে বিবাহযোগ্য কোনো সৎপাত্র উপস্থিত আছেন কি ?

চূড়ামণি। নিশ্চয়ই আছেন। এই তো—তর্করত্নপুত্র—শ্রীমান সর্ব্বেশ্বর স্মৃতিভূষণ একটি উপযুক্ত সৎপাত্র—আমার স্বঘর !

ছদ্মবেশী শক্তিধর। তাহলে এই স্মৃতিভূষণের সঙ্গেই—বিবাহটা—

ন্যায়ালঙ্কার। সুপ্রস্তাব ! কি বল তর্করত্ন ?

তর্করত্ন। শুনুন ন্যায়ালঙ্কার মশাই—না, না, (একান্তে ডাকিয়া লইয়া) ও প্রস্তাবটা আর করবেন না। চূড়ামণিকন্যা যেরূপ বিকৃতরূপা ও গতশ্রী, তাতে ক'রে, আমার সর্ব্বেশ্বরের এ বিবাহে ঘোর আপত্তি হবে। অতএব ও প্রস্তাবটা—ও প্রস্তাবটা—

ছদ্মবেশী শক্তিধর। স্মৃতিভূষণ মশাই তো নব্য যুবক ! সহৃদয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনিই একটি ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করুন না ?

স্মৃতিভূষণ। (উত্তেজিত ভাবে) আপনি কিরূপ ভদ্রলোক—বিবাহ-ব্যাপারে পিতৃ-আজ্ঞাই পুত্রের পক্ষে অবশ্য-প্রতিপাল্য।

ছদ্মবেশী শক্তি। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে পাত্রীটি যখন অত্যন্ত কুৎসিত—কি বলেন ? সুন্দরী হ'লে অবশ্যই বিবেচনার বিষয় হ'ত—পিতার অমতেও—

ন্যায়ালঙ্কার। ভায়া তো বেশ সুরসিক—হেঁ হে হে।

রত্নেশ্বরের প্রবেশ

রত্নেশ্বর। কি ঠিক করলেন আপনারা ?

চূড়ামণি। কি আর ঠিক করবো বলুন—আপনার জামাতা মুক্তিকাম যখন রাজা ছিলেন, তখন দেশেও শান্তি ছিল, ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হ'ত। এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই—

ন্যায়ালঙ্কার। তাতো বটেই, এখন যিনি রক্ষক, তিনিই ভক্ষক—হেঁ হে হে হে—তবে এই বিদেশী ভদ্রলোক যে প্রস্তাবটা করেছেন—

তর্করত্ন। (বাধা দিয়া) আহাহাহা—ও সব বাজে প্রস্তাব এখন থাক্ ন্যায়ালঙ্কার মশাই! কাজের কথা বলুন—ভেবে দেখুন—পাষণ্ড শক্তিধর কী অত্যাচারী!

রত্নেশ্বর। আচ্ছা, চূড়ামণি ঠাকুর! আপনার কন্যাটিকে একবার ডাকৃবেন এখানে? আমি তাকে দু'টো কথা জিজ্ঞাসা করবো।

চূড়ামণি। তা' ডাকৃতে পারি। এরা সবাই তো আমার পরমাত্মীয়। আপনিও বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাচীন—ওরে নাগিনী! এদিকে একবার আয়তো মা!

নাগিনীর প্রবেশ

রত্নেশ্বর। মা আমার! তুমি বোধ হয় সবই শুনেছ? আজ রাত্রেই শক্তিধর তোমাকে রাক্ষসমতে বিবাহ করবে। তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা—শক্তিধর যে কোন্ বর্ণ কোন্ গোত্র তা' কেউ জানে না। এরূপ একটা অত্যাচারী দানবকে তুমি ইচ্ছা করলেই আজ সমুচিত শাস্তি দিতে পার—

নাগিনী। আমি?

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ তুমি। তোমার পিতাকে সে অপমানিত করবে—তোমার জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট করবে—তুমি তাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করতে পার না?

নাগিনী। কিন্তু, আমি কি করতে পারি?

রত্নেশ্বর। এই ছুরিখানা তোমার কাছে রেখে দাও—আজ রাত্রেই বিবাহবাসরে তার বক্ষস্থলে আমূল বিঁধিয়ে দেবে।

নাগিনী। (চমকিয়া) আমি স্ত্রীলোক! আমাকে দিয়ে এত বড় একটা পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড করাতে চান কেন? আপনারা পুরুষ। আপনারাই তাকে বাধা দিন না। আমার জাতিধর্ম্ম রক্ষা করা আপনাদেরই কর্ত্তব্য।

রত্নেশ্বর। এত অল্প সময়ে, তা একেবারেই অসম্ভব। সে আজ রাজা। তার লোকবল ও অর্থবল খুব বেশী। সে তো প্রস্তুত না-হয়ে আসবে না এখানে? তাকে বাধা দিতে গেলে বহুলোক হতাহত হবে —তবুও তোমাকে রক্ষা করা যাবে না।

ন্যায়ালঙ্কার। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—

নাগিনী। তাই বুঝি আমাকে দিয়ে অতি নীচ বিশ্বাসঘাতকতা করাতে চান?

রত্নেশ্বর। বুঝে দেখো মা! এ ছাড়া তো অন্য কোনো উপায় নাই? স্ত্রীলোকের পক্ষে জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে এরূপ কাজও অগৌরবের নয়।

নাগিনী। বেশ, তাহলে ছুরিখানা দিন আমাকে। (ছুরি লইল) অন্য কোনো উপায় যদি নাই থাকে—তা'হলে আমি আত্মহত্যাই করবো—তবুও সেই দেবতার বুকে ছুরি বসাতে পারবো না!

রত্নেশ্বর। কে দেবতা? শক্তিধর?

নাগিনী। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তিনি যে দেবতা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি হতশ্রী ও কুৎসিত ব'লে এই ব্রাহ্মণ-সমাজে আজ পর্য্যন্ত কেউ আমাকে বিবাহ করতে রাজি হননি। এতো বয়সেও আমি অবিবাহিতা! কত সহৃদয় মহাপুরুষ—আমাকে দেখ্‌তে এসেছেন! কিন্তু মুখ ফিরিয়ে চলে গেছেন শুধু ঘৃণায় আর অবজ্ঞায়। লজ্জায় আমি মাটির সঙ্গে মিশে গেছি।

রত্নেশ্বর। তুমি কি মনে করো, শক্তিধর তোমাকে বিবাহ করবে ?

নাগিনী। হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি। কেন যে বিশ্বাস করি, তার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এখানে সে কথাটা আলোচনা করলে—ব্যক্তি-বিশেষের খুব অপ্রিয় হবে।

রত্নেশ্বর। তা' হোক্—তবুও শুন্‌তে চাই—শক্তিধরের উপর তোমার এত শ্রদ্ধা হ'ল কিসে ?

নাগিনী। বল্‌বো ? ওই দেখুন—তর্করত্ন মশাইয়ের মুখ শুকিয়ে গেছে। উনি তো শক্তিধরকে ব্রাহ্মণ বলেই স্বীকার করেন না, তবুও নিজের সুন্দরী কন্যাকে সেই অব্রাহ্মণের হাতে সম্প্রদান করতে চেয়েছিলেন কেন ?

তর্করত্ন। কে বল্‌লে ? কে বললে ?

নাগিনী। আপনার কন্যার মুখেই শুনেছি। একথাও শুনেছি—যে, আপনার কন্যাটি—অত্যন্ত সুন্দরী বলেই শক্তিধর এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। তাই আমার বিশ্বাস—তিনি সুন্দরীর স্পর্দ্ধা বাড়াতে চান্ না—কুৎসিতার গ্লানি দূর করতে চান্।

তর্করত্ন। মেয়েটা তো ভারি মিথ্যাবাদী দেখতে পাচ্ছি! ওহে চূড়ামণি! তোমার মেয়ের রূপও যেমন—গুণও তেমন ?

নাগিনী। সেই কারণেই তো আমার বিশ্বাস—তিনি দেবতা! নতুবা আপনার সুরূপা কন্যাকে অগ্রাহ্য ক'রে—আমার মতো রূপগুণ-হীনাকে বিবাহ করতে চান কেন ?

ছদ্মবেশী শক্তিধর। কে বলে তুমি রূপগুণহীনা—নাগিনী ? তুমি আজ আমার চোখে রূপেগুণে অদ্বিতীয়া হ'য়ে উঠেছ। সত্যিই তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই—এবং রাণী সাজিয়ে সিংহাসনে বসাতে চাই।

রত্নেশ্বর। কে? কে তুই?

ছদ্মবেশী শক্তিধর। আমি রাজা শক্তিধর!

(পরচুলা পরিত্যাগ করিলেন—রত্নেশ্বর ও ব্রাহ্মণগণ বিচলিত হইলেন—কেহ কেহ পলায়ন করিলেন। রত্নেশ্বর তাহার কোষবদ্ধ তরবারিতে হস্তক্ষেপ করিতেই শক্তিধর সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন—দুই জন দেহরক্ষীর প্রবেশ।)

শক্তিধর। সাবধান বৃদ্ধ রাজা! আমাকে আক্রমণ করবার কোনো চেষ্টাই করবেন না। নাগিনী! সত্যিই কি আমি তোমাকে বিবাহ করলে, তুমি সুখী হবে? বলো—তা' যদি হও—তা'হলে আমি তোমাকে আজই বিবাহ করবো। এখানে এমন কোনো শক্তি নেই—যা' এই বিবাহে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

নাগিনী। দেবতা! (গলবস্ত্র হইয়া) আমি তোমাকে প্রণাম করি। এই চির অনাদৃতা ও উপেক্ষিতাকে আজ তুমি যে সম্মান দিতে চাও—সত্যিই আমি তার অনুপযুক্ত। তবুও আজ হতে আমি তোমাকে মনে মনে স্বামীত্বে বরণ করবো—আমরণ তোমার স্মৃতিকেই পূজা করবো—কিন্তু তবুও তোমার সঙ্গে আমার লৌকিক বিবাহ হবে না। আমি আমার পিতাকে সমাজের হাতে নির্য্যাতন সহ্য করতে দেব না। তাই করজোড়ে প্রার্থনা করি—তুমি এখুনি এখান থেকে চলে যাও—আমাকে বাঁচ্‌তে দাও—নতুবা আমি আত্মহত্যা করবো! আত্মহত্যা করবো!

[বস্ত্রাঞ্চলে চোখ ঢাকিয়া প্রস্থান।

শক্তিধর। বেশ, তা'হলে আমি আসি—আশীর্ব্বাদ করি—তুমি সুখী হও নাগিনী!

প্রস্থান।

ন্যায়ালঙ্কার। চলে গেছে? বাপ্‌রে বাপ্—প্লীহাটা চম্‌কে দিয়ে গেছে! ও চূড়ামণি! তোমার জামাতা বাবাজী দেখ্‌ছি—সেই রূপ-কথার রাজপুত্রের মতো—কী আশ্চর্য্য!

তর্করত্ন। চলুন ন্যায়ালঙ্কার মশাই—বুঝ্‌তে পারছেন না—(নীচু স্বরে) মেয়েটার চরিত্তির খারাপ! পূর্ব্ব হতেই—ঘটেছে—বুঝ্‌তে পারছেন না—তাই ঠিক! উভয়ের প্রস্থান।

চূড়ামণি। সত্যিই কি মেয়েটার সঙ্গে শক্তিধরের গুপ্ত প্রেম আছে নাকি? কী ঘৃণা, কী ঘৃণা, মেরে ফেল্‌বো—একেবারেই মেরে ফেল্‌বো—আমার বংশে অনাচার—? আজই এর একটা হ্যাস্তন্যস্ত করবো—

প্রস্থান।

রত্নেশ্বর। উঃ কী অপমান! শক্তিধর! এ অপমানের প্রতিশোধ আমি তোমাকে—দেবো, দেবো, দেবো।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজ প্রাসাদের মন্দির প্রাঙ্গণ।

কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

দৃশ্য—সুনন্দা বিষণ্নমুখে দাঁড়াইয়াছিল—তাহার সখিগণ নাচিয়া গাহিতেছিল।

গান

এই মালা যে পরবে গলে, তার দেখা পাই সই কেমনে!
ঘুম্ ভাঙেনি আজ বুঝি তার জ্যোছনা-রাতে ফুল-শয়নে?
জাগ্‌বে কি সে ডাক্‌লে পাখী, ভোর হতে যে অনেক বাকি
ফুল শুকালো, তাই কি কালো দাগ পড়েছে চন্দ্রাননে?
তবে কি বাসী এ মালাটিরে ভিজিয়ে রাখি নয়ননীরে—
বুকের জ্বালা, শুকালো মালা জল বুঝি আর নেই নয়নে!

সখীদের প্রস্থান।

শক্তিধরের প্রবেশ

শক্তিধর। কেন কাঁদছিস্ সুনন্দা ?

সুনন্দা। বাবা! হয় তুমি শ্রীরাধাকে সেখানে পাঠিয়ে দাও— আর না হয় রাধারমণকে এখানে নিয়ে এসো।

শক্তিধর। কেন ? রাধারমণের জন্যে তোর ওই শ্রীরাধাও খুব অস্থির হ'য়ে উঠেছেন বুঝি ?

সুনন্দা। আমি সব সময় শ্রীরাধার কান্না শুন্‌তে পাই—

শক্তিধর। তাই নাকি ? ওই পুতুলটা কাঁদে, তুই সে কান্নার সুরও শুন্‌তে পাস্ ? কিন্তু আমি তো শুন্‌তে পাই না, সুনন্দা!

সুনন্দা। তুমি কান পেতে শোন না, তাই শুন্‌তে পাও না।

শক্তিধর। কানটা কোথায় পাতিস্—বল্‌তো ? নিজের বুকে—না ?

রক্তাক্ত দেহ এবং আহত শঙ্খনাদকে বাঁধিয়া লইয়া
দুইজন সৈনিক ও উগ্রসেনের প্রবেশ

শক্তিধর। কে এ যুবক ? শঙ্খনাদ ?

উগ্রসেন। হ্যাঁ, আমাদের তিনজন প্রহরী আহত হয়েছে। বহু কষ্টে আমি ওঁকে বন্দী করেছি—ওঁর প্রকাশ্য উদ্দেশ্যই আপনাকে হত্যা-করা।

শক্তিধর। কিন্তু এত দেরি হ'ল কেন শঙ্খনাদ ? তোমার তো বহুপূর্ব্বেই আসা উচিত ছিল। তোমার বাবা আস্‌বেন কবে ? নিমন্ত্রণের চিঠি তো পাঠিয়েছি বহুদিন।

শঙ্খনাদ। শয়তান! একবার আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দে। আমি—তোকে—

শক্তিধর। বাঁধন খুলে দিলেও তো, তুমি আমার সঙ্গে পারবে না যুবক! নিজের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ ক'রে—শান্ত হও—শান্ত হও—

শঙ্খনাদ। নিশ্চয়ই পারবো—আমি তোর জিভ্ টেনে ছিঁড়বো—একবার হাতের বাঁধনটা—(ব্যর্থ চেষ্টা)

শক্তিধর। ছেলেমানুষ! জানো না যে শুধু উত্তেজনায় কোনো কাজ হয় না? ধৈর্য্য চাই—সহ্য চাই—আর তার সঙ্গে চাই—অতি ধীর ও স্থির বিচার-বুদ্ধি!

সুনন্দা। ও কে বাবা?

শক্তিধর। রাজা মুক্তিকামের পুত্র শঙ্খনাদ! ওকে তুই দেখিস্ নি কখনো?

সুনন্দা। না? আচ্ছা, ওর হাতের বাঁধন খুলে দিলেই কি ও তোমাকে মারবে?

শক্তিধর। নিশ্চয়ই! দেখ্ছিস্ না ওর কী আক্রোশ আমার ওপর? তুই ওর সঙ্গে ব'সে কথা বল্। ভয় নেই—ওর হাত বাঁধা আছে। ওকে বুঝিয়ে দে যে, বেশী আস্ফালন করলে—এখুনি ওর প্রাণদণ্ড হবে—

সুনন্দা। না, না, প্রাণদণ্ড দিও না বাবা! আমি ওকে শান্ত করছি—

শঙ্খনাদ ইতি পূর্ব্বেই অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতেছিল। সুনন্দা তাহার নিকটে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

শক্তিধর। তারপর উগ্রসেন—আর কোনো নূতন সংবাদ আছে?

উগ্রসেন। হ্যাঁ আছে। বজ্রবাহু সৈন্যসমাবেশ করছে—

শক্তিধর। কোথায় ?

উগ্রসেন। নদীর ওপারে। আজ তিন দিন সে বহু শিল্পী ও অসংখ্য শ্রমজীবী নিযুক্ত করেছে—সেই নদীর উপর একটা সেতু নির্ম্মাণ করতে—

শক্তিধর। তাই নাকি ?

উগ্রসেন। সেতু-নির্ম্মাণ কার্য্য বেশীদূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই আমি বাধা দিতে চাই—

শক্তিধর। সে কি কথা উগ্রসেন ? কেন ? নদী পারাপারের জন্যে একটা সেতু তৈরি করবে তারা—আমারি রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে—তুমি কেন বাধা দিতে চাও ?

উগ্রসেন। সেতুর সাহায্যে বজ্রবাহু তার সব সৈন্য এপারে নিয়ে আসবে।

শক্তিধর। তার পূর্ব্বেই তুমি তোমার সব সৈন্য ওপারে নিয়ে যেয়ো—

উগ্রসেন। কিন্তু সেতুটা যে তাদের ?

শক্তিধর। তারা তো বলছে এ রাজ্যটাও তাদের—এ রাজধানীও তাদের। একটা জিনিষ যে তৈরি ক'রে সে তো তার মালিক নয় উগ্রসেন ? মালিক সেই—যে অধিকার করে। সুতরাং সেতুটা তৈরি হোক—তারপর তুমি সেটাকে অধিকার করো। অত বড় একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি হতে না-দেওয়া বা ভেঙে-ফেলার মধ্যে তো কোনো বাহাদুরী নেই ? অধিকার করাটাই হ'ল শক্তিমানের কাজ !

উগ্রসেন। তা' হলে কি—

শক্তিধর। হ্যাঁ, আমি যা' বলছি—তাই করবে—সেতু-নির্ম্মাণ

কার্য্যে কোনো বাধা দেবে না। মনে করো—আমিই বজ্রবাহুকে আদেশ করেছি সেতুটা তৈরি করতে। তুমি প্রস্তুত থাকো—আমার জিনিষ যেন অপরের অধিকারভুক্ত না হয়। বুঝ্‌লে?

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। রাজলক্ষ্মী কমলাদেবী এসেছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান্।

শক্তিধর। রাজলক্ষ্মী কমলাদেবী! নিজে? বলিস্ কি? উগ্রসেন! যাও, যাও, শীঘ্র তাকে পথ দেখিয়ে সসম্ভ্রমে নিয়ে এসো—যাও—

প্রহরী। তাঁর মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর—হাতে তাঁর অতি সুধার তরবারি!

শক্তিধর। তা' হোক্ তা হোক্—উগ্রসেন, অতি শীঘ্র যাও—অতি সমাদরে ও সসম্ভ্রমে নিয়ে এসো। আমি যে তাকে চেয়েছি—এতো সহজে পাওয়া যাবে, তাতো ভাবিনি—(উল্লাস)

উগ্রসেনের প্রস্থান।

সুনন্দা, সুনন্দা—

সুনন্দা। কি বাবা?

শক্তিধর। তোর কাছে ফুল আছে—ফুলের মালা আছে?

সুনন্দা। আছে।

শক্তিধর। শীগ্‌গীর নিয়ে আয়—ছুটে যা—

সুনন্দার প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। নর-পিশাচ! দে, দে, আমার হাতের বাঁধনটা একবার খুলে দে—আমি তোকে মারবো না, নিজে মরবো, আত্মহত্যা করবো উঃ (দাঁতে বাঁধন কাটিতে চেষ্টা করিয়া মুখ রক্তাক্ত হইতেছিল!)

একদিক দিয়া—একটা ফুলের সাজি লইয়া সুনন্দার প্রবেশ
অন্যদিক দিয়া কমলার প্রবেশ

কমলা। শক্তিধর! শ্রীরাধার বিনিময়ে তুমি আমাকে চাও?

শক্তিধর। হ্যাঁ চাই—

কমলা। চাও? বেশ, তা'হলে প্রস্তুত হও—আমি তো এসেছি—

উদ্যত তরবারি হাতে লইয়া ক্রোধেও ক্ষোভে থর
থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন

শক্তিধর। (সুনন্দার সাজি হইতে অঞ্জলি ভরিয়া ফুল লইলেন) আমি তোমাকে চেয়েছি—সন্তান যে ভাবে মাকে চায়। মা! তুমি এসেছ তরবারি নিয়ে—আর আমি দাঁড়িয়েছি—এই অঞ্জলিভরা ফুল নিয়ে তোমার পায়ে দেব ব'লে। মা! মা! মা!

কমলা। তুমি কী শক্তিধর? (তরবারি পড়িয়া গেল)

শক্তিধর। আমি তোমার সন্তান! মা! আমি তোমার পায়ের উপর এই মাথা রেখেছি—ইচ্ছা হয়—তুমি আমাকে বধ করো! কিন্তু কিন্তু—তার পূর্ব্বে আমি তোমাকে একটা কথা বল্‌তে চাই—

কমলা। কি?

শক্তিধর। আমাকে হত্যা ক'রে তুমি যখন তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাবে তখন দেখ্‌বে তাঁরও মৃত্যু ঘটেছে—তুমি বিধবা হয়েছ।

কমলা। বিধবা হয়েছি? বলো কি শক্তিধর! আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।

শক্তিধর। বুঝ্‌তে পারবে না, আজ আমি তোমাকে কিছুই বুঝ্‌তে

দেব মা। তোমার কাছে আজ আমার একমাত্র বক্তব্য—যদি তুমি তোমার স্বামী ও পুত্রের মঙ্গল চাও—তা'হলে শুধু একপক্ষ কালের জন্যে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দ মনে আমার অন্তঃপুরে বন্দিনী থাকো—সন্তান-জ্ঞানে আমাকে বিশ্বাস করো—কার্য্যে বা কথায় আমার কোনো কর্ত্তব্যের প্রতিবাদ ক'রনা—! বিশ্বাস করো—আমি তোমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী! আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিকামের মৃত্যু ও তোমার বৈধব্য সুনিশ্চিত!

কমলা। শক্তিধর!

শক্তিধর। মা—

কমলা। আমি তোমাকে চিরদিনই বিশ্বাস করি—আজও বিশ্বাস করবো—

শক্তিধর। তবে চল মা রাজলক্ষ্মী! আমার মাতৃপূজার পবিত্র মন্দির আলোকিত করবে চলো— (পদধারণ করিলেন)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—চূড়ামণির গৃহসংলগ্ন পুষ্পোদ্যান

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—নাগিনী পুষ্পচয়ন করিতেছেন

উল্কার প্রবেশ

নাগিনী। তুমি কে গা? আমি তো তোমাকে চিন্‌তে পারছি নে?

উল্কা—(গাহিল)

আমি পূর্ণিমারি চাঁদ…
তাই তোমারে দেখ্‌তে এলাম
ওগো অমানিশি।
তোমার চোখের কাজল যায় না দেখা
দেখ্‌বো দাঁতের মিশি।
তুমি, আলোর অন্ধকার…
আমি, অন্ধকারের আলো!
তোমায়, দেখে ভয় পেয়ে সে
বাস্‌বে আমায় ভালো।
আমি চোখ ইসারায় রূপের নেশায়
ভোলাই মুনি-ঋষি!

নাগিনী। তুমি কি বল্‌ছো? এখানে তোমার কি দরকার?

উল্কা। দরকার না থাকলে কি এসেছি? তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—

নাগিনী। কি?

উল্কা। রাজা শক্তিধরের সঙ্গে নাকি তোমার বিয়ে হয়েছে?

নাগিনী। কে বল্‌লে? আমি তো তাঁর দাসী হবার উপযুক্ত নই! আমার মতো কুরূপ-কুৎসিত মেয়ে তুমি দেখেছ কখনো?

উল্কা। আচ্ছা আমার মতো সুন্দরী মেয়ে তুমি দেখেছ কখনো?

নাগিনী। না তা' দেখিনি। সত্যিই তুমি খুব সুন্দরী!

উল্কা। রাণী সাজ্‌লে আমাকে বেশ মানায় না?

নাগিনী। হ্যাঁ, বেশ মানায়।

উল্কা। রাজা শক্তিধর যদি আমাকে বিয়ে করে তবেই তো আমি রাণী সাজ্‌তে পারি?

নাগিনী। তা' পারো বৈকি—

উল্কা। রাজা শক্তিধরকে আমি খুব ভালোবাসি—একথা শুনলে—তিনিও আমাকে খুব ভাল না বেসে পারবেন না—কি বলো—

নাগিনী। তাতো বটেই—

উল্কা। কৈ, তুমি তো আমার উপর চটছ না?

নাগিনী। (হাসিয়া) কেন চটবো?

উল্কা। লোকে বলে—তিনি নাকি তোমাকেই বিয়ে করতে চান?

নাগিনী। কিন্তু আমি তো তাঁকে বিয়ে করতে চাই না।

উল্কা। সে কি কেন?

নাগিনী। আমি বলেছি তো—আমি তাঁর দাসী হবার উপযুক্ত নই। আমি জানি—আমার দুঃখে তাঁর সহানুভূতি আছে—আমাকে তিনি অনুগ্রহ করতে পারেন—কিন্তু ভালবাস্‌তে পারেন না! আমার না আছে রূপ, না আছে গুণ! আমি তো আমাকে চিনি?

উল্কা। আমাকে বোধ হয়—ভালবাস্‌তে পারেন—কি বলো? কারণ আমার তো রূপগুণ দু'টোই আছে।

নাগিনী। হ্যাঁ, তা' আছে বৈকি—আমি এখন আসি—আমার ঠাকুর-পূজোর বেলা হ'য়ে গেছে— [প্রস্থান।

উল্কা। নাঃ মাগী একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা! কিছুতেই চট্‌লো না? তবে যে লোকে বলে—শক্তিধরের সঙ্গে ওর গোপনে বিয়ে হয়েছে—সেকথা কি মিথ্যে?

শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া—পায়ে নূপুর ও বাঁশী-হাতে ধুমকেতুর প্রবেশ।

ধুমকেতু। এখানে দাঁড়িয়ে বিড়্‌বিড়্‌ করে আপন মনে কি বক্‌ছিস্? এই দেখ্‌তো কেমন কেষ্ট ঠাকুরটি সেজেছি—

উল্কা। (গাহিল) তুই সরে যা, তুই সরে যা—
তোরে দেখ্‌লে আমার অঙ্গ জ্বলে!

ধুমকেতু। কৃষ্ণ কালো, তাই কি রাধা
দেয় মালা—বলরামের গলে?

উল্কা। দুর দুর দুর—ও কেলে কুকুর!
বুঝি, তাই সেজেছিস্ কেষ্ট ঠাকুর?

ধুমকেতু। আমার, করে মোহন বেণু চরণে নূপুর!
পায়ে ধরি তুমি মান ভাঙো রাই—

উল্কা। তোর ধামা ভরা আশা, কুলোভরা ছাই
আঃ কী আপদ, এ কোন্ বালাই?

ধুমকেতু। তবে রে বেহায়া মাগী!
এই কলির কেষ্ট উঠ্‌লো রাগি'—

উল্কা। তোর ঝেঁটিয়ে বিষ—ঝেড়ে দেব
ওরে অনামুখো ঘাগী!

ধুমকেতু। আমি পড়েছি রে তোর চরণ তলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বজ্রবাহুর শিবির প্রান্ত

কাল—গভীর রাত্রি

দৃশ্য⋯নির্জ্জনে বজ্রবাহু একাকী পদচারণা করিতেছিলেন।

বজ্রবাহু। নাঃ আসবে না। এত সাহস হতেই পারেনা। তবে কি—না, না, ওইযে, ওইযে আসছে—

শক্তিধরের প্রবেশ

শক্তিধর। তুমি ইচ্ছা করলেই, আমাকে এখন বন্দী করতে পার বজ্রবাহু! আমি এসেছি—সম্পূর্ণ অরক্ষিত ও অপ্রস্তুত ভাবে। কিন্তু একথা নিশ্চয় জেনো—যদি তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো, তাহলে তোমার সব আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনষ্ট হবে।

বজ্রবাহু। আমার আর কি আশা বা আকাঙ্ক্ষা আছে, শক্তিধর? তুমি যেদিন সিংহাসন অধিকার করেছিলে, সেদিন কি আমার সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা কর নাই?

শক্তিধর। হ্যাঁ করেছি, কেন যে করেছি—সেই কথাই আজ তোমাকে বলবো।. তুমিই যে সব সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলেছিলে, সত্যিই আমি সিংহাসন অধিকার করেছিলাম তাদেরি সাহায্যে। কিন্তু তুমি তো জানো, আমার লক্ষ্য ছিল—রাজলক্ষ্মী কমলা! তার চিন্তাই ছিল, আমার প্রাণের একমাত্র শান্তি—তার দর্শনেই ছিল আমার

চোখের একমাত্র তৃপ্তি! তুমিই আমাকে কতদিন কত পরিহাস করেছ—মনে পড়ে?

বজ্রবাহু। হ্যাঁ মনে পড়ে—

শক্তিধর। কিন্তু আমি জান্‌তাম—কমলা তোমার সহোদরা ভগ্নি! শুধু সেই কারণেই আমার ধারণা ছিল, তুমি যদি একবার সিংহাসন অধিকার করতে পারো—তা'হলে কমলা-লাভের জন্যে নিশ্চয়ই আমাকে কোনো সাহায্যই করবে না তুমি। তাই আমি তোমাকে প্রতারিত ক'রে সিংহাসন অধিকার করেছি। আজ আমি রাজলক্ষ্মী কমলাকে পেয়েছি—এখন তো আমার সিংহাসনে কোনো প্রয়োজন নেই বন্ধু! যুদ্ধ-বিগ্রহের কি দরকার? আজ যদি তুমি সিংহাসন চাও—আমি তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই ফিরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে—

বজ্রবাহু। কি?

শক্তিধর। মুক্তিকাম যেন আমার নিকট থেকে রাজলক্ষ্মীকে কেড়ে নিতে না পারে। আমি তাকে চাই—সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবে চিরদিনের জন্যই চাই!

বজ্রবাহু। তুমি বোধ হয় জানো না, কমলাকে হারিয়ে—মুক্তিকাম আজ উন্মাদ—। তুমি যদি বলো, তাহলে আমি তার ভবলীলা শেষ করে দিতেও প্রস্তুত আছি।

শক্তিধর। না, না, না। তুমি তা' করতে যেওনা। এখনো, তুমি তার সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করেই চলো। সে কাজটা আমিই করবো একদিন সুযোগ ও সুবিধা দেখে। উপস্থিত একটা বিষয়ে আমি তোমার পথ পরিস্কার ক'রে ফেলেছি বন্ধু! শঙ্খনাদকে হত্যা করেছি!

বজ্রবাহু। হত্যা করেছ? (সোল্লাসে)

শক্তিধর। হ্যাঁ। কারণ আমি জানি—সিংহাসনটা তোমাকে একদিন ফিরিয়ে দিতেই হবে। অতএব তা' যদি, নিষ্কণ্টক করেই না দিতে পারি—তাহলে তো প্রকৃত বন্ধুর কাজ করা হবে না?

বজ্রবাহু। বন্ধু! এত দিন আমি তোমাকে অবিশ্বাসের চোখেই দেখেছি—কিন্তু আজ বুঝ্‌লাম—সত্যিই তুমি আমার অকৃত্রিম বন্ধু!

শক্তিধর। আমার উদ্দেশ্য যখন সৎ—তখন তুমি যে আমাকে চিরদিন অবিশ্বাস করতে পারবে না, এ ধারণা আমার বদ্ধমূল ছিল।

বজ্রবাহু। এখন আমাকে কি করতে বলো—বন্ধু!

শক্তিধর। তুমি যা' করছো তাই করো। সেতুটা খুব শীগ্‌গীর তৈরি করে ফেলো, ভবিষ্যতে তোমারি রাজ্যের একটা সম্পদ হয়ে থাক্‌বে। আমি তোমাকে বাধাও দেবো না বা আক্রমণও করবো না। মিছে রক্তপাতের তো কোনো প্রয়োজন নেই? আগামী পূর্ণিমা তিথিতেই তোমার রাজ্যাভিষেকের দিন ধার্য্য থাক্‌।

বজ্রবাহু। আচ্ছা, কমলা কি তোমার বশ্যতা স্বীকার করেছে?

শক্তিধর। না, এখনো করেনি। সেই কারণেই তো তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে বল্‌ছি।

বজ্রবাহু। সে যেরূপ তেজস্বিনী, তা'তে তুমি তাকে বশীভূত করতে পারবে বলেই তো বিশ্বাস হয় না।

শক্তিধর। পারবো, পারবো, বন্ধু! সময়ে সবই পারবো। চাই শুধু—তোমার সহযোগিতা। এত দিন তোমাকে আমি সব কথা খুলে বল্‌তে পারিনি—সুযোগ ও সুবিধা ঘটেনি। সত্যিই যদি আমি তোমাকে শত্রু মনে ভাব্‌তাম—তাহলে কি এই গভীর রাত্রে,

একান্ত অসহায় ভাবে, তোমারি শিবিরে এসে সাক্ষাৎ করতাম, তোমার সঙ্গে ?

বজ্রবাহু। কিন্তু আমি একটা বিষয় বুঝ্‌তে পারছি না যে—কি করবো ? আমার সৈন্যদের সব কি বিদেয় করে দেব ?

শক্তিধর। কেন, কেন ?

বজ্রবাহু। সেতু নির্ম্মাণে, আর সৈন্য-সংগ্রহে আমার বহু অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে। এতদিন আমার বাবা অকাতরে অর্থ-সাহায্য করেছেন, কিন্তু এখন আর পেরে উঠ্‌ছেন না। তাই তো ভাব্‌ছি কি করবো ?

শক্তিধর। সৈন্যদের বিদায় করে দিলে, তোমার বাবা ও মুক্তিকাম তোমাকে সন্দেহ করবেন।

বজ্রবাহু। হ্যাঁ, তাতো করবেনই, কিন্তু আমি এ ব্যয় নির্ব্বাহ করি কি উপায়ে ?

শক্তিধর। সে জন্যে কেন এত ভাব্‌ছ বন্ধু! রাজকোষ তো তোমারি। খুব গোপনে চিঠি দিয়ে লোক পাঠিও—আমি তোমাকে রাজকোষ থেকেই অর্থ-সাহায্য করবো।

বজ্রবাহু। বন্ধু! সত্যিই বল্‌ছি—তোমার উপর আমার আর কোনো অবিশ্বাস নেই—এখন তুমি আমাকে যা' বল্‌বে—আমি ঠিক অন্ধের মতই তা' করে যাবো।

শক্তিধর। রাত্রি অধিক হয়ে গেছে—আমি তা'হলে আজ আসি ? মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে আমার গোপন-সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে, সংবাদ দিলেই ব্যবস্থা করো।

বজ্রবাহু। নিশ্চয়ই করবো।

শক্তিধর। হ্যাঁ, আর একটা কথা তোমাকে বলে যাই—মুক্তিকামকে

খুব উত্তেজিত করা চাই—সে যেন তোমার সাহায্য ব্যতিরেকেও আমাকে আক্রমণ করতে আসে—তা'হলেই আমি তাকে হত্যা করবার সুযোগ পাবো— প্রস্থান।

বজ্রবাহু। আচ্ছা। (স্বগত) একবার সিংহাসনে বস্‌তে পারলেই তোমাকে দেখে নেবো—শক্তিধর! তোমাকে দেখে নেবো!

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন দেব মন্দির

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—সুনন্দা মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল

শঙ্খনাদ প্রবেশ করিয়া ঘুমন্ত সুনন্দাকে মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার হাত হইতে মালাটা লইল। সুনন্দা জাগিয়া পড়িল।

শঙ্খনাদ। কাল সারারাত্তির ঘুম হয়নি বুঝি সুনন্দা?

সুনন্দা। সে কথা তুমি কি করে জান্‌লে রাজকুমার?

শঙ্খনাদ। আমিও সারারাত ঘুমুইনি কিনা, তাই অনেক বার জান্‌লা পথে উঁকি দিয়ে দেখেছি, তুমি আমার মার পায়ের কাছে চুপ্‌টি ক'রে বসে আছ। সত্যি কিনা বলো—

সুনন্দা। (অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল)

শঙ্খনাদ। বলো—

সুনন্দা। ছিঃ তুমি অমন উঁকি দাও কেন? আজ আমি সব জান্‌লা বন্ধ ক'রে রাখ্‌বো।

শঙ্খনাদ। তুমি এতক্ষণ কাঁদছিলে?

সুনন্দা। তাই বা তুমি জান্‌লে কি করে?

শঙ্খনাদ। ওই যে তোমার চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা জল শুকিয়ে আছে।

সুনন্দা। আমার বাবা আজ শ্রীরাধাকে পাঠিয়ে দেবেন, রাধারমণের কাছে—আমার এ মন্দির তা'হলে শূন্য পড়ে থাক্‌বে যে—

(বস্ত্রাঞ্চলে চোখ ঢাকিল)

শঙ্খনাদ। সত্যি সুনন্দা তোমার বাবা কী আশ্চর্য্য লোক! তার কোনো কথা বা কোনো কাজই যেন আমি বুঝ্‌তে পারিনা। তবু আমার মা বলেন—তিনি নাকি দেবতা!

সুনন্দা। সত্যিই রাজকুমার, তিনি দেবতা!

শঙ্খনাদ। তুমি আর একটা মজার কথা শোনোনি? আমার নাকি মৃত্যু হয়েছে—

সুনন্দা। সে কি কথা?

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ, সর্ব্বত্রই একথা প্রচার করা হয়ে গেছে যে—তোমার বাবা নিজেই আমাকে হত্যা করেছেন। এই মিথ্যা—প্রচারের মূলে নাকি তার কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। কি জানি তিনি কি রকম দেবতা?

সুনন্দা। আচ্ছা, রাজকুমার তোমরা এখানে আর কত দিন থাক্‌বে?

শঙ্খনাদ। মার কাছে শুনেছি, আস্‌ছে—পূর্ণিমা-তিথি পর্য্যন্ত।

সুনন্দা। তারপর ?

শঙ্খনাদ। তারপর কি হবে, কোথায় যাবো, কিছুই জানিনা। আমি চলে গেলে তোমার মনে খুব কষ্ট হবে, না সুনন্দা ?

সুনন্দা। (কাঁদিতেছিল)

শঙ্খনাদ। ও কি কাঁদছ কেন ?

সুনন্দা। আমার শ্রীরাধা যে আজই চলে যাবে—যাই আমি তাকে খুব ভালো করে সাজিয়ে দি—(মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল)

শঙ্খনাদ। (মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল) সুনন্দা! তুমিও তোমার বাবার মতই আশ্চর্য্য বটে!

শক্তিধরের প্রবেশ।

শক্তিধর। রাজকুমার! তোমাকে তো আমি আদেশ করেছি—তুমি ওই রাজ অন্তঃপুরের বাইরে এসো না—তোমার মৃত্যু রটনার উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয়!

শঙ্খনাদ। এ মন্দিরেও কি আস্‌বো না ?

শক্তিধর। নিশ্চয়ই না। যাও—অন্তঃপুরে যাও—

[বিষণ্ণভাবে শঙ্খনাদের প্রস্থান।

সুনন্দা! সুনন্দা!

সুনন্দা। (মন্দিরের বাহিরে আসিয়া) কি বাবা ?

শক্তিধর। রাজলক্ষ্মী কমলা দেবীকে ডেকে আন্‌তো—না, তোর আর যেতে হবে না, ওই যে তিনি এদিকেই আস্‌ছেন—

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। আমি জানতে এসেছি শক্তিধর! কুমার শঙ্খনাদের মৃত্যু সংবাদ রটনার উদ্দেশ্য কি?

শক্তিধর। এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে, আজ আমি আমার সব উদ্দেশ্যই খুলে বল্‌বো তোমাকে। সুনন্দা! তুই যা' এখান থেকে—

[সুনন্দার প্রস্থান।

শোনো রাজলক্ষ্মী! লোকে আমাকে চেনেনা। মুক্তিকামের পিতা আমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলেন, যুদ্ধ-বিদ্যাও শিখিয়েছিলেন! সেই মহাপুরুষের মৃত্যুর পর—আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন—মুক্তিকামের রাজ্যাভিষেক! মনে পড়ে তোমাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম সেই দিন। দেখেছিলাম তোমার চোখে ও মুখে একটা মহিমময়ী নারীত্বের অপূর্ব্ব জ্যোতি যা' এ জীবনে আর কোথায়ও দেখিনি! সেই দিন, সেই শুভ মুহূর্ত্তে, আমার তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—যত দিন বাঁচব, তোমার ওই নীলোৎপল চোখ দু'টিকে চির হাস্যময় করেই রাখ্‌তে বা। এমন কোন ঘটনা ঘট্‌তে দেব না, যাতে তোমার ওই উষার মত স্নিগ্ধগণ্ডে—একফোঁটা অশ্রু গড়াতে পারে।

কমলা। তাই বুঝি আমাকে এত কাঁদিয়েছ শক্তিধর!

শক্তিধর। দেবি! আমাকে ক্ষমা করো—আমি তোমাকে কাঁদাইনি। তোমাকে কাঁদিয়েছে বজ্রবাহু! সে তোমাকে চিরদিন কাঁদাতে চেয়েছিল—মুক্তিকামকে হত্যা ক'রে সিংহাসন অধিকার করতেও চেষ্টা করেছিল।

কমলা। তাকি হতে পারে শক্তিধর? সে যে আমার ভাই! সে সিংহাসন চাইতে পারে—কিন্তু আমার বৈধব্য ঘটাতে পারেনা।

শক্তিধর। জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না। আচ্ছা, সে কথা এখন থাক্। যদি কোনোদিন প্রমাণ করতে পারি যে বজ্রবাহু তোমার কে? তা'হলে সেইদিন বুঝ্বে কে তোমাকে কাঁদিয়েছে।

কমলা। আচ্ছা, শক্তিধর তুমি যে আমার এত অনুরক্ত, তা'তো কোনোদিন বুঝ্তে পারিনি।

শক্তিধর। বুঝ্তে দিইনি। তোমার কাছে আমার যেন কি-একটা প্রার্থনা ছিল। সে প্রার্থনা যে কি তা' আমি নিজেও বহুদিন বুঝ্তে পারিনি। বজ্রবাহু আমার এ মনোভাব জান্তো। সে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল—না, না, সে কথা আজ আর আমি ভাব্তেও পারিনা, সে অতি কুৎসিত! তার পর আমি কেঁদে কেঁদে চোখের জলে আবিষ্কার করেছি—আমার প্রাণে একটা দারুণ ক্ষুধা আছে—এ জীবনে আমি জননীর মুখ দেখিনি। আমার সুনন্দা যখন তার প্রসূতির কোলে শুয়ে মা, মা, বলে ডাক্তো—তখন আমার বুকে একটা হাহাকার জেগে উঠ্তো—ওরে—আমার কেন মা নেই—(আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইল।)

কমলা। শক্তিধর! তোমার প্রাণটা যদি এতই কোমল, তাহলে তুমি মানুষের উপর এত অত্যাচার করো কি করে?

শক্তিধর। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, আমাকে শিখিয়েছে—মানুষকে শুধু ঘৃণা করতে। আমি দেখিছি—পরিপূর্ণ পশুত্বই যেন মানব-চরিত্রের মৌলিক উপাদান! মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতাকে আমি বুঝেছি—একটা অবাস্তব ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু তোমার ওই চোখ দু'টি ছাড়া, এ জগতে আমি এমন কোনো জিনিষ দেখিনি মা!

যা' সুন্দর! যা' পবিত্র! যা স্বর্গীয়! হয়তো আমি ভুল, হয়তো আমি নিজেই একটা নরক, তবুও আমি যা' দেখেছি, তাই বল্‌ছি।

কমলা। ছিঃ শক্তিধর এ কী মোহ তোমার?

শক্তিধর। হতে পারে—এ আমার মোহ বা মনের বিকার! কিন্তু আমি সত্যিই বল্‌ছি মা! আমি অনেক সুন্দরীর চোখমুখ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, সে যেন প্রচ্ছন্ন কদর্য্যতার বাইরের আবরণ মাত্র। অনেক ধার্ম্মিকের বুকে আঘাত করে দেখেছি—সে যেন অধর্ম্মের মূর্ত্তি-বিগ্রহ! এ জগতে আমার অভিজ্ঞতার অতীত ছিল, মাত্র একটি জিনিষ—যা' আমি জীবনে কখনো আস্বাদন করিনি—সে হচ্ছে আমার মা, আমার মা! আমার উপেক্ষিত জীবনের সহস্র বিতৃষ্ণার মধ্যে শুধু ওই একটি মাত্র আকণ্ঠ তৃষ্ণাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—আমি আমার মাকে চাই—আমার মাকে চাই—

কমলা। আমার অনুরোধ, শক্তিধর! তুমি আর প্রজাদের উপর অত্যাচার ক'রো না।

শক্তিধর। আমি বুঝ্‌তে পারিনা, যে মানুষ আমাকে কেন এত অত্যাচারী বলে? আমার রাজত্বকালে কখনো কোনো অপরাধীরও প্রাণদণ্ড হয়নি। আমার সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়েই ব'সে আছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত, কারো সঙ্গে, কখনো কোনো যুদ্ধ করেনি। আমি দরিদ্রের অস্বাস্থ্যকর বস্‌তিগুলো পুড়িয়ে দিয়ে, নূতন ও মজবুত ঘরদরজা বেঁধে দিইছি—ভিক্ষুককে দু'ঘা চাবুক মেরে একটা টাকা দিইছি, তার চোখেমুখে কত আনন্দ দেখিছি—তবুও আমি অত্যাচারী?

কমলা। শক্তিধর, তুমি এতো আশ্চর্য্য যে মানুষ তোমাকে বুঝ্‌তেই পারে না।

শক্তিধর। সে কথা আমি স্বীকার করি রাজলক্ষ্মী, মানুষ খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে রাজা মুক্তিকামকে। তার সরলতা আর সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকাতে পারে, তার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রও করতে পারে। তাই আমি তাকে কিছুদিনের জন্যে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিইছি, আর শুধু চাবুকের সাহায্যেই শাসন করছি এ দেশটাকে। আমার উদ্দেশ্য, আমি আবার মুক্তিকামকে সিংহাসনে বসাবো। নূতন করে তোমাদের রাজ্যাভিষেক দেখ্‌বো! সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রুতভাবে, এ রাজ্যে রাজত্ব করবে—রাজা মুক্তিকাম! মা! আমাকে বিশ্বাস করো—আমার প্রার্থনা পূর্ণ করো, আগামী পূর্ণিমা পর্য্যন্তই তুমি আমার বন্দিনী!

কমলা। কিন্তু শক্তিধর—

শক্তিধর। না, না, কোনো আপত্তি শুন্‌বোনা, আগামী পূর্ণিমা তিথির মধ্যেই আমি প্রমাণ করবো, তোমার এই দুঃখভোগের জন্য দায়ী কে? আমি, না বজ্রবাহু!

কমলা। আমি একবার মাত্র রাজা মুক্তিকামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই ফিরে আস্‌তে চাই—

শক্তিধর। না, না তা' হতে পারেনা, তা'হলেই আমার সব উদ্দেশ্য ও চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। রাজা মুক্তিকামকেও আমি—উত্তেজিত করবো, পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বো, তার ধর্ম্মবুদ্ধি বা ত্যাগবুদ্ধি কত বড়! লোকে বলে মুক্তিকাম নাকি দেবতা, আর আমি পশু! তাই আমি তাকে একটা খুব ছোট আঘাত দিয়েই দেখ্‌তে চাই, সেই দেবতার বুকেও আমার মতো পশুত্ব আছে কিনা? দেবি! তুমি জানো—আমার স্ত্রী বিষ খেয়ে মরেছিল!

কমলা। কেন, কেন শক্তিধর ?

শক্তিধর। আমি অজ্ঞাতকুলশীল, আর সে ছিল ব্রাহ্মণ-কন্যা। সমাজের নির্য্যাতন এবং আত্মীয়-স্বজনের বাক্যযন্ত্রণা ও বিদ্রূপ সহ্য করে উঠ্‌তে পারেনি সে। শুধু সেই কারণেই আমি মানুষকে ঘৃণা না করে পারি না। মানুষও জানে আমি একটা ঘৃণিত পশু। দেবি! তাই আমি মাত্র একটি সপ্তাহের জন্যে তোমাকে বন্দিনী রেখে, যাচাই করে দেখ্‌তে চাই—মুক্তিকামের দেবত্ব কতটুকু! মানুষের ত্যাগবুদ্ধির সীমা-রেখা কোথায় ?

কমলা। কিন্তু সাতদিন আমি তোমার অন্তঃপুরে বন্দিনী থাক্‌লে—

শক্তিধর। লোকে তোমার চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা বল্‌বে, তা' জানি। কিন্তু তুমি তো জানো, তুমি আমার মা! আর আমি তোমার সন্তান! মানুষের বিষাক্ত জিহ্বা মুক্তিকামকে দংশন করবে—বিষের যন্ত্রণায় সেই দেবতা যখন ছট্‌ফট করবে—এই পশুর মনে তখন যে কী আনন্দ—কী আনন্দ! মা! তোমার সন্তানকে সে আনন্দ হতে বঞ্চিত করো না।

উগ্রসেনের প্রবেশ

উগ্রসেন। উন্মত্তের মতো রাজা রত্নেশ্বর এসে পুরদ্বারে দাঁড়িয়েছেন—তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চান।

কমলা। (চম্‌কিয়া) বাবা এসেছেন ?

উগ্রসেন। হ্যাঁ।

শক্তিধর। উগ্রসেন! তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা করো। এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হলেই আবার তোমাকে ডাক্‌বো—

উগ্রসেনের প্রস্থান।

দেবি! তুমি যদি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাও—দেখা করতে পারো—আমার কোনো আপত্তি নেই! কিন্তু আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আমার উদ্দেশ্য বা কার্য্য সম্বন্ধে কোনো কথাই তাঁর কাছে প্রকাশ করতে পারবে না। বলো, দেখা করতে চাও?

কমলা। হ্যাঁ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—তুমি আমার বাবাকে একবার আন্‌তে বলো।

শক্তিধর। উগ্রসেন!

উগ্রসেনের প্রবেশ

খুব দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত করে, রাজা রত্নেশ্বরকে এখানে নিয়ে এসো।

কমলা। শৃঙ্খলিত ক'রে?

শক্তিধর। হ্যাঁ। নতুবা তিনি আমাকেও আক্রমণ করতে পারেন, বা তোমাকেও গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারেন। যাও উগ্রসেন, যা বলেছি—তাই করো।

উগ্রসেনের প্রস্থান।

কমলা। কী অদ্ভুত লোক তুমি শক্তিধর! তুমি শুধু রাজা মুক্তিকামকেই পরীক্ষা করছ না—আমাকেও ফেলেছ ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে। বাবা যদি আমাকে—

শক্তিধর। মা! আমি আমার স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় একটা অতি চমৎকার দৃশ্য দেখেছিলাম। সে তার কন্যা সুনন্দাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মরেছিল, কিন্তু আমার কথাটা একবারও ভাবেনি বা আমাকে একবার কাছেও ডাকেনি! মার কাছে সন্তান যে এত প্রিয়—তাতো আমি নিজে কখনো বুঝ্‌তে পারিনি? আজ বুঝ্‌বো—মা! আজ বুঝ্‌বো—(হাসিতে লাগিলেন)।

রত্নেশ্বরের প্রবেশ—ক্রোধে তাহার চক্ষু দিয়া
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল

রত্নেশ্বর। কমলা!

কমলা। (অধোবদনে লজ্জিতভাবে) বাবা!

রত্নেশ্বর। ওই নরপিশাচ নাকি কুমার শঙ্খনাদকে হত্যা করেছে?

কমলা। (বস্ত্রাঞ্চলে চোখ ঢাকিলেন—কোনও উত্তর দিলেন না)

রত্নেশ্বর। তা'হলে আর যা শুন্‌ছি, তাও কি সত্যি?

কমলা। কি শুন্‌ছো বাবা?

রত্নেশ্বর। তুই নাকি ওই কুকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিস্? পাপীষ্ঠা! মরতে পারিস্‌নি? কি করবো আমাকে শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রেখেছে—নতুবা—তোকে—আমি—

শৃঙ্খলিত বাহুদ্বয় তুলিয়া কমলাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন শক্তিধর সেই উদ্যত বাহু ধরিয়া ফেলিয়া কমলার দিকে আড়াল করিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন।

কমলা। শক্তিধর! উঃ আমি যে আর সহ্য করতে পারিনা—

শক্তিধর। উগ্রসেন! নিয়ে যাও—ফটকের বাইরে নিয়ে, তবে হাতের বাঁধন খুলে দিও। যাও—(উগ্রসেন রত্নেশ্বরকে লইয়া গেল)

কমলা। শক্তিধর! এ কী ভীষণ পরীক্ষা তোমার? (কাঁদিতে লাগিলেন)

শক্তিধর। মা! আমাকে ক্ষমা করো—প্রয়োজন হলে আমি বুকের রক্ত দিয়েও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শক্তিধরের প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—একটি বেদির উপর মহাদেব সাজিয়া ধূমকেতু উপবিষ্ট। পার্শ্বে উল্কা ক্রুদ্ধভাবে দণ্ডায়মানা।

উল্কা। মরণ আর কি! কথনো কেষ্ট ঠাকুর—কথনো মহাদেব! বলি, তোর মাথা খারাপ হল নাকি? যা' এখন ঘরে ফিরে যা—

ধূমকেতু। চুপ্, আমার ধ্যানভঙ্গ করিস্‌নে—একেবারে মদন-ভস্ম ক'রে ফেল্‌বো!

উল্কা। যা, যা, ঘরে ফিরে যা। এটা রাজবাড়ির এলাকা তা জানিস্? রাজা শক্তিধর এখানে আস্‌তে পারে।

ধূমকেতু। বেশতো, আস্থক না—(গাহিল)

আধো-নিমীলিত-আঁখি প্রভু পঞ্চানন
করে সুখে পঞ্চমুখে গঞ্জিকা-সেবন!
তে-পাঁচে-পনর-আঁখি, যেন রক্তজবা—
মদন পুড়িল, রতি হ'ল যে বিধবা!

উল্কা। রতির গতি কি হবে গো ?
কাঁদিছে পার্ব্বতী—রতির গতি কি হবে গো ?
(ওহে পশুপতি) রতির গতি কি হবে গো ?

ধূমকেতু। দেবি ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং
গচ্ছামি কৈলাশে—
আমি, আরো গাঁজা খাবো—নিশ্চয় বাঁচাবো
মদনের পোড়া লাশে !

উল্কা। হে স্বয়ম্ভু কল্পতরু !
কোথায় তোমার এঁড়ে গরু ?
নাই সে ত্রিশূল ও ডমরু—
নাচেনা—প্রমথ পাশে।

ধূমকেতু। এই যে গাঁজার কল্‌কে সরু—
দম্ দিলে সকলে আসে।

উল্কা। লক্ষীটি আমার! যা' এখন ঘরে ফিরে যা। কেন পাগলামো করছিস্। রাণী হ'লে আমি তোকে অন্দর-মহলের দারোয়ানীটা দেবো। সেখানে ব'সে তুই আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকিস্—তা' হলেই তো তোর তৃপ্তি ! আমি তোকে পাহারোলা সাজিয়ে রাখ্‌তে পারি—কিন্তু স্বামী বলে স্বীকার করতেই পারি না। এ কথাটা তুই কেন বুঝিস্ না ?

ধূমকেতু। হুঁ—বুঝেছি—তোর মতলব খারাপ—

উল্কা। সত্যিই আমার মতলব খারাপ! কিন্তু তুই কি করতে পারিস্ ? তোর কি তোয়াক্কা রাখি আমি ?

গান

ধূমকেতু। তাথৈ তাথৈ নাচবো আমি
সেজে দিগম্বর !

উল্কা। মর মর মর—পোড়ার মুখো
করবনা তোর ঘর।

ধূমকেতু। মদগাঁজা আর আফিং খাবো
খাবরে ভাঙ বাঁটা !

উল্কা। দেখা হলেই তোর কপালে
মার্‌বো মুড়ো ঝাঁটা।

ধূমকেতু। চটিস্‌নে আর তুই যে আমার
কলির ভগবতী।

উল্কা। তাইতো দেবির চরণতলেই
দিগম্বরের গতি—

উল্কা। ওই বুঝি রাজা আস্‌ছে—শীগ্‌গীর পালা বল্‌ছি—নইলে তোর ভালো হবে না কিন্তু—

ধূমকেতু। আচ্ছা, আমি একটু আঁড়ালে দাঁড়িয়ে শুনি—তুইই বা রাজাকে কি বলিস্‌ আর রাজাই বা তোকে কি বলে। কিন্তু, যদি কোনো বেয়াড়াপণা দেখি—তাহলেই এই ত্রিনয়নে আগুন জ্বলে উঠ্‌বে—একেবারে মদন-ভস্ম হ'য়ে যাবে !

প্রস্থান।

উল্কা। (দূর হইতে দেখিয়া) আহাহা, রাজার কী রূপ ! ওই রূপের পাশে কি নাগিনী-পেত্নীকে মানায় ? কী সুন্দর, কী সুন্দর !

ধীরে ধীরে শক্তিধরের প্রবেশ

তাহাকে দেখিয়াই—উল্কা নৃত্য সহকারে গাহিতে লাগিল—শক্তিধর বিস্মিতভাবে সে সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

গান

দিলে, জীবন-দোলা কি দুলিয়ে তুমি ?
আঁখি, মতেছে রূপেরি মদিরা চুমি,
নিয়ে, নয়নে নিরাশা—নীহার-কণা
পথে, চলেছি বিভোলা যে আন্‌মনা,
বুকে, বাজালে আমারি কী ঝুম্‌ঝুমি !
আমি, দেখেছি যে কাঁটা পথের পরে—
তুমি, ফোটালে কুসুম কি থরে থরে !
ওগো, প্রণমি তোমারে আমি আভূমি।

শক্তি। কে তুমি ?

উল্কা। আমি এক পথহারা অবলা ললনা—

শক্তিধর। এখানে এসেছ কেন ?

উল্কা। এ সংসারে আমার আপন বল্‌তে কেউ নেই, তাই রাজা শক্তিধরের কাছে আশ্রয়-ভিক্ষা করতে এসেছি—আপনিই কি রাজা শক্তিধর ?

ধুমকেতু। (উঁকি দিয়া) দফা সেরেছে ! বলেকি ?

শক্তিধর। তুমি রাজা শক্তিধরকে চেন ? তাকে দেখেছ কখনো ?

উল্কা। না। তবে শুনেছি, তিনি অতি সদাশয়, এবং আশ্রিত প্রতিপালক—

শক্তিধর। এত বড় মিথ্যা কথা কোথায় শুনলে—? আমি তো শুনেছি, তিনি অতি নীচাশয়—এবং পরস্বাপহারী দস্যু! (হাসিলেন)

উল্কা। আপনি কি রাজা শক্তিধর নন্ ?

শক্তিধর। তোমার কি মনে হয় ?

উল্কা। আমার মনে হয়—আপনিই—

শক্তিধর। কারণ ?

উল্কা। আপনি অতি সুপুরুষ! (লজ্জিত হইল)

শক্তিধর। বটে ? কিন্তু সুপুরুষ শক্তিধরের কাছে আশ্রয়-প্রার্থনা করা তোমার মতো সুন্দরীর পক্ষে তো খুব নিরাপদ নয় ? তুমি কি শোননি শক্তিধর ভয়ানক অধার্ম্মিক, নাস্তিক, লম্পট, ব্যাভিচারী!

উল্কা। আমি আপনার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছি—ভালবেসে ফেলেছি—আপনার পায়ে ধরি আমাকে আশ্রয় দিন—

শক্তিধর। হা হা হা হা—সুন্দরী! সত্যিই এ দুনিয়া একটা চিড়িয়াখানা! নাগিনী কুৎসিত—সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে—আর তুমি সুন্দরী, তুমি আমাকে প্রত্যাশা করছো,—বেশ, বেশ, হ্যাঁ, তোমাকে আমি আশ্রয় দেবো, বিবাহ করবো, রাণী সাজিয়ে সিংহাসনে বসাবো—তা হলেই তো তুমি সুখী হবে ? কি বলো ? এই তো তুমি চাও—?

ধূমকেতু। (উঁকি দিয়া) সর্ব্বনাশ! আর বিলম্ব করা তো উচিত নয়—বন্দোবস্ত যে একেবারে পাকাপাকি হয়ে গেল—?

শক্তিধর। তুমি তো বেশ নাচ্‌তে ও গাইতে পারো—আর একটা গান-বাজনা শুনি—

উল্কা। (গাহিল)—

চরণে দলিতালতা,
তবু কত শঙ্কিত—
ভাবে মনে ও চরণে
বেশী ব্যথা লাগেনি তো ?
পুলক জাগে—পরশে যারি—
কেন সে আঁখি কোণে ঝরিল বারি ?
সে যদি চাহি ফিরে
দলিতা লতাটিরে—
আদরে ধীরে ধীরে, হৃদয়ে তুলে নিতো !

ধূমকেতুর প্রবেশ

ধূমকেতু। নাদের্ দের্ দের্ তানা—দের্ দের্
তানুম, তুম্ তানানা না—
নাদের দের দের—তুম দের, দের দের—
আমি আজো মরিনি তো—

শক্তিধর। তুমি আবার কে ?

ধূমকেতু। দোহাই বাবা রাবণ রাজা ! আমার সীতাটিকে হরণ কর না ! ওর পায়ে আমার যথাসর্ব্বস্ব গেছে, আমি আজ পথের ফকির ! ওকে গ্রহণ করলে তোমারও রাজ্য যাবে, ঐশ্বর্য্য যাবে—আমারি মতো পথের ফকির হয়ে পৈঁ পৈঁ ক'রে ঘুরে বেড়াবে।

শক্তিধর। এ আবার কোন্ রহস্য ! সুন্দরী ! তা'হলে, তুমি কি বিবাহিতা ? কি আশ্চর্য্য !

। আজ্ঞে, সেই কারণেই তো আমি আপনার কাছে এসেছি।

আপনি রাজা! বিচার করে দেখুন—এটা একটা বিবাহই নয়, অত্যাচার! ওর মত কদাকার ও কুৎসিত পুরুষ কি আমার স্বামী হতে পারে? স্বামী হলেও—আমি ওকে স্বামী বলে স্বীকার করতে পারি না যে?

শক্তিধর। তা তো বটেই! তুমি কেহে বাপু?

ধুমকেতু। আজ্ঞে আমি শ্রীমতী উল্কা সুন্দরীর সাক্ষাৎ-স্বামী শ্রীমান ধুমকেতু—উপস্থিত আমি মহাদেব সেজেছি—

শক্তিধর। কেন?

ধুমকেতু। কি আর করবো বলুন—আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও আমি উল্কাসুন্দরীর মনস্তুষ্টি করতে পারলাম না। আমার এই কালো আলকাত্‌রার মত রংটাই নাকি হয়েছে ওর অসহ্য—তাই কখনো বা কেষ্টঠাকুর আর কখনো বা মহাদেব সেজে দেখ্‌ছি—যদি ওর মনটা একটু ভেজাতে পারি এবং এ জগতে পতিই যে পরম গুরু—একথাটা একবার বোঝাতে পারি!

শক্তিধর। কিন্তু শোনো ধুমকেতু, তোমার অপরাধ অতি গুরুতর। তুমি নিজে অতি কুৎসিত একথা জেনেও—ওই অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছ। তুমি অত্যন্ত অরসিক ও স্বার্থপর! এ কারণ তোমাকে আমি খুব কঠিন শাস্তি দেবো—

ধুমকেতু। যে আজ্ঞে। আমাকে প্রাণদণ্ড দিন। আপনি রাজা, আমি পথের ফকির। আমার পত্নীটিকে যখন আপনি অত্যন্ত পছন্দ করে ফেলেছেন—তখন আর আমার উপায় কি? আপনার বিচারে আমার অদৃষ্টে যা ঘট্‌বে তা আমি বুঝ্‌তেই পারছি।

শক্তিধর। সত্যিই কি তোমার স্ত্রীকে তুমি খুব ভালবাসো?

ধূমকেতু। আমি কুৎসিত কিনা, তাই আমি ওই সুন্দরীকে আমার প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। রাখুন আপনি ও মাগীকে আপনার কাছে—আপনি সুন্দর, সুপুরুষ! ওর সৌন্দর্য্যের দর্পটা চূর্ণ হোক্— ও বুঝুক্ কুৎসিত আছে বলেই সুন্দরীর এতো গৌরব—

শক্তিধর। বাঃ তুমি তো বেশ তত্বজ্ঞান লাভ করেছ দেখ্‌ছি!

ধূমকেতু। দয়াময়! নিতান্ত মূর্খ কিনা, তাই আমরা ঠেকে শিখি। আর আপনারা পণ্ডিত—তাই আপনারা দেখে শেখেন। আপনি যে কেন নাগিনী পেত্নীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তা আর কেউ না বুঝ্‌লেও, আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম।

শক্তিধর। কেন বলো তো?

ধূমকেতু। আপনি রাজা, তা'তে আবার অতি সুপুরুষ! নাগিনী আপনার কাছে থাক্‌তো নিতান্তই অপরাধীর মতো—আজ প্রায় এক বৎসর আমি উল্কা-সুন্দরীকে বিয়ে করেছি—বল্‌তে দুঃখ হয়—প্রভু! আমি শুধু পেছনে-পেছনেই ঘুরি—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ওর ওই সুন্দর মুখখানা খুব ভাল করে দু' দণ্ড দেখ্‌তেও পাইনি। কারণ আমাকে দেখ্‌লেই, ও পেছন ফিরে দাঁড়ায়! কি করবো বলুন—

শক্তিধর। হা হা হা হা—তুমি শুধু তত্বজ্ঞানী নও—সুরসিকও বটে! আচ্ছা তাহলে এক কাজ করি—আমি ওর সুমুখটায় দু'পোঁচ আল্‌কাতরা মাখিয়ে দি—কি বল? তা'হলেই ও তোমার দিকে মুখ ফেরাবে—

ধূমকেতু। (করজোড়ে) রক্ষে করুন, আর আমার প্রয়োজন নেই —আমার মোহ কেটে গেছে—সুন্দর বা সুন্দরী, আমি সকলের পায়েই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম—করছি। (প্রণাম করিল)

শক্তিধর। তা'হলে তোমার স্ত্রীটিকে আমিই গ্রহণ করবো?

ধুমকেতু। দয়া করে তাইই করুন। নাগিনী খুব সেয়ানা মেয়ে—আমার মতো বোকা নয়। অবস্থা বুঝে এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে সে আপনার গলায় মালা দিতে রাজীই হচ্ছে না। আপনি রাজা, আপনার তো একটা 'রাণী' দরকার—আপনি ওকেই গ্রহণ করুন।

শক্তিধর। পরের বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি 'রাণী' করতে পারি কি? আমি ওকে প্রকাশ্যে রাণী সাজাবো কি করে?

ধুমকেতু। আপনি নির্ব্বিবাদে তা' পারেন—আমি নারায়ণ-শীলা হাতে করে ওর উপর আমার সকল দাবীই পরিত্যাগ করবো।

শক্তিধর। সুন্দরী! তুমি কি বলো? সত্যিই কি তুমি রাণী হবার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছ? আমার রূপযৌবন দেখে ভয়ানক মুগ্ধা হ'য়েছ? লজ্জা কর' না, বলো—

উল্কা। আজ্ঞে বলিছি তো—ওর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবে সংসারধর্ম্ম করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! আপনিই আমাকে—(লজ্জিতা)

শক্তিধর। বলো, বলো, "গ্রহণ করুন!" এই তো বল্‌তে চাও? কে আছিস্? একটা উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা নিয়ে আয় তো—

উল্কা। লৌহ-শলাকা!

ধুমকেতু। লৌহশলাকা দিয়ে কি হবে রাজা?

শক্তিধর। বিবাহের পূর্ব্বরাগ সৃষ্টি করবো। তোমার স্ত্রীর ওই সুন্দর চোখ দুটিকে আমি জন্মের মত নষ্ট করে দেব—

ধুমকেতু। সেকি! কেন?

উল্কা ভীতাভাবে ধুমকেতুর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল

শক্তিধর। বুঝে দেখো, যে বিবাহিতা নারী, আমার এই রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছে, তাকে যখন আমি পত্নী-রূপে গ্রহণ করবো, তখন তার

চোখ দু'টোকে বিশ্বাস করবো কি করে? এ জগতে আমিই যে একমাত্র পরম সুন্দর, তা' তো নয়—আমার চেয়েও সুন্দর এবং সুপুরুষ নিশ্চয়ই আছে! কাল যদি তাদের কাউকে দেখে ও মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে, তখন আমার উপায় কি? অতএব আমি ওকে গ্রহণ করতে পারি—কিন্তু ওর চোখ দু'টোকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না—কারণ ওরা অত্যন্ত অবিশ্বাসী! কি বলো?

উল্কা। (পদতলে পড়িয়া) দোহাই রাজা! তোমার পায় পড়ি আমাকে ক্ষমা করো। আমি রাণী হতে চাই না—আমার চোখ দু'টি নষ্ট ক'রো না।

শক্তিধর। সে কথা কি আর এখন হয়? ভেবে দেখো আমার কি দুর্ভাগ্য! কেউ আমাকে কন্যাদান করতে চায় না—নাগিনীর মত কুৎসিত মেয়েও আমাকে অপছন্দ ক'রে ব'সে আছে। আমার তো একটা বৌ চাই—অতএব তোমার মত একটী সুন্দরীকে আমি হাতে পেয়ে ছেড়ে দেব কি করে—? তোমাকে আমি নিশ্চয়ই বিবাহ করবো—তবে, ও চোখ দু'টিকে অন্ধ না করে তো পারবো না?

উল্কা। (ধুমকেতুর কাছে গিয়া সানুনয়ে) তুই একটু রাজাকে বুঝিয়ে বল্ না। আর আমি তোকে ছেড়ে কোথায়ও যাব না—তোকেই ভালবাসবো—ভক্তি করবো—তোর পায় পড়ি—রাজাকে একটু বুঝিয়ে বল্—আমার চোখ দু'টো যেন নষ্ট না হয়।

ধুমকেতু। সত্যিই কি আপনি ওর চোখ দু'টি নষ্ট করবেন নাকি?

শক্তিধর। নিশ্চয়ই। নতুবা বিবাহ করবো কি করে? ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারি—কিন্তু ওর চোখদু'টিকে তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না—ওরা যে অত্যন্ত অবিশ্বাসী! (প্রহরী লৌহশলাকা

আনিয়া দিল) এদিকে এগিয়ে এসো সুন্দরী ! শুভ বিবাহের প্রথম প্রেমসম্ভাষণটা হয়ে যাক্—

উল্কা। না, না, আমি রাণী হ'তে চাই না—আমার চোখ দু'টো অন্ধ ক'রে দিও না—ওগো মাগো ! আমার কি সর্ব্বনাশ হল গো !

ধূমকেতুকে জড়াইয়া ধরিল

ধূমকেতু। রাজা ! দূর থেকে ভেবেছি—তুমি ভয়ানক অত্যাচারী ! লোকে বলে তুমি নাকি পাষণ্ড—লম্পট ! কিন্তু আজ দেখ্‌ছি তুমি অতি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ! তোমার পায়ে ধরি আমার স্ত্রীকে ক্ষমা করো ! তুমি তো চাও অন্ধের চোখ ফোটাতে ? ওই উত্তপ্ত লৌহশলাকা দেখেই আমার স্ত্রীর চোখ ফুটেছে—তবে আর কেন ?

শক্তিধর। নাঃ ! এই দুনিয়ায় আমার দুঃখটা কেউ বুঝ্‌লো না। এমন একটা সুন্দরী স্ত্রী পেয়েও পেলাম না—নাগিনীও আমাকে চায় না—তা'হলে আমার উপায় কি ? সুন্দরী ! বুঝে দেখো—

উল্কা। না না না—আজ থেকে আমি আমার স্বামীকে ভালবাস্‌বো—ভক্তি করবো—আমাকে ক্ষমা করো রাজা !

শক্তিধর। মানুষের টুঁটিটা চেপে ধরলেই অম্‌নি সে চায় ক্ষমা—সারাটা জীবন আমি কি শুধু সবাইকে ক্ষমাই করবো ? ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা, কী আশ্চর্য্য ! আচ্ছা, তা'হলে তোমরা বিদায় হও—এখানে আর কি প্রয়োজন তোমাদের ? (উভয়ে প্রণাম করিয়া প্রস্থান) নারী-চরিত্রের একদিকে নাগিনী, আর একদিকে উল্কা ! নাগিনীকে আমি ভালবাসি আর উল্কাকে করি ঘৃণা ! কিন্তু রাজলক্ষ্মী কমলাকে আমি ভয় করি, ভক্তি করি, মাতৃজ্ঞানে পূজা করেই তৃপ্তি পাই—রাজলক্ষ্মী ! তোমার ওই সকরুণ স্নেহদৃষ্টিই আমাকে মানুষ করেছে !

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—চূড়ামণির গৃহ-প্রাঙ্গণ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—চূড়ামণিকন্যা নাগিনীর বিবাহের আয়োজন। তর্করত্ন, ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি প্রতিবেশিগণ উপস্থিত। করুণসুরে সানাই বাজিতেছিল। নানা লোকে বিবাহের দ্রব্যাদি আনিতেছিল—শালগ্রামশীলা লইয়া পুরোহিত উপস্থিত। সমাগত ভদ্রলোকদের মধ্যে তামাক ও গল্প চলিতেছিল। মাঝে মাঝে কেহবা একটা চিৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকিতেছিলেন বা কোনও জরুরী আদেশ করিতেছিলেন।

হঠাৎ ঢোল কাঁশি ও সানাই সঙ্গত করিয়া বাজিয়া উঠিল—বর আসিলেন। চূড়ামণি ও তর্করত্ন 'আসুন' 'আসুন' ইত্যাদি বাক্যে বরপক্ষীয়দের অভ্যর্থনা করিলেন। পালকী আসিয়া থামিয়াছে—তর্করত্ন বরকে অতি সন্তর্পণে পাল্কী হইতে বাহির করিলেন।

বর অতিবৃদ্ধ. জরাজীর্ণ, হাঁপের রোগী। গাত্রবস্ত্রাদি খুলিয়া বিবাহের আসনে উপবিষ্ট হইয়াই অবিশ্রান্ত কাশিতে লাগিলেন।

ন্যায়ালঙ্কার। ও তর্করত্ন! এদিকে এসে একটা কথা শোনো। (একান্তে লইয়া) বলি, বর-পাত্রটি যা জোগাড় করেছ—তাতে বিবাহের লগ্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কি উচিত? যেরূপ শ্বাসকষ্ট! তা'তে তো ভরসা হয় না?

তর্করত্ন। না, না, সেরূপ কিছু মনে করবেন না। হাঁপি-রোগী দীর্ঘজীবী! বয়স খুব বেশী নয়—আপনার চেয়ে দু' এক মাসের ছোটই হবেন।

ন্যায়ালঙ্কার। হেঁ হে হে হে—আরে বাবাজী! তাহলে দু' এক মাস পূর্ব্বে, আমাকেই বা একটি পাত্রী জোগাড় করে দাওনি কেন?

আমার গৃহিণী গতা হয়েছেন—আজ প্রায় দশ বৎসর। তোমার ওই বরপাত্রটিকে দেখে আমার মনে দুরন্ত প্রতিযোগিতার স্পৃহা জেগে উঠ্ছে! রোমাঞ্চিত হচ্ছে আমার সর্ব্ব-শরীর এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডও আলোড়িত হচ্ছে! তুমি দেখ হে বাবাজি! আমার জন্যেও একটি পাত্রী দেখো—

চূড়ামণি। (ব্যস্তভাবে কাছে আসিয়া) বলি তর্করত্ন! টাকা সম্বন্ধে বরকর্ত্তা যে কোনো কথাই বল্‌ছেন না। আগাম-টাকা না-পেলে আমি কিন্তু কন্যা সভাস্থই করবো না।

ন্যায়ালঙ্কার। টাকা কিসের?

চূড়ামণি। তর্করত্ন বলেছে—ওরা আমাকে নগদ দু'শো টাকা দেবে!

ন্যায়ালঙ্কার। তা'হলে এটা হচ্ছে, তোমার কন্যা-বিক্রয়, কন্যা-সম্প্রদান নয়? ও তর্করত্ন! ব্যাপার কি?

তর্করত্ন। পুত্র ক্রয় করাই বলুন আর কন্যা-বিক্রয় করাই বলুন—বিবাহ জিনিষটাই হচ্ছে মোটের উপর দোকানদারী! ওহে চূড়ামণি! বরকর্ত্তাকে একবার এদিকে ডাকো না। শুনি তিনি কি বল্‌তে চান?

চূড়ামণি। ও মশাই! এদিকে একবার আসুন।

জনৈক অল্পবয়স্ক যুবক নিকটে আসিল

যুবক। কি বল্‌ছেন?

ন্যায়ালঙ্কার। ইনিই নাকি বরকর্ত্তা? আচ্ছা বাপধন! বরপাত্রটি তোমার কে হে?

যুবক। আমার ঠাকুর্দ্দা।

ন্যায়ালঙ্কার। বলি তোমার বিবাহ হয়েছে?

যুবক। আজ্ঞে না।

ন্যায়ালঙ্কার। তুমি তো ভারি ওস্তাদ্ হে! মাছ ধরতে চাও, কিন্তু জলে নাবুতে চাও না? হেঁ হে হে হে—

জনৈক প্রৌঢ়। (নিকটে আসিয়া) এই নিন্ [illegible] [illegible] এই একশো টাকা দিচ্ছেন—বাকি একশো বিবাহের পর দেবেন।

যুবক। (বিরক্ত ভাবে) ঠাকুরদার আর দেরি সইছে না বুঝি?

ন্যায়ালঙ্কার। দেরি-করা তো খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয় বাপধন! রাত্রিকাল। বরযাত্রী হয়ে সঙ্গে এসেছ। যেরূপ শ্বাসকষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি—তা'তে অন্য কোনো দিকে যাত্রা করলেও তো সঙ্গে না যেয়ে পারবে না?

প্রৌঢ়। চূড়ামণি মশাই! তাহলে শুভলগ্নেই কন্যাসম্প্রদানটা হোক্। বাকি টাকার জন্যে আপনার কোনো ভাবনা নেই। জামাতাটি যা পাবেন—একেবারেই কাম-ধেনু! দোহন করলেই কিছু-না-কিছু বেরিয়ে আসবে—উপস্থিত আর চাপ দেবেন না—এই নাতিটিই আপনার অসুবিধা ঘটাবে।

চূড়ামণি। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনারা বসুন। আমি আমার কন্যাকে নিয়ে আসি।

প্রস্থান।

জনৈক বৃদ্ধ বরযাত্রী। (নিকটে আসিয়া) ওহে সেই চ্যবনপ্রাশের কৌটাটা কোথায়? শীগ্‌গীর দিয়ে এসো, তোমার ঠাকুরদা চাচ্ছেন।

যুবক। (বিরক্ত ভাবে) যাও যাচ্ছি—

ন্যায়ালঙ্কার। আরে উষ্ণ হও কেন? যাও, যাও, বিলম্ব ক'রো না। হ্যাঁ একটা কথা বলি শোনো—কিছু মকরধ্বজও সঙ্গে এনেছ

তো? তাই একটু একটু দিও, বুঝলে? হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দিকেও একটু দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বলা যায় না—হেঁ হে হে—

যুবক। পাগলের মতো যা' তা কি বল্‌ছেন আপনি?

ন্যায়ালঙ্কার। অতো চটো কেন হে? তোমার মনের কথাটা তো ধরতে না বুঝতে পেরেছি, তা' নয়? কিন্তু সে গুড়ে বালি! নাগিনী মেয়েটি একটু পুরুষভাবাপন্ন—তোমার চেয়েও বেশী ঝোকালো।

নাগিনীকে ধরিয়া টানিতে টানিতে চূড়ামণির প্রবেশ

নাগিনী। ছেড়ে দাও বাবা! আমাকে ছেড়ে দাও বলছি—আমি কিছুতেই যাবো না ওখানে। আমাকে যদি মেরে ফেলো—তবুও না।

চূড়ামণি। তবে রে পাজি মেয়ে! তোকে আজ মেরেই ফেল্‌বো। (প্রহারোদ্যত)

ন্যায়ালঙ্কার। আহা-হা, কি করো চূড়ামণি!

তর্করত্ন। আপনি জানেন না ন্যায়ালঙ্কার মশাই! মেয়েটা অত্যন্ত দুর্বিনীতা! পাদুকা-প্রহারই ওর উপযুক্ত ব্যবস্থা। আজ দু'দিন আমি আর চূড়ামণি ওকে কি কম বুঝিয়েছি? একথা ওকে স্পষ্টই বলেছি যে—এই ভাবে বেশীদিন অবিবাহিত থাক্‌লে—সেই পাষণ্ড ষণ্ডামার্ক বেটা তোকে জোর করেই বিবাহ করবে—তোর বাবার জাতিপাত ঘটবে।—তা ও কিছুতেই বুঝ্‌বে না! অমন মেয়ের মুখ দেখ্‌লেও মহাপাপ!

নাগিনী। রাজা শক্তিধর পাষণ্ড নয়—পাষণ্ড তোমরা। তিনি একটা দুর্বল স্ত্রীলোকের উপর তত অত্যাচার করতে কখ্‌খনো পারেন

না, যত তোমরা পারো। আমি সেই একদিনের ব্যবহারেই বুঝতে পেরেছি—সত্যিই তিনি দেবতা, তাঁর প্রাণ আছে। তোমরা প্রাণহীন পশুর চেয়েও অধম।

[illegible]। শুনেছেন ন্যায়ালঙ্কার মশাই? শুনেছেন মেয়েটার কথার শ্রীছাঁদ? আসল কথা হচ্ছে তাই—মনে নেই—যা বলিছি আপনাকে? (ইসারায় বুঝাইলেন)

চূড়ামণি। খড়ম দিয়ে তোর মুখ ভেঙে দেব! এই সভার মধ্যে এসে মুখ তুলে কথা বল্‌তে লজ্জা করে না তোর? হতচ্ছাড়া জাতনাশা মেয়ে! (প্রহারোদ্যত)

বরপক্ষীয় তিনজন লোক আসিয়া চূড়ামণিকে ধরিল

১ম ব্যক্তি। বলি ব্যাপারটা কি? আমাদের একটু বুঝিয়েই বলুন না—কি হয়েছে?

ন্যায়ালঙ্কার। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন মশাই! মেয়েটির উপর প্রেত-যোনির কিছু কোপন-দৃষ্টি আছে—

চূড়ামণি। আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি ওকে খড়ম-পেটা করেই ভূত-প্রেত ছাড়িয়ে দিচ্ছি। ওঠ শীগ্‌গীর বল্‌ছি—নইলে মেরে ফেল্‌বো কিন্তু!

নাগিনী। তাই করো বাবা, আমাকে মেরেই ফেলো—তবু আমি কিছুতেই এখান থেকে উঠ্‌বো না, কিছুতেই না।

চূড়ামণি। তবে রে নচ্ছার মেয়ে—(প্রহারোদ্যত)

কয়েকজন অনুচরসহ শক্তিধরের প্রবেশ

শক্তিধর। বাঃ বাঃ বাঃ চমৎকার!

সকলেই সন্ত্রস্ত। চূড়ামণি ভীতভাবে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন

শক্তিধর। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

ন্যায়ালঙ্কার। ব্রাহ্মণায় নমঃ।

শক্তিধর। আপনারই নাম শ্রীনীলমণি ন্যায়ালঙ্কার? আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ বলেই স্বীকার করছেন তা'হলে?

ন্যায়ালঙ্কার। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শক্তিধর। আপনিই কি আমাকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাঠিয়েছেন?

ন্যায়ালঙ্কার। কি করি বলুন—এই সমস্ত দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করবার আর কোনো উপায়ই নেই যে—

শক্তিধর। আপনাকে ধন্যবাদ। বর পাত্রটি কই? ওই বুঝি? বাঃ বেশ সুপুরুষ তো—

ন্যায়ালঙ্কার। আজ্ঞে হ্যাঁ বেশ সুপুরুষ!

শক্তিধর। বর-কর্ত্তা কৈ?

ন্যায়ালঙ্কার। ওই যে 'উনিই বর-কর্ত্তা! এগিয়ে এসো, বাপধন এদিকে এগিয়ে এসো—বরকর্ত্তাটি হচ্ছেন বরের পৌত্র!

শক্তিধর। তাই নাকি? বাঃ বেশ বুদ্ধিমান ছেলে তো—

ন্যায়ালঙ্কার। আজ্ঞে—বেশ বুদ্ধিমান!

শক্তিধর। (সহচরদের আদেশ করিলেন) দু'জন এদিকে আয়—এই বর-পাত্রটিকে নিয়ে যা চিকিৎসাগারে-রাজবৈদ্যকে বল্‌বি, চিকিৎসার যেন খুব সুব্যবস্থা করা হয়। নিয়ে যা—(দু'জন বরকে লইয়া গেল)

আর দু'জন আয়—এই চুড়ামণিকে নিয়ে যা পিঁজরায়। বাঘ ভালুকের পাশেই, এর একটা আস্তানা নির্দিষ্ট করে দিবি—কিছুদিন সেখানেই থাকবেন ইনি। নিয়ে যা—

দুইজন চুড়ামণিকে লইয়া গেল

তারপর একজন আমার চাবুকটা নিয়ে আয়।

একজন চাবুক আনিতে গেল

তর্করত্ন। ও ন্যায়ালঙ্কার মশাই! আপনারই এই কাজ? বলি, আমাকেও চাবুক মারবে নাকি?

ন্যায়ালঙ্কার। আমাকেও বাদ দেবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। একটু বলা-কওয়া করো তর্করত্ন! আমি তো দুর্গানাম জপ করছি—

তর্করত্ন। (শক্তিধরের সম্মুখীন হইয়া)—ভবান্, ভগবাঞ্চৈব গতঃ ভেদপরম্পরঃ!

শক্তিধর। শীগ্‌গীর আমার চাবুক নিয়ে আয়—(তর্করত্ন সভয়ে পিছাইলেন।) নাগিনী! বলো তোমার কি ইচ্ছা? আমি তোমাকে আজও বিবাহ করতে প্রস্তুত আছি।

নাগিনী। (করজোড়ে) দেবতা! আমাকে ক্ষমা করো। আমি চিরদিনই তোমাকে মনে-মনে পূজা করবো—তবু তোমার গলায় মাল্যদান করতে পারবো না। আমাকে পদধূলি দাও—(প্রণাম করিল)

অনুচর চাবুক আনিয়া দিল

শক্তিধর চাবুক আস্ফালন করিতে লাগিলেন—নাগিনী সেই চাবুক ধরিয়া ফেলিল

শক্তিধর। ছেড়ে দাও নাগিনী—

নাগিনী। না। আমার অনুরোধ—তুমি এদের ক্ষমা করো।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পর্বতোপরি দেবমন্দির সংলগ্ন উদ্যান

কাল—পূর্বাহ্ন

দৃশ্য—রাজা রত্নেশ্বর চিন্তিতভাবে প্রবেশ করিলেন।

রত্নেশ্বর। মুক্তিকাম! মুক্তিকাম!

মুক্তিকামের প্রবেশ

কি ঠিক করলে?

মুক্তিকাম। কি আর করবো বলুন—? বজ্রবাহু কেন যে এত নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট তা' ঠিক বুঝতে পারছি না।

রত্নেশ্বর। বজ্রবাহুও আসছে। আজ তোমাদের দু'জনের কাছেই আমি জানতে চাই—তোমরা কি রক্তমাংসের মানুষ না আর-কিছু!

মুক্তিকাম। সত্যিই কি শক্তিধর কুমার শঙ্খনাদকে হত্যা করেছে?

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ করেছে।

মুক্তিকাম। কী পৈশাচিক প্রবৃত্তি! কিন্তু কমলা কি এখনো জীবিত আছে?

বজ্রবাহুর প্রবেশ

বজ্রবাহু। হ্যাঁ আছে। শক্তিধরের কাছে আত্মসমর্পণ করে পরম শান্তিতে কালাতিপাত করছে—

রত্নেশ্বর। ছিঃ! বজ্রবাহু!

বজ্রবাহু। সত্য গোপন করে তো কোনো লাভ নেই পিতা!

মুক্তিকাম। বজ্রবাহু, তুমি মিথ্যাবাদী।

বজ্রবাহু। তুমি তো চিরদিনই আমাকে মিথ্যাবাদী ব'লে জানো! যেদিন শক্তিধরকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্যে আমি তোমাকে পায়ে ধরে সেধেছি—সেদিনও তুমি আমার উদ্দেশ্যকে সন্দেহ করেছ। মুখের উপর বলেছ—আমি সিংহাসনের জন্য লালায়িত। আজ কুমার শঙ্খনাদ নিহত—রাজলক্ষ্মী কমলা কুলধর্ম্ম-ত্যাগিনী—পাষণ্ড শক্তিধরের অঙ্কশায়িনী।

মুক্তিকাম। সাবধান বজ্রবাহু, রসনা সংযত করো। আমি আবার বলছি—তুমি—মিথ্যাবাদী! তোমার কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করি না।

বজ্রবাহু। বিশ্বাস করবার তো কোনো প্রয়োজন নেই? আমার উদ্দেশ্যই যখন অসৎ—তখন আমার কাছে কোনো প্রার্থনাই বা কেন করো? তোমার চির-বিশ্বাসিনী প্রিয়তমা পত্নী আজ ব্যাভিচারিণী—তাতে আমার কি?

মুক্তিকাম। বজ্রবাহু তুমি ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো!

বজ্রবাহু। কি করবে তুমি আমার? তোমার ওই রক্তচক্ষুকে আমি আর ভয় করি না।

রত্নেশ্বর। আঃ কি করছো বজ্রবাহু! চুপ্ করো—অভাগিনী কমলার জন্যে কি তুমিও লজ্জিত নও?

বজ্রবাহু। কিন্তু অপরাধী কে? শঙ্খনাদের মৃত্যু আর কমলার এই অপকলঙ্কের জন্যে দায়িত্ব কার? মুক্তিকাম যে পরম ধার্ম্মিক! আজও সে তার প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চায়। আজও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে চায় না। তার ইচ্ছা—এই

বজ্রবাহুই সিংহাসনটা উদ্ধার করুক, আর সে রাজা হ'য়ে বসুক সেখানে। এ নির্লজ্জ বক-ধার্ম্মিকতা অসহ্য!

মুক্তিকাম। বজ্রবাহু! এ মন্দির আমার। তুমি এখুনি, এই মুহূর্ত্তে, এখান থেকে চলে যাও—আমি তোমার কোনো সাহায্য প্রার্থনাও করি না, বা তোমার মুখদর্শন করতেও চাই না।

রত্নেশ্বর। ছি ছি ছি—কুমার শঙ্খনাদ আজ নিহত, রাজলক্ষ্মী কমলা আজ বন্দিনী, আর তোমরা দু'জনে ব্যক্তিগত মর্য্যাদাবোধের দিকে চেয়ে আত্মকলহেই উন্মত্ত! এ কী নির্লজ্জতা তোমাদের?

মুক্তিকাম। না পিতা! বজ্রবাহু আমার উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্বন্ধে যে বক্রোক্তি করেছে এবং কমলার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লক্ষ্য ক'রে যে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে, তা' প্রত্যাহার না করলে—আমি তার মুখদর্শন করবো না।

বজ্র। যা' সত্য, যা' প্রত্যক্ষ, তা' আমি কিছুতেই অস্বীকার করবো না। আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য সত্যের মহিমা প্রচার করছে—মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসেও সত্যের অনুভূতি বিদ্যমান রয়েছে—সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম—

মুক্তিকাম। চুপ্ কর ভণ্ড মিথ্যাবাদী! পিতা আপনিও কি—

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ বৎস! আমিও জানি—বজ্রবাহুর উক্তি সত্য।

মুক্তিকাম। কি সত্য? আপনিও কি বল্‌তে চান্ কমলা শক্তিধরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে?

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ। কমলা আমার এই উঁচু মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে—

মুক্তিকাম। পথের লোকে একটা মিথ্যা অপবাদ প্রচার করতে

পারে। কি আপনিও কি আপনার কন্যাকে চেনেন না? সে আত্মহত্যা করতে পারে—তবু আত্ম-সমর্পণ করতে পারে না—।

রত্নেশ্বর। না, আত্মহত্যা করেনি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি—সেই দুশ্চরিত্রা কুলত্যাগিনী বেশ প্রফুল্লচিত্তেই শক্তিধরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্খনাদের শোকে, তার বদনমণ্ডলে এতটুকুও বিষাদের ছায়া পড়েনি। উঃ মুক্তিকাম, সে কথা ভাবলেও আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, আমি সহ্য করতে পারি না। উগ্রসেন আমার হাত দু'খানা শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছিল—নতুবা—আমিই তাকে—

মুক্তিকাম। আপনার কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে? কি বল্‌ছেন আপনি? সে যে এখন শক্তিধরের প্রাসাদে বন্দিনী—আপনি তাকে দেখ্‌লেন কোথায়?

রত্নেশ্বর। সে কথাটাও বল্‌ছি শোনো—এই বজ্রবাহুর মুখে কমলার চরিত্র সম্বন্ধে অতি কুৎসিত ইঙ্গিত শুনে, আমিও হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে উন্মত্তের মতো রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—দ্বাররক্ষী আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগ্‌লো। তার পর সেই হতভাগিনীর অনুরোধেই শক্তিধর আমাকে শৃঙ্খলিতভাবে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছিল।

মুক্তিকাম। কমলার সঙ্গে আপনার কোনো কথা হয়েছিল?

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ হয়েছিল। আমি তাকে শঙ্খনাদের মৃত্যু ও তার নিজের চরিত্র-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। লজ্জায় সে মাথা উঁচু ক'রে আমার দিকে চাইতেও পারে নি। আমি তীব্র ভৎ'সনা করেছিলাম—শৃঙ্খলিত হাতেই প্রহার করতে উদ্যত হয়েছিলাম—তার ফলে দেখেছিলাম—তার চোখে দু' ফোঁটা জল!

বজ্রবাহু। স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করা যায় না, মুক্তিকাম! তাই আমি চিরকুমার!

মুক্তিকাম। তুমি একটা ঘৃণিত পশু—

রত্নেশ্বর। আঃ তোমরা এখনো বিবাদ করবে?

মুক্তিকাম। আপনার কথাই যদি সত্য হয় পিতা! তা'হলে বুঝ্‌লাম—এ জগতে বিশ্বাস ব'লে কোনো বস্তুই নেই। পাতিব্রত্য একটা আকাশ-কুসুম! সংসার-ধর্ম্ম একটা প্রহসন। বজ্রবাহুকে আমি চিরদিনই অবিশ্বাস করি। আজ যদি তার সহোদরা ভগ্নীকেও অবিশ্বাস করতে হয়—তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই! আমি শুধু ভাব্‌ছি—কাল কি সূর্য্যোদয় হবে? বজ্রবাহু! হবে?

রত্নেশ্বর। মুক্তিকাম! কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করো—বিপদে ধৈর্য্য হারিও না!

মুক্তিকাম। কিসের কর্ত্তব্য? কে বিপন্ন? কমলা যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে থাকে—তারই পুত্রহন্তার কাছে—তা'হলে তো আজ এই মুক্তিকামের মুক্তি! কিন্তু আমি শঙ্খনাদকে ভুল্‌তে পারবো না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আমার পুত্রহন্তাকে শাস্তি দেবো—এমন শাস্তি দেবো, যা' দেখে জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে!

শ্রীরাধার বিগ্রহ লইয়া জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। অভিবাদন করি রাজা মুক্তিকাম! এই নিন্ আপনার শ্রীরাধা-বিগ্রহ! রাজা শক্তিধর রাজলক্ষ্মী কমলা দেবীকে পেয়েছেন। এবং তার বিনিময়ে এই শ্রীরাধা-বিগ্রহটি আপনার জন্যেই পাঠিয়েছেন!

মুক্তিকাম বিগ্রহটিকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিগ্রহটিকে রাধারমণের পার্শ্বে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। সাশ্রুনয়নে বাহিরে আসিলেন। নিমীলিত নেত্রে কিছুক্ষণ মন্দির-সোপানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দূতের প্রস্থান।

রত্নেশ্বর। মুক্তিকাম!

মুক্তিকাম। আঃ তোমরা বেরিয়ে যাও—এখান থেকে! কে তোমাদের সাহায্য চায়? সাহায্য, সাহায্য! না, না, আমি কারো সাহায্য চাইনা। বিশ্বাসঘাতকের দল বেরিয়ে যাও—রাধারমণ! রাধারমণ! আমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমার বিনিময়ে ওই শ্রীরাধাকে এনে দিইছি—আর কি চাও আমার কাছে? থাকো, থাকো, ওই যুগলমূর্ত্তি যুগযুগান্তকাল এখানেই প্রতিষ্ঠিত থাকো। কিন্তু রাধারমণ! তোমার শ্রীরাধাকে বিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করো না—

উন্মত্তের মত প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাজপ্রাসাদের কক্ষ

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—সুনন্দাকে খুঁজিবার উদ্দেশ্যে শঙ্খনাদের প্রবেশ

শঙ্খনাদ। সুনন্দা! সুনন্দা! এই যে এই মাত্র এখানে দেখলাম —কোথায় গেল?

হাসিতে হাসিতে সুনন্দার প্রবেশ

সুনন্দা। কেন ডাকৃছ রাজকুমার? তোমাকে আস্‌তে দেখেই আমি একটু লুকিয়েছিলাম। দেখ্‌ছিলাম খুঁজে পাও কিনা।

শঙ্খনাদ। হুঁ, তুমি শিখ্ছো? সুনন্দা! আমাকে একটা কথা সত্যি বল্‌বে?

সুনন্দা। কি?

শঙ্খনাদ। আমার সম্বন্ধে, তোমার বাবা তখন তোমাকে কি বল্‌ছিলেন?

সুনন্দা। বল্‌ছিলেন—তুই রাজকুমারের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিস্‌নে।

শঙ্খনাদ। কেন?

সুনন্দা। তুমি যে রাজকুমার!

শঙ্খনাদ। তুমিও তো রাজকুমারী।

সুনন্দা। না রাজকুমার, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার বাবা একজন পথের ভিখারী। এ রাজ্য নাকি তোমাদের। আস্‌ছে পূর্ণিমা-তিথিতেই তোমরা আমাদের তাড়িয়ে দেবে এ বাড়ি থেকে।

শঙ্খনাদ। কে বল্‌লে?

সুনন্দা। বাবা।

শঙ্খনাদ। না সুনন্দা! তোমাকে কেউ তাড়িয়ে দেবেনা। তুমি চিরদিনই থাক্‌বে আমাদের কাছে।

সুনন্দা। বাঃ তা কি হতে পারে? আমার বাবা চলে গেলে—আমি কি করে থাক্‌বো?

শঙ্খনাদ। কেন, আমাদের কাছেই থাক্‌বে—আমি তোমাকে কত ভালবাস্‌বো।

সুনন্দা। ছি রাজকুমার, ওকথা মুখে এনোনা। আমি আমার বাবাকে ছেড়ে কোথায়ও থাক্‌তে পারবো না—আমার বাবার আর কে আছে?

শঙ্খনাদ। আমার জন্যে তোমার মন কেমন করবেনা, সুনন্দা? (হাত ধরিল)

সুনন্দা। না। তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও—বাবা দেখ্‌লে আবার বক্‌বে আমাকে—

হাত ছাড়াইয়া যাইতে উদ্যত—

শঙ্খনাদ। সুনন্দা, যেয়োনা, একটা কথা শোনো—

সুনন্দা। কি, বলো—

শঙ্খনাদ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই—

সুনন্দা। বাবা বলেছে—তা হতে পারে না। তুমি নাকি আমার বড়ো ভাই। ভাই-বোনে কি বিয়ে হয় রাজকুমার? ছিঃ ওকথা বলো না।

শঙ্খনাদ। সুনন্দা! (আবার হাত ধরিল)

সুনন্দা। আঃ, আবার আমার হাত ধরলে কেন? রাজকুমার! তুমি কেবল আমাকে কাঁদাতেই ভালোবাসো।

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ ঢাকিয়া কাদিতে লাগিল

শক্তিধরের প্রবেশ

শক্তিধর। ওকি তুই কাঁদছিস্ কেন সুনন্দা?

সুনন্দা। (কাঁদিয়া) আমি বল্‌ছি যে ভাই-বোনে বিয়ে হয়না, তবু রাজকুমার আমাকে বিয়ে করতে চায়।

শক্তিধর। (হাসিয়া) তাই নাকি? তা'হলে তো ভারি বিপদ! আচ্ছা শঙ্খনাদ! তুমি কি জানো—এই সুনন্দা কে? তার বাবার

তোমার বংশপরিচয় নেই। আমি যে কোন বর্ণ, কোন্ গোত্র তা' কেউ—জানে না। তুমি যে পরমধার্ম্মিক রাজা মুক্তিকামের পুত্র—এ কথাটা ভুলে যেওনা।

কমলার প্রবেশ

কমলা। কি হয়েছে?

শক্তিধর। শঙ্খনাদ সুনন্দাকে বিয়ে করতে চেয়েছে—তাই সে কাঁদছে!

কমলা। তাই নাকি? (হাসিলেন) বেশতো! সে জন্যে তুমি কাঁদছ কেন সুনন্দা? শঙ্খনাদ যখন রাজা হবে—তুমি তো হবে এ রাজ্যের রাণী!

সুনন্দা। হ্যাঁ হব বৈকি—ভাই-বোনে বুঝি বিয়ে হয়—? আমি শুনেছি—তোমরা আমার বাবাকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে—বাবাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাক্‌বো না এখানে—তা' ব'লে রাখছি—

প্রস্থান।

অন্যদিকে লজ্জিতভাবে শঙ্খনাদের প্রস্থান।

কমলা। কত সরল, কত সুন্দর, কত মধুর এদের অন্তর-বৃত্তি! শক্তিধর! এদের বিবাহ দিতেই হবে।

শক্তিধর। সে কথা এখন থাক্ রাজলক্ষ্মী! আমি বজ্রবাহুর কাছে লোক পাঠিয়েছি—সে এখুনি আস্‌বে। তার দুরভিসন্ধির কথা, আজ তোমাকে আদ্যোপান্ত শুনাবো বলেই গোপন-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি এই কক্ষে।

কমলা। সে কি এখানে আস্‌বে?

শক্তিধর। নিশ্চয়ই আস্‌বে। সেতু-নির্ম্মাণ আর সৈন্যরক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যে আমি তাকে অনেক অর্থ সাহায্য করেছি—নিজেও একাধিকবার তার শিবিরে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করিছি—আজ তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে আমার উপরে।

কমলা। সে যে এত হীন, এত নীচ—একথা আমি ভাব্‌তেও পারিনা শক্তিধর!

শক্তিধর। সে কথা তো বহুবার শুনেছি দেবি! আর কেন? আর তো বেশী সময় অপেক্ষা করতে হবেনা? একটু আঁড়ালে দাঁড়ালেই আজ বুঝ্‌তে পারবে বজ্রবাহুর স্বরূপ কি? স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে মানুষের পৈশাচিক প্রবৃত্তি যে কত প্রবল হ'তে পারে, তার জলন্ত প্রমাণ, আজ তোমাকে আমি দেখিয়ে দেবো।

কমলা। আমি ভাব্‌তেও পারিনা, শক্তিধর আমি ভাব্‌তেও পারিনা। এও কি সম্ভব হতে পারে? সে যে আমার সহোদর ভাই!

শক্তিধর। সহোদর ভাই—রক্তের সম্বন্ধ! দেবি! আমি স্বচক্ষে দেখিছি—মানুষের ডান হাতখানা তার বাঁ হাতকে পিষে মারছে—নিজের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করছে। মানুষের দন্তপাঁতি প্রতি মুহূর্ত্তেই তার জিহ্বাকে দংশন করতে চায়—তবু যে সেই জিহ্বা অক্ষত শরীরে বেঁচে থাকে, সে শুধু নিজের সতর্কতার জন্যেই—দন্তের অনুগ্রহে নয়, দেবি! দন্তের অনুগ্রহে নয়।

কমলা। চুপ করো শক্তিধর! ওসব কথা ভাবলে—হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে আসে! সংসারকে শ্মশান বলেই মনে হয়—

শক্তিধর। বন্দী করেই হোক, বা হত্যা করেই হোক্—বজ্রবাহুকে আমি এতদিন শাস্তি দিতে পার্‌তাম্। কিন্তু তা দিইনি। সে কাজ

করলে—আমিই হতাম—ঘোর অবিশ্বাসী! বজ্রবাহু যে তোমার ভাই—তোমার রক্তের সম্বন্ধ! আমি তো তোমার কেউ নই মা   আমি একটা পিতৃমাতৃহীন পথের ভিখারী!

উগ্রসেনের প্রবেশ

উগ্রসেন। বজ্রবাহু এসেছে।

শক্তিধর। এসেছে? যাও সঙ্গে করে নিয়ে এসো। এখানে তাকে পৌঁছে দিয়েই চলে যেও। কিন্তু প্রস্তুত থেকো, যেন পালাতে না পারে—আজই তাকে বন্দী করা চাই। যাও রাজলক্ষ্মী! আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও—দেখো যেন শঙ্খনাদ এখানে না আসে।

একদিকে উগ্রসেন ও অন্যদিকে কমলার প্রস্থান।

শক্তিধর চিন্তিতভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন

ধীরে ধীরে বজ্রবাহুর প্রবেশ

শক্তিধর। এসো বন্ধু! সংবাদ শুভ তো?

বজ্রবাহু। হ্যাঁ শুভ। মুক্তিকাম উন্মাদের মতো ছুটে বেরিয়েছে। সে নিজেই তার পুত্রহন্তাকে শাস্তি দেবে, আমাদের কোনো সাহায্যই গ্রহণ করবে না।

শক্তিধর। তারপর?

বজ্রবাহু। তারপর আর কি? এখন নূতন করে সৈন্যসংগ্রহ করা, তার পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব। কতকগুলো মূর্খ প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে বটে—কিন্তু তার সৈন্যগণ নদীপার হবে কি উপায়ে? সেতু যে আমার!

শক্তিধর। তাহলে এখন মুক্তিকামকে হত্যা করতে পারলেই তো সব অসুবিধা দূর হয়, কি বলো ?

বজ্রবাহু। সে কথা তো আমি তোমাকে বহুবার বলেছি। তুমি যদি বলো—আমি তাকে আজই শেষ করে দিতে পারি। সে এখন একেবারেই নিঃসহায় !

শক্তিধর। না বজ্রবাহু, আমি তাকে বন্দী করে এখানেই আনতে চাই। আমি নিজেই তাকে হত্যা করতে চাই, অতি নৃশংস ভাবে।

বজ্রবাহু। তোমার সে ইচ্ছা জানি বলেই তো, এখনো তাকে জীবিত রেখেছি। আচ্ছা, কমলা কি তোমার বশ্যতা স্বীকার করেছে—

শক্তিধর। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করেছে—বুঝতেই তো পারো বন্ধু ! আর কতদিন পারে—স্ত্রীলোক তো ?

বজ্রবাহু। (হাসিয়া) শক্তিধর ! এই কারণেই আমি স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করি—শুধু এই কারণেই আমি চিরকুমার !

ক্রোধে ও ক্ষোভে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কমলার প্রবেশ

কমলা। তুমি চিরকুমার ? শয়তান ! তুমি অতি দুর্গন্ধময় চির-নরক ! তুমি অতি ঘৃণিত নরপিশাচ ! শক্তিধর ! তোমার মাতৃ-আদেশ —এখুনি বধ করো—ওই নর-পিশাচকে এখুনি বধ করো—

বজ্রবাহু। এ কি শক্তিধর ?

শক্তিধর। এই তো সংসার বন্ধু ! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ! আপাততঃ তুমি আমার বন্দী !

বজ্রবাহু। বিশ্বাসঘাতক !

শক্তিধর। বিশ্বাস? হা হা হা হা—বন্ধু! আমি—বিশ্বাসঘাতক —হা হা হা—

বজ্রবাহু। প্রস্থানের পথ পরিষ্কার না দেখ্‌লে, আমি শত্রুগৃহে প্রবেশ করতাম না শক্তিধর! এই রাজপ্রাসাদ তো আমার অপরিচিত নয়? অন্তঃপুরের পেছনের পাঁচীল টপ্‌কে আমি পালাবো, সেখানে আমার দ্রুতগামী অশ্ব বাঁধা আছে—পারো তো আমার গতিরোধ করো—

শক্তিধরের চোখের উপর গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া প্রস্থান।

শক্তিধর। উগ্রসেন! উগ্রসেন!

উগ্রসেনের প্রবেশ

অন্তঃপুরের পথে পালিয়েছে! পাঁচীল টপ্‌কাবে! সেখানে নাকি তার অশ্ব বাঁধা আছে—শীঘ্র যাও—বন্দী করা চাই—নতুবা সব ব্যর্থ, সব ব্যর্থ!

উগ্রসেনের প্রস্থান।

কমলা। শক্তিধর! আর কোনো প্রমাণ চাই না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—রাজা মুক্তিকামের জীবন আজ বিপন্ন! তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁকে খুঁজে আনো, আমি অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই—

শক্তিধর কোনো উত্তর না দিয়া চিন্তিত ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন

[illegible]! আমার কথাগুলো কি শুন্‌তে পাওনি?

শক্তিধর। না, হ্যাঁ, কি, কি, কি বল্‌ছো তুমি?

কমলা। আমি বলছি রাজা মুক্তিকামকে অবিলম্বে খুঁজে আনো —তার জীবন আজ বিপন্ন! বজ্রবাহু তাকে হত্যা করতে পারে—

শক্তিধর। একটু অপেক্ষা কর, সে কথা শুনছি—(অস্থির ও চিন্তিত)

উগ্রসেনের প্রবেশ

উগ্রসেন। অশ্ব ছুটিয়ে বহুদূরে চলে গেছে, তার গতি-রোধ করা এখন সম্পূর্ণ-ই অসম্ভব!

শক্তিধর। তা'হলে শীঘ্র যাও—সৈন্যদের আদেশ দাও—অবিলম্বে সেই সেতুটা অধিকার করতে। বজ্রবাহু যেন সেতুর উপর দিয়ে সৈন্য-চালনা করতে না পারে। যাও—শীঘ্র যাও—

উগ্রসেনের প্রস্থান।

কমলা। শক্তিধর! তা'হলে তোমার মনেও কোনো দুরভিসন্ধি আছে নাকি? আজ আমি যেন আর তোমাকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে—

শক্তিধর। কেন মা?

কমলা। কেন তুমি এখনো রাজা মুক্তিকামের সন্ধানে লোক পাঠাচ্ছ না? বজ্রবাহু যে তাঁকে হত্যা করবে?

শক্তিধর। না, তা' করবে না। পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রবাহুর মৎলব বদ্‌লে গেছে! এখন তার কার্য্যই হবে মুক্তিকামকে জীবিত রাখা, আর তার সঙ্গে সদ্ভাব-স্থাপন করা। নতুবা তার আর কোনো উপায় নেই—মা!

কমলা। তোমার কোনো কথাও যেন আমি আজ আর বিশ্বাস করতে পারছি না—মনে হচ্ছে—তোমরা সবাই বিশ্বাসঘাতক!

শক্তিধর। বিশ্বাস করো মা, সন্তানকে বিশ্বাস করো। মুক্তিকামের জীবন আজ বিপন্ন নয়! বিপন্ন তোমার এই সন্তানের জীবন! মুক্তিকাম আর বজ্রবাহুর মধ্যে আমি এতদিন যে ভেদনীতি চালিয়ে এসেছি—তা' আজ একেবারেই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। এখন তারা মিলিত হবে—সেই মিলিত শক্তির সঙ্গে যোগদান করবেন—রাজা রত্নেশ্বর! যুদ্ধ অনিবার্য্য, আমার মৃত্যুও হয়ত অনিবার্য্য!

কমলা। শঙ্খনাদকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও—

শক্তিধর। না। তা'হলে শঙ্খনাদকে হত্যা করবে বজ্রবাহু! শঙ্খনাদ যে বেঁচে আছে একথা সে প্রমাণ করতেই দেবে না, দিতে পারে না।

কমলা। তা'হলে উপায়?

শক্তিধর। আমার মৃত্যু হয় হোক্—কিন্তু রাজলক্ষ্মী, আমি ভাবছি, তোমার সততা ও পবিত্রতা প্রমাণের একমাত্র সাক্ষী শঙ্খনাদ! তাকে খুব সাবধানে রেখো—নইলে তুমিও বিপন্ন হবে—মুক্তিকাম তোমাকেও অবিশ্বাস করবে—

সুনন্দার স্কন্ধে দেহভার অর্পণ করিয়া রক্তাক্ত দেহে
শঙ্খনাদের প্রবেশ

কমলা। একি শঙ্খনাদ! তোর এ দশা কে করলে?

শঙ্খনাদ। অন্তঃপুর দিয়ে বজ্রমামাকে ছুটে যেতে দেখে, আমি তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ সে আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে—আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না মা! তবু আমি আত্মরক্ষা করেছি—কিন্তু এর অর্থ কি মা?

শক্তিধর। বুঝেছ রাজলক্ষ্মী বজ্রবাহুর বর্ত্তমান উদ্দেশ্য ?

শঙ্খনাদ। উঃ, রক্তস্রাবে শরীর বড় অবসন্ন বোধ হচ্ছে। মা! আমি তোর কোলে মাথাটা রেখে একটু বিশ্রাম করি।

কমলা তাকে কোলে লইলেন

শঙ্খনাদ। এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা মা ? আমি তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়েই বজ্রমামার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে তবু কেন আমাকে এমন আঘাত করলো ? কিছুই যে বুঝতে পারছি নে!

কমলা। (কাঁদিয়া) শঙ্খনাদ! তোর বজ্রমামা মানুষ নয়, পশু, অতি ঘৃণিত পশু!

শক্তিধর। চোখের জল মুছে ফেল, রাজলক্ষ্মী! আজ ত্রয়োদশী। কালকেই হবে এ নাটকের যবনিকা-পাত। কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তুমি শুনতে পাবে, আমার বা বজ্রবাহুর মৃত্যু ঘটেছে! আমাদের একজনের মৃত্যুর উপরেই নির্ভর করছে—মুক্তিকামের সঙ্গে তোমার চির-মিলন বা চির-বিচ্ছেদ!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজপথ

কাল—মধ্যাহ্ন

দৃশ্য—মুক্তিকামের আহ্বানে বহু রাজভক্ত প্রজা উন্মুক্ত তরবারি হাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

মুক্তিকাম। হে আমার অত্যাচারিত প্রজাবর্গ! কে আমার সঙ্গে আস্‌বে—এসো। আমি আজ দুর্ব্বৃত্ত শক্তিধরকে শাস্তি দেবো। এমন শাস্তি দেবো—যা দেখে জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে। তুষানল প্রজ্জ্বলিত ক'রে প্রথমে তাকে অর্দ্ধদগ্ধ করবো—তার পর লবণাক্ত জলে স্নান করিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাট্‌বো,—বিলিয়ে দেব তার সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একদল ক্ষুধিত শৃগাল-কুক্কুরের আহার্য্যরূপে—

বজ্রবাহু প্রবেশ করিয়াই মুক্তিকামের পদতলে তরবারি রাখিয়া নতজানু হইল

বজ্রবাহু। মুক্তিকাম! আমাকে ক্ষমা করো। কেন যে আমি তোমাকে এত বাক্যযন্ত্রণা দিয়ে উত্তেজিত করেছি—তাকি এখনো তুমি বুঝ্‌তে পারছ না? আমি যে তোমার কত শুভাকাঙ্ক্ষী, শুধু তোমারি জন্যে আমার যে কী মর্ম্ম-বেদনা, তা' শুধু অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানে না।

মুক্তিকাম বজ্রবাহু! এ আবার তোমার কোন্ অভিনয়, তা'তো বুঝ্‌তে পারছি না?

বজ্রবাহু। বিশ্বাস করো মুক্তিকাম। সত্যিই আমি সিংহাসনের জন্যে লালায়িত নই! তুমি তো জানো, আমি শঙ্খনাদকে কত ভালো বাসতাম? তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে না পারলে, আমার জীবনে শান্তি নাই—স্বস্তি নাই! তাই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি—চলো, আমার সঙ্গে চলো, আমার সৈন্যগণও প্রস্তুত! তোমার ও আমার মিলিত আক্রমণের বেগ সহ্য করবার ক্ষমতা শক্তিধরের নেই।

রত্নেশ্বরের প্রবেশ

রত্নেশ্বর। তুমি এখনো ইতস্তত করছো মুক্তিকাম? বজ্রবাহু যে তোমার কাছে নতজানু হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছে! আর কেন? বৃথা অভিমান ত্যাগ করো।

মুক্তিকাম। বজ্রবাহুর উপর আমার কোনো অভিমান নাই পিতা। আছে শুধু অনিশ্চিত সন্দেহ আর ঘোর অবিশ্বাস। জানিনা সে আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়।

বজ্রবাহু। এখনো আমার উপর তোমার অবিশ্বাস আছে মুক্তিকাম? তা'হলে আমার এ জীবনে আর কোনো প্রয়োজন নেই—আমি আত্মহত্যাই করবো। মুক্তিকাম! আজ তুমি তোমার এমন একজন অকৃত্রিম বন্ধু, অনুগত ভৃত্য ও অকপট পরমাত্মীয়কে হারাবে, যার জন্যে পরিণামে অনুতপ্ত না হয়ে পারবে না।

আত্মহত্যা করিবার জন্য তরবারি উন্মুক্ত করিল।

মুক্তিকাম। বজ্রবাহু শান্ত হও—আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস করবো না। চলো, আজ অন্ধের মত তোমার হাত ধরেই চল্‌বো। অদৃষ্টের অন্ধকারে পা ফেলেই দেখ্‌বো, এ জগতে বিশ্বাসঘাতকতার শেষ কোথায়? চলো—

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপ্রাসাদের কক্ষ

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—শক্তিধর যোদ্ধৃবেশে, চিন্তিতভাবে পদচারণা করিতেছিলেন।

কমলার প্রবেশ

কমলা। এ যুদ্ধের ফল কি হবে শক্তিধর?

শক্তিধর। হয় বজ্রবাহুর মৃত্যু, আর না হয় আমার মৃত্যু! মুক্তিকামের জীবনের কোনো আশঙ্কাই নেই মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

কমলা। যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা কি?

শক্তিধর। প্রকৃত যুদ্ধ তো এখনো আরম্ভ হয় নি? উভয়পক্ষই চেষ্টা করছে—সেই সেতুটাকে নিজের অধিকারে রাখ্‌তে। যে পারবে তার জয়, আর যে না পারবে, তার পরাজয় সুনিশ্চিত।

জনৈক সাংবাদিকের প্রবেশ

সাংবাদিক। রাজা! উগ্রসেন অতি অপূর্ব্ব কৌশলে সেতুর এপারের মুখটা অবরোধ করে ব'সে আছে। বজ্রবাহু সেতুর উপরে উঠ্‌তেই সাহসী হচ্ছে না! প্রস্থান।

শক্তিধর। মা! বোধ হয় আজ আমার জীবনের শেষ দিন। লোকে জানে—আমি পাষণ্ড, আমি নাস্তিক, আমি নির্ম্মম, আমি অত্যাচারী। লোকে জানে না—আমার বংশপরিচয়, আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আর আমার অন্তরের বেদনা!

সাংবাদিকের প্রবেশ

সাংবাদিক। রাজা, মুক্তিকাম সহসা ক্ষিপ্তের মত যুদ্ধের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—মুক্তিকামের আহ্বানে সহস্র-সহস্র প্রজারা এসে সমবেত হয়েছে। আমাদের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা বিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা এখন অনেক বেশী! সেতুর অবরোধ-উন্মোচনের জন্যে তারা প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।

প্রস্থান।

শক্তিধর। আমার নিমন্ত্রণ এসেছে—আর তো বেশী সময় অপেক্ষা করতে পারবো না? সংক্ষেপে গোটাকত কথা বলে যাই। লোকে আমার বংশপরিচয় জানে না, কিন্তু আমি জানি। কোনো একজন মহাপুরুষের নির্ম্মল চরিত্রে এক ফোঁটা কালি লেপন করবো না বলেই—চিরদিন সে কথাটা গোপন করে রেখেছি। কিন্তু আজ আর পারছি না। অন্ততঃ তোমার কাছে প্রকাশ করাটা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমার সুনন্দাকে আজ তোমার কাছেই রেখে যাবো, কিন্তু তোমার পুত্র শঙ্খনাদের সঙ্গে যেন তার বিবাহ দিও না। আমার অনুরোধ—

কমলা। সে কি, কেন? তারা যে পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসে—

শক্তিধর। একমাত্র বিবাহ ছাড়া, ভালবাসা-রোগের যে আর কোন ওষুধ নেই তাতো নয়? আমার মৃত্যুর পর তাদের বুঝিয়ে দিও—সত্যিই তারা দু'টি ভাই বোন—তাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ আছে!

কমলা। (চমকিয়া) বলো কি শক্তিধর! রক্তের সম্বন্ধ?

শক্তিধর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রক্তের সম্বন্ধ! (নীচু স্বরে) মুক্তিকামের পিতা আমারো পিতা! তুমি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধু! (নত জানু হইয়া) মা! আমার মাথায় হাত রেখে, আমাকে স্পর্শ ক'রে বলো,—আমার এ জন্ম কথা, কখনো, কারো কাছে প্রকাশ করবে না। এমন কি মুক্তিকামের কাছেও না।

কমলা। শক্তিধর! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ! (কাঁদিলেন)

সাংবাদিকের প্রবেশ

সাংবাদিক। রাজা! শত্রু-সৈন্যেরা অবরোধ উন্মুক্ত করে ফেলেছে। পঙ্গপালের মতো এ পারে চলে আসছে। আমাদের সৈন্যগণ শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্য দেখে ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে! তবুও উগ্রসেন অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করছে। প্রস্থান।

শক্তিধর। মা! আমার আহ্বান এসেছে। এ আহ্বান যুদ্ধের নয় মৃত্যুর। এ সংসারে আমার একটি মাত্র বন্ধন ছিল, সে আমার ওই কন্যা সুনন্দা! যাবার সময় তার সঙ্গে আর দেখা করবো না। আমার মৃত্যু সংবাদ শুনলে সে কাঁদবে—তাকে সান্ত্বনা দিও। তাকে দেখো—মা! পায়ের ধুলো দাও—

প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন

নাগিনীর প্রবেশ

নাগিনী। দেবতা! আমি যে এসেছি, তোমার পায়ের ধূলো নিতে—

পদধূলি গ্রহণ করিল

শক্তিধর। একি! নাগিনী? আজ আর কেন এলে নাগিনী! আমি তো যাত্রা সুরু করেছি—সেই পথে, যে পথে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাবার উপায় নেই! আমার বলতে যা' কিছু সবই যে পিছনে পড়ে থাকবে! সঙ্গে যাবে—এই ব্যর্থ জীবনের একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস!

নাগিনী। আরো একটা জিনিষ সঙ্গে যাবে, প্রভু! তা হচ্ছে—এই চির উপেক্ষিতা নাগিনীর আত্মনিবেদিত প্রাণ! তুমি কি মনে করো—নাগিনী তোমার মৃত্যুর পরে আর একটা দিনও বেঁচে থাকতে পারে? মৃত্যুর পথে তো কোনো সামাজিক বাধা নেই, বা মৃত্যুর পরে, কোনো রূপগুণ বা জাতিধর্ম্মেরও বিচার নেই—তাই আজ নাগিনী এসেছে—তোমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে। আজ তো তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না?

শক্তিধর। নাগিনী! তা'হলে তুমি এখানেই অপেক্ষা করো—যথাসময়ে তুমি আমার মৃত্যু সংবাদ পাবে—

সুনন্দার প্রবেশ

সুনন্দা। বাবা! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

শক্তিধর। নাগিনী! এই মাতৃহারা কন্যাকে একবার কোলে

করো—সুনন্দা! তোর মাকে চিনিস্? অনেকদিন তুই মার কোলে উঠিস্‌নি—না?

সুনন্দা। কে আমার মা? তুমি? আমার মা তো ছিল খুব সুন্দর! (নাগিনী সুনন্দাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল)

সাংবাদিকের প্রবেশ

সাংবাদিক। রাজা! সেনাপতি উগ্রসেন আহত। প্রস্থান।

শক্তিধর। উগ্রসেন আহত? নীরবকর্ম্মী! নির্লোভী সন্ন্যাসী! আমার চির-কৃতজ্ঞ অভিন্নহৃদয় বন্ধু! দাঁড়াও যেওনা, তোমার প্রভুও তোমার সঙ্গে যাবে। নাগিনী! আর যদি ফিরে না আসি'—এই মাতৃহারা কন্যার ভার তোমার উপর রইল। প্রস্থান।

সুনন্দা। আমার বাবা বুঝি যুদ্ধ করতে গেল? আমাকে ছেড়ে দাও—আমিও আমার বাবার সঙ্গে যাবো! আমার বাবাকে যদি কেউ মেরে ফেলে? আমাকে ছেড়ে দাও—

নাগিনী। ছিঃ সুনন্দা! তোমার বাবা যে বীর। তাকে কি কেউ মেরে ফেলতে পারে? তিনি এখু'ন ফিরে আস্‌বেন যুদ্ধ জয় করে!

কমলা। তুমিই কি চুড়ামণি কন্যা নাগিনী?

নাগিনী। হ্যাঁ।

কমলা। রাজা শক্তিধরের সঙ্গে বুঝি তোমার বিবাহ হয়েছে?

নাগিনী। না।

কমলা। তবে?

নাগিনী। তবে আবার কি? আমার এই রূপ দেখেও কি বুঝতে পারনা যে, আমি রাজরাণী হবার উপযুক্ত নই? আমার মতো কুরূপা

আর কোথায়ও দেখেছ রাজলক্ষ্মী? দর্পণে আমার মুখ দেখ্‌লে আমি নিজেই লজ্জিত হই! অন্যে যদি আমাকে ঘৃণা করে, আমি কেন দুঃখিত হবো? তাই আমি চিরকুমারী!

কমলা। এই যে তুমি বল্‌লে—তুমি শক্তিধরের সঙ্গে সহমৃতা হতে চাও—

নাগিনী। হ্যাঁ, তা' চাই। কেন চাই শুনবে? আমি কুরূপ, আমি কুৎসিত, কিন্তু আমার এই বুকের রক্ত সুন্দরীদের মতই রাঙা! প্রাণে কোনো ব্যথা লাগ্‌লে আমার চোখ দিয়েও টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ে। আমারো ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে! একটা সুন্দর গোলাপফুল দেখ্‌লে—আমারও ইচ্ছে করে—আমি তার দিকে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকি—এই বুকের উপর তাকে চেপে ধরি—এই নাক দিয়ে তার সুগন্ধটুকু আঘ্রাণ করি। কিন্তু তাতো পারি না? একমাত্র ওই রাজা শক্তিধর ছাড়া, কেউ আমার এই অনুভূতির দাবিকে সঙ্গত ব'লেই স্বীকার করেনি। আচ্ছা দেবি! আমি যে, কুৎসিত হয়ে জন্মেছি—এ জন্যে কি অপরাধী আমি?

কমলা। শক্তিধরকে তুমি ভালবাসো? না?

নাগিনী। ভক্তি করি। দেবতাকে মানুষ দূর থেকেই প্রণাম করে—আমিও তাই করি।

সাংবাদিকের প্রবেশ

সাংবাদিক। রাজা মুক্তিকাম প্রাসাদের দিকে ছুটে আস্‌ছেন। রাজা শক্তিধরের আদেশে কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না। তিনি নিজে এখন সসৈন্যে বজ্রবাহুকেই আক্রমণ করতে ব্যস্ত। তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে।

কমলা। প্রাসাদের সিংহদ্বার বন্ধ ক'রে দিতে বলো—রাজা মুক্তিকাম যেন সহসা এই অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে না পারেন। শঙ্খনাদ! শঙ্খনাদ!

যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত শঙ্খনাদের প্রবেশ

যুদ্ধের সংবাদ শুনেছ শঙ্খনাদ?

শঙ্খনাদ। কি করে শুন্‌বো মা! তোমরা তো আমাকে সেখানে যেতেও দেবে না, বা যুদ্ধ-সম্বন্ধে কোন সংবাদও বল্‌বে না—

কমলা। তোমার পিতা নাকি রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটে আস্‌ছেন —কেউ তাঁকে বাধা দিচ্ছে না। এখন উপায়?

শঙ্খনাদ। তাই নাকি? বেশ তো, আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলেই যুদ্ধ থেমে যাবে—আমি আসি তা' হলে?

কমলা। না। দাঁড়াও। তুমি যে বেঁচে আছ তা আমি তাঁকে এখনো জান্‌তে দেব না। শক্তিধরের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধই করবো—দেখ্‌বো তাঁর নৈতিক অবনতি কতখানি ঘটেছে! তিনি আজ আমাকেও হত্যা করতে পারেন কি না।

শঙ্খনাদ। নিশ্চয়ই পারেন। রাধারমণের পা-ছুঁয়ে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা' যখন আজ তাঁর মনে নেই, তখন তার পক্ষে তো কিছুই অসম্ভব নয়—মা?

কমলা। বেশ, তা'হলে আমি আসি—

তরবারি লইয়া প্রস্থানোদ্যত।

শঙ্খনাদ। মা!

কমলা। পিছনে ডেকনা শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। মা! তোমার পায় পড়ি—

কমলা। আমার আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছা নেই শঙ্খনাদ! তোমার পিতা যে আমাকে অবিশ্বাস করেন—উঃ—এ আমার অসহ্য! আমি নিশ্চয়ই মরবো। আমার মৃত্যুর পর তাকে বুঝিয়ে দিও—শক্তিধর তাঁর কে! আর সে কত মহৎ!

সাংবাদিকের প্রবেশ

সংবাদিক। অরক্ষিত গুপ্তপথে রাজা মুক্তিকাম রাজপুরীতে প্রবেশ করেছেন— প্রস্থান।

কমলা। না, না, শঙ্খনাদ! আমিই তাঁকে বাধা দেব, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধই করবো—আমার আদেশ—তুমি এখান থেকে কোথায়ও যেও না— প্রস্থান।

সুনন্দা। তুমি এখানে চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে রইলে রাজকুমার?

শঙ্খনাদ। কি করবো সুনন্দা! আমি তো এ জীবনে কখনো মার আদেশ অমান্য করিনি—

সুনন্দা। তোমার মাকে যদি তোমার বাবা হত্যা করেন—?

শঙ্খনাদ। তা'হলে আমি মাতৃহারা হবো—চোখের জলে বুক ভাসাবো—সুনন্দা! তা' ছাড়া আমি তো আর কিছুই করতে পারিনা?

বন্দিনী কমলাকে লইয়া মুক্তিকামের প্রবেশ—হঠাৎ শঙ্খনাদকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

মুক্তিকাম। শঙ্খনাদ! তুই বেঁচে আছিস্?

আলিঙ্গন করিলেন—শঙ্খনাদ ছুটিয়া গিয়া—কমলার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিল

শঙ্খনাদ। বাবা! কোন্ অপরাধে তুমি আমার মাকে বন্দিনী করেছ?

মুক্তিকাম। শঙ্খনাদ! তোর মা যে পাপিষ্ঠা। আমি ওকে আগুনে পুড়িয়ে মার্‌বো—এ জীবনে ওর মুখ আর দেখ্‌বোনা!

শঙ্খনাদ। বাবা! তুমি ভুল বুঝেছ। আমার মা পাপিষ্ঠা নয়, পাপিষ্ঠ আমার বজ্রমামা! সে আমাকে হত্যা করতে চায়—এই দেখো আমার মাথায় অস্ত্রাঘাত করেছে—শুধু এই শক্তিধরের প্রাসাদে এসে আশ্রয় পেয়েছিলাম ব'লে আজও আমি বেঁচে আছি।

মুক্তিকাম। সে কি কথা শঙ্খনাদ! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নে—

কমলা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল

কোথায় যাও কমলা?

কমলা। যুদ্ধক্ষেত্রে! ভয় নেই, আমি আবার এখুনি ফিরে আস্‌বো। তারপর নিজেই আগুনে পুড়ে মরবো—তুমি কেন নারীহত্যা করবে? বৈষ্ণবচূড়ামণি! অনেক কীর্ত্তিই তো রেখেছ?

মুক্তিকাম। যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চাও কেন?

কমলা। শক্তিধরকে বাঁচাতে। সে যে তোমার—না, না, সে তোমার কেউ নয়। সে একটা পিতৃমাতৃহীন পথের ভিখারী! সত্যিই তো এ জগতে তার আপন বল্‌তে কেউ নেই! তবু তার মহত্ত্ব যে কত বড় তা' তুমি জানো না। বজ্রবাহু যদি আজ তাকে হত্যা করে—তাহলে দিকদাহে দেশ পুড়ে যাবে—রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সব ধ্বংস হবে —এখানে পড়ে থাকবে একটা মহা শ্মশান!

শক্তিধরের প্রবেশ

শক্তিধর। মা, মা, আমি বজ্রবাহুকে হত্যা করে এসেছি—মুক্তিকাম! তোমার এ রাজ্য আজ নিষ্কণ্টক!

মুক্তিকাম। এ কি কমলা!

কমলা। আমার চোখের দিকে চাইতে পারছ? লজ্জা করছে না? তুমি না পরম বৈষ্ণব? রাধারমণ তোমার উপাস্য দেবতা? রাধারমণের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে এ জীবনে কারো অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করবে না—তাই বুঝি একটা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে সহস্র সহস্র প্রজার প্রাণনাশ করলে—?

মুক্তিকাম। আমি যে কিছুতেই বুঝতে পারছি না শক্তিধর! আমাকে বুঝিয়ে দাও—এ কোন্ রহস্য? একি শুনছি আমি? কমলা তোমার মা? তোমার মা—

শক্তিধর। হা হা হা—আমি যে পশু! কিন্তু মুক্তিকাম! পশুরও তো একটা মা থাকে? আমার কেন থাক্‌বে না? হা হা হা!

কমলা। কি বুঝতে চাও—? আমার মনে মনে অহঙ্কার ছিল—কোনো অবস্থাতেই তুমি আমাকে অবিশ্বাস করতে পার না। শক্তিধরকে তুমি না চিন্‌তে পার—কিন্তু আমাকেও কি চেননা? (কাঁদিলেন)

ব্যগ্রভাবে রত্নেশ্বরের প্রবেশ

রত্নেশ্বর। ও কুল-কলঙ্কিনীকে এখনো হত্যা করনি মুক্তিকাম? তা'হলে আমিই ওকে—(অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত শক্তিধর ও মুক্তিকামের মিলিত অস্ত্রে সে আঘাত ব্যর্থ হইল।)

রত্নেশ্বর। এর অর্থ কি মুক্তিকাম!

শঙ্খনাদ। দাদামশাই! এসো, আমিই তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে দিচ্ছি—শক্তিধর মানুষ নয় দেবতা! আমার মাও স্বর্গের দেবী! চলো বজ্রমামা কোথায় দেখে আসি—সেই নরপশুই সব অনর্থের মূল!

রত্নেশ্বর। সে কি! উভয়ের প্রস্থান।

মুক্তিকাম। শক্তিধর! আমাকে ক্ষমা করো—

শক্তিধর। রাজা! তুমি তো জানো—আমার কোন বংশ-পরিচয় নেই। কিন্তু তোমার স্বর্গীয় পিতা মৃত্যুকালে আমাকে তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসিয়ে কানে কানে একটি গুপ্ত-মন্ত্র দান করেছিলেন। সেই মন্ত্র-বলেই আমি আজ মানুষ হয়ে উঠেছি—আমার বুকের রক্তে পবিত্রতার আস্বাদন অনুভব করেছি! তুমি তো জাননা মুক্তিকাম! আজ আমার প্রাণে কত আনন্দ! এ রাজ্য তোমারি রইল। (তরবারি ফেলিয়া দিয়া) আসি তা'হলে—মা! বিদায়—বিদায়—আজ মুক্তির বন্ধন, আর শক্তির মুক্তি!

নাগিনী ও সুনন্দাকে লইয়া প্রস্থান।

য[illegible] পতন

NASCo